উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৯২৮.১৫ (+২৭৩.৫৫)
নিফটি : ২৪,৩১৭.১৫ (+৬৬.৯৫)

ঘরে-বাইরে চাপ, বৈঠকে মোদি ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ৩২° সর্বনিম্ন ২৬°	সর্বোচ্চ ৩৩° সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩২° সর্বনিম্ন ২৬°	সর্বোচ্চ ৩২° সর্বনিম্ন ২৫°

সিঙ্গুরে কেমিক্যাল হাবের প্রস্তাব ৫

ক্রিকেটকে আলবিদা রাহানের ১১

শিলিগুড়ি ১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 31 July 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 74

গুপ্তধন কি সুইস ব্যাংকেও?

কালো টাকার সন্ধানে নেপালে গোয়েন্দারা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কাঁকরভিটার ব্যস্ত বাজারে দাঁড়িয়ে কয়েকশো মিটার দূরের একটি অভিজাত হোটেলের ভেতরে কী খেলা চলছে তা বোঝার উপায় নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পর্যটকদের আনাগোনা, ক্যাসিনোর ঝলমলে আলো, বিলাসবহুল গাড়ির যাতায়াত সবকিছুই যেন স্বাভাবিক। কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায়ী ও হোটেল কর্মীদের সঙ্গে গল্প করলে উঠে আসে কালো কারবারের অজানা কাহিনী। তৃণমূল নেতাদের গুপ্তধনের খোঁজে নেপালের বিভিন্ন এলাকায় কয়েকদিনের অনুসন্ধানে এবং তদন্তকারীদের সঙ্গে কথা বলে যে ইঙ্গিত মিলেছে, তা আরও উদ্বেগের। সূত্রের খবর, নেপালের হোটেল ব্যবসায়ীর কাছে গচ্ছিত থাকা কোটি কোটি টাকার শেষ গন্তব্য আদৌ নেপাল নয়। চা খেতে খেতে নেপাল পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক ফিশফিশ করে বললেন, 'কাঁকরভিটা শহরটি আদতে একটি ট্রানজিট ভল্টের মতো। অর্থাৎ, টাকা কিছুদিনের জন্য এখানে নিরাপদে রাখা হয়। এরপর আন্তর্জাতিক হাওয়ালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তা ধাপে ধাপে বিদেশে চলে যায়। আমাদের সন্দেহ, সুইৎজারল্যান্ডের কিছু ব্যাংকেও টাকা যাচ্ছে।'

গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য এবং নিজস্ব অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, বেআইনি অর্থের পরিচয় পালটানোই মূল কাজ নেপালের ব্যবসায়ীদের। বিভিন্ন ব্যক্তি, ব্যবসা এবং আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে সেই অর্থের পরিচয় পালটানো হয়। নেপাল পুলিশ এই প্রক্রিয়াকে বলছে, 'লেয়ারিং'। যেখানে একের পর এক স্তর তৈরি করে টাকার প্রকৃত উৎস আড়াল করা হয়। তদন্তকারীদের সন্দেহ, সবশেষে সেই অর্থ এমন কিছু আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঢুকে পড়ে, যেখানে প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন। পুরো কাজটি হয় কোডের মাধ্যমে। নেপালের হোটেলের গোপন ঘরে ঢুকতে হলেও দরকার কোড। এক গোয়েন্দা আধিকারিকের বক্তব্য, 'কেউ কোটি কোটি টাকা বছরের পর বছর একটি হোটেল ব্যবসায়ীর কাছে ফেলে রাখবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। এই ধরনের নেটওয়ার্কের লক্ষ্যই হল অর্থের উৎস মুছে ফেলা। নেপাল সেই প্রক্রিয়ার একটি ধাপ মাত্র।'

- নেপালের কাঁকরভিটার হোটেল তৃণমূল নেতাদের কালো টাকার ট্রানজিট ভল্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে
- নেপাল থেকে আন্তর্জাতিক হাওয়ালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দুর্নীতির টাকা বিদেশের ব্যাংকে পাচারের সম্ভাবনা
- লিখিত নথি ছাড়াই শুধুমাত্র গোপন কোড ওয়ার্ড ব্যবহার করে কোটি টাকার লেনদেন চলছে
- জল্পেশ থেকে পালিয়ে আলিপুরদুয়ারের এক নেতা কাঁকরভিটার বিলাসবহুল হোটেলে ক্যাসিনো বুক করে আত্মগোপন করেছেন
- খবর ফাঁস হতেই শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি মোড় এবং বীরপাড়ার হাওয়ালা ডেরায় কারবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে

এরপর দশের পাতায়

সোনার ছেলে

বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকে সোনা জয় নিশ্চিত হওয়ার পর।

এক হাত নেই, দৌড়ে সোনা জয় দিলীপের

গ্লাসগো, ৩০ জুলাই : ছোটবেলায় গাছ থেকে পড়ে গিয়ে ডান হাতের নীচের অংশ হারিয়েছিলেন। কিন্তু মনোবল হারাননি। বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকে সোনা জিতে ইতিহাস ভারতের প্যারা অ্যাথলিট দিলীপ মাহাদু গাভিটের।

গ্লাসগোতে পুরুষদের ১০০ মিটার টি৪৭ ইভেন্টে নেমেছিলেন দিলীপ। একই ইভেন্টে ছিলেন আরেক ভারতীয় মহম্মদ বাসিল। বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকে দৌড়ানো খুব কঠিন। তবে শুরু থেকে কোনও তাড়াহুড়ো করেননি দিলীপ। কিছুটা মন্থর গতিতে শুরু করেছিলেন। শেষ ৩০ মিটারে গতির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাজিমাত করেন দিলীপ। সময় নেন ১০.৭১ সেকেন্ড। ঠিক তার পরেই ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করেন বাসিল। দুই অ্যাথলিটের সৌজন্যে একই ইভেন্টে সোনা ও রুপো জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করে ভারত।

ছোটবেলায় গাছ থেকে পড়ে ডান হাত ক্ষতিগ্রস্ত হয় দিলীপের। পরে সেই হাতের নীচের অংশ কেটে বাদ দিতে হয়। এদিকে, বাড়িতে চরম আর্থিক অনটন। কৃষিকাজ জীবিকা ছিল দিলীপের পরিবারের। ফলে একহাত নিয়েই জীবনযুদ্ধে লড়াই শুরু তাঁর। তারই ফাঁকে গ্রামের ধুলোমাখা রাস্তায় দৌড়াতেন মনের আনন্দে। সেখান থেকেই দিলীপ নজরে পড়েন কোচ বৈজনাথ কালের। কোচই বাড়ির লোককে বুঝিয়ে দিলীপকে অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে নিয়ে আসেন। বাকিটা ইতিহাস।

পদক জয়টা নিজের কোচ বৈজনাথকে উৎসর্গ করেছেন দিলীপ। তাঁর কথায়, 'আমার যা কিছু অর্জন কোচের জন্য। উনি আমাকে দত্তক নিয়ে নিজের বাড়িতে রেখে খাইয়ে মানুষ করেছেন। প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। উনি আমার বাবা।' কেন্দ্রীয় সরকারের টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম এবং অ্যানুয়াল ক্যালেন্ডার ফর ট্রেনিং অ্যান্ড কম্পিটিশন থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন দিলীপ। যার ফলে কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নিতে পেরেছেন তিনি।

> আমার যা কিছু অর্জন কোচের জন্য। উনি আমাকে দত্তক নিয়ে নিজের বাড়িতে রেখে খাইয়ে মানুষ করেছেন। প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। উনি আমার বাবা।
>
> দিলীপ মাহাদু গাভিট

মূলত ৪০০ মিটারে পারদর্শী দিলীপ। তবে চলতি কমনওয়েলথ গেমস থেকে ৪০০ মিটার টি৪৭ ইভেন্টটি বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই ১০০ মিটারে নামতে হয় দিলীপকে। কিন্তু তাতেও ইতিহাস গড়েছেন তিনি।

উত্তরের খোঁজে

এরপর কার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে দেশের মানুষ

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যখন নীতি, যুক্তি আর ন্যূনতম ভব্যতা একসঙ্গে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়, তখন শাসক আর বিরোধীদের অলিন্দে যে দৃশ্য তৈরি হয়, তা দেখে হাসবেন না কাঁদবেন, বুঝে ওঠা কঠিন। চারদিকে তো বুদ্ধিভ্রষ্টদেরই ভিড়।

নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলন আর বিক্ষোভের ধোঁয়া একটু কমতেই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। আসল যাত্রাপালা অবশ্য শুরু হল এরপর। সংসদে তিনি পা রাখতেই ভারতীয় জনতা পার্টির অন্য সাংসদরা তাঁকে এমনভাবে বরণ করে নিলেন, যেন তিনি সীমান্তে যুদ্ধ জয় করে ফিরলেন। অথবা মহাকাশ জয় করে ফিরেছেন সদ্য।

কোনও এক মহামূল্যবান দপ্তর সামলাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে পদ খোয়ানো একজন মানুষকে বীরের সম্মান দেওয়ার এই মহতী দৃশ্য সত্যিই চোখ ছানাবড়া করে দেওয়ার মতো। একেবারে বহরমপুরের ছানাবড়া! দলের ব্যর্থতাকে এভাবে উৎসবের মোড়কে মুড়িয়ে পরিবেশন করার ক্ষমতা বোধহয় শুধু বিজেপি নেতাদেরই আছে। কীসের লজ্জা, কীসের দায়িত্ববোধ!

এরপর দশের পাতায়

বৃষ্টিতে ভিজে চলছে ধানের চারা রোপণ। ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

পদ্ম ঘনিষ্ঠতায় বেনিয়ম পাবে

পালাবদলেও ট্র্যাডিশন বদলায়নি শিলিগুড়িতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : মে মাসের শেষদিকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তাদের নিয়ে সেবক রোড পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শংকর ঘোষ। ওই রাস্তায় একাধিক পাব ও বার রয়েছে, এমন একটি মলের সামনে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক বলেছিলেন, 'যারা বোঝার, বুঝে গিয়েছে। সবাইকে নিয়ম মেনে চলতে হবে।'

তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে পুলিশ-আবগারি বিভাগের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভোররাত অবধি হুল্লোড় চলত অধিকাংশ পাব-বারে। শংকরের পরিদর্শনের পর অনেকেই ভেবেছিলেন, নয়া সরকারের কড়াকড়িতে ছবিটা বদলাবে। সবকিছুই থাকবে আইনের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু, সে আর হল কই।

উলটে, কারবার চালিয়ে যেতে বিজেপি ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিতে মন দিলেন ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, নির্দিষ্ট সময়ের পর পাব খোলা থাকলে পুলিশ কথা বলতে গেলেই রাজ্যের শাসকদলের একাধিক নেতার নাম বলে পার পাওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। সম্প্রতি এক পাব মালিকের বিরুদ্ধে শহরের একটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সেখানকার এক কর্মী। মারধরের ঘটনার যে সময় উল্লেখ করা হয়েছিল অভিযোগপত্রে, সেটা পাব খোলা রাখার নির্দিষ্ট সময়ের পর।

- সেবক রোড পরিদর্শনে গিয়ে আইনভঙ্গ নিয়ে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দেন শংকর
- পাব-বারের মালিকদের বড় অংশ কারবার চালাতে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সখ্য বাড়াচ্ছে
- শিলিগুড়ির দলের সংখ্যালঘু মোর্চার এক নেতা রাশ হাতে নিতে তৎপর
- সেই ব্যক্তি আবার কোচবিহারের এক প্রভাবশালীর ডানহাত হিসেবে পরিচিত

সেদিন থানায় পাবের কর্মী অভিযোগ জানাতে গেলে মালিক সরাসরি থানায় ফোন করে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার এক নেতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা বলেন। এরপর নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নেবেন বলে থানার আইসি-কে জানান। আইসি অবশ্য কর্ণপাত করেননি। মারধরের অভিযোগ দায়ের হয়। যদিও অতিরিক্ত সময় পাব খোলা রাখা নিয়ে পদক্ষেপ করা হয়নি। শাসক ঘনিষ্ঠতা জাহির করতে চলতি সপ্তাহে এক পাব মালিক গ্রাহকদের সামনে নিজের জন্মদিন উদযাপনের সময় রাজ্যের এক মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ছবি জায়েন্ট স্ক্রিনে লাগিয়েছিলেন।

বর্তমানে শহরের একাধিক পাব মালিকের সঙ্গে ওই সংখ্যালঘু মোর্চার নেতার সুসম্পর্ক সামনে আসতে শুরু করেছে। তিনি আবার কোচবিহারের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতার ডানহাত হিসেবেই এখানে নিজের আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছেন। সংবর্ধনা দেওয়ার নাম করে ওই তরুণ নিজের রাজনৈতিক 'গডফাদার'-এর

এরপর দশের পাতায়

ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই ছররা, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : পড়ুয়া আন্দোলনকারীদের ওপর ছররা গুলি চালানো নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ ক্রমশই বাড়ছে। বিরোধীরা যখন এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে নিশানা করতে ব্যস্ত, তখন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, একমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই ছররা বন্দুক ব্যবহার করা যায়। ছররা বন্দুক ব্যবহারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়েছে, পুলিশি নিয়ম অনুযায়ী শুধু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই এই ধরনের বলপ্রয়োগের অনুমতি রয়েছে। শীর্ষ আদালত দিল্লি পুলিশকে ছররা বন্দুক ব্যবহারের নিয়ম সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনের বেঞ্চ এই বিষয়ে নোটিশ জারি করে কেন্দ্রের জবাব তলব করেছে।

শা-কে নিশানা খাড়গেরও

অন্যদিকে, এদিন রাহুল গান্ধির সুরে এবার মল্লিকার্জুন খাড়গেও কড়া ভাষায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সমালোচনা করেন। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় পাবলিক এগজামিনেশন (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) সংশোধনী বিল, ২০২৬ নিয়ে আলোচনার সময় পড়ুয়াদের ওপর ছররা গুলি ও লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করে বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

এরপর দশের পাতায়

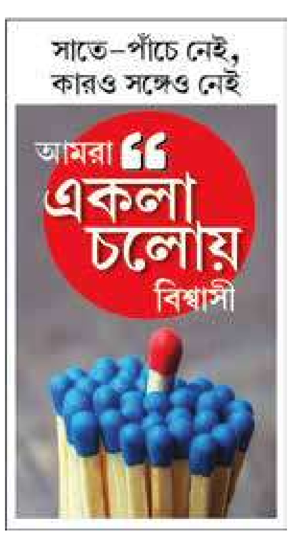

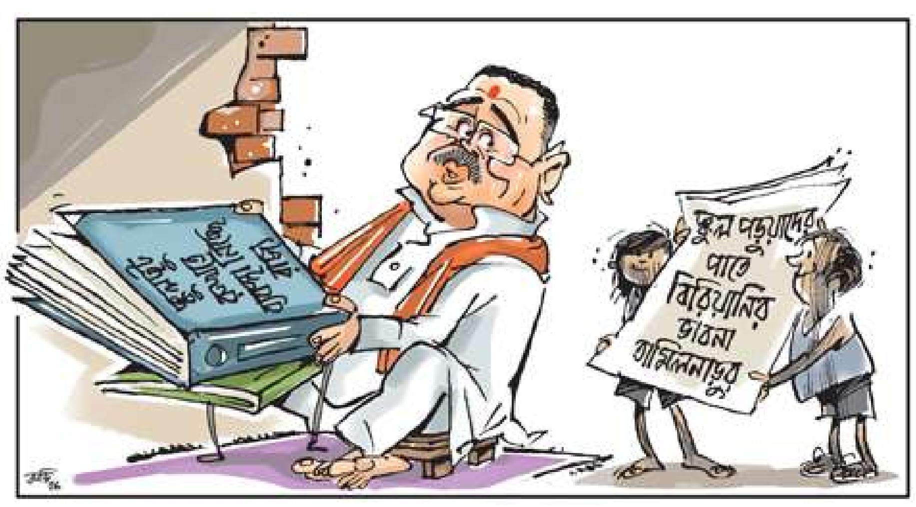

আদালতে ডিম-হামলা, ফেলে মার যুব নেতাকে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : শিলিগুড়ি কলেজের গেটের বাইরে হেল্প ডেস্ক বসানো নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যদের সংঘর্ষের ঘটনায় বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয় গৌতম দেব ঘনিষ্ঠ ছাত্র নেতা সৌরভ ভাস্করকে।

এদিনই সৌরভকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিনের আবেদনও মঞ্জুর করেন। এরপর আদালত কক্ষ থেকে যখন সৌরভকে কোর্ট কাস্টডিতে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ, তখন ভিড়ের মধ্যে থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া শুরু হয়। অভিযোগ, বিজেপি ও এবিভিপি সমর্থকরাই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

সৌরভের জন্য এদিন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা-কর্মী কোর্টে যান। রায়দানের পর তাঁরা বেরিয়ে আসেন। প্রমিত দেব নামে এক যুব নেতাও ছিলেন। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান গেটের সামনে তিনি নিজের বাইক রেখেছিলেন। বিকেলের দিকে স্কুলের সামনে থেকে বাইক নিয়ে যখন প্রমিত বাড়ি ফেরার পথ ধরবেন, তখন তাঁর ওপর আচমকা হামলা চালানো হয়।

অভিযোগ, এবিভিপি ও বিজেপির একদল সমর্থক ওই তরুণকে মাটিতে ফেলে ব্যাপক মারধর করেন। ১০-১২ জন মিলে ঘিরে ধরে চলে লাথি-ঘুসি-কিল। হেলমেট দিয়েও মারা হয়েছে প্রমিতকে।

এরপর দশের পাতায়

পারোর ভাড়া বৃদ্ধিতে লক্ষ্মীলাভ উত্তরবঙ্গের

পারো বিমানবন্দরের আকাশছোঁয়া বিমানভাড়ার কারণে পর্যটকদের কাছে ভুটান যাত্রায় অন্যতম বিকল্প এখন বাগডোগরা। মে মাসে ভুটানে আসা ৪৭ হাজারের বেশি পর্যটকের মধ্যে ৩১ হাজারেরও বেশি মানুষ বাগডোগরা থেকে সড়কপথে ফুন্টশোলিং সীমান্ত দিয়ে ভুটানে ঢুকেছেন।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

পারোর আকাশ যতই মনোমুগ্ধকর হোক, ভ্রমণকারীদের বড় অংশের চোখ এখন বাগডোগরার রানওয়েতে। কারণ একটাই, ভুটানে বিমানের আকাশছোঁয়া ভাড়া। সেই কারণেই উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা বিমানবন্দর ধীরে ধীরে শুধু উত্তরবঙ্গের নয়, ভুটানেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বারে পরিণত হচ্ছে। শুধু পর্যটকরা নন, ভুটানের নাগরিকদের একটা অংশও এখন যাতায়াতের জন্য বেছে নিয়েছেন বাগডোগরাকে। বাগডোগরায় নেমে সড়কপথে আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ হয়ে ফুন্টশোলিং দিয়ে ভুটানে ঢুকছেন তাঁরা। আর এই প্রবণতায় লাভের মুখ দেখছে বাগডোগরা। উত্তরবঙ্গের পর্যটনশিল্প, হোটেল ব্যবসা, পরিবহণ এবং সীমান্ত বাণিজ্যেও লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে।

ভুটানের পর্যটন দপ্তরের প্রকাশিত তথ্য বলছে, চলতি বছরের মে মাসে ভুটানে সর্বাধিক, ৪৭ হাজার ৩৪৩ জন পর্যটক এলেও তাঁদের মধ্যে মাত্র ১৩ হাজার ৬৭১ জন পারো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার করেছেন। ৩১ হাজার ১৬৩ জন ভুটানে ঢুকেছেন ফুন্টশোলিং সীমান্ত দিয়ে। বাকিরা ঢুকেছেন অন্য সীমান্ত হয়ে। ফুন্টশোলিং হয়ে যাঁরা যাতায়াত করেছেন তাঁদের বেশিরভাগই আকাশপথে বাগডোগরায় নেমে সড়কপথে ভুটানে ঢুকেছেন। ভুটানের এক পর্যটন আধিকারিকের কথা, 'এই প্রবণতা সারাবছর ধরেই অব্যাহত রয়েছে।'

এর পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ ভাড়ার বিপুল ফারাক। উদাহরণ দিয়ে ভুটানের পর্যটন ব্যবসায়ী থিনলে শেরিং বলেন, 'গত দু'দিনে পারো থেকে দিল্লির এক দিকের বিমানভাড়া ছিল গড়ে ৩৮ হাজার ৫০০ নুগুলট্রাম (ভুটানি মুদ্রা), অথচ তার থেকে অর্ধেকেরও কম ভাড়ায় বাগডোগরা থেকে দিল্লি যাওয়ার টিকিট মিলছিল। একইভাবে পারো-ব্যাংকক রুটে একমুখী ভাড়া প্রায় ৪৫০০০ নুগুলট্রাম হলেও বাগডোগরা-ব্যাংকক রুটে তা প্রায় ১৮ হাজার নুগুলট্রামের মধ্যে। ফলে পর্যটকরা হিসেব কষে দেখছেন, বাগডোগরায় নেমে কয়েক ঘণ্টা সড়কপথে যাত্রা করলেও মোট খরচ অনেকটাই কমে যাচ্ছে। তাই বাগডোগরার চাহিদা বাড়ছে।'

শুধু বিদেশি পর্যটক নন, ভুটানের নাগরিকদের মধ্যেও এই প্রবণতা বাড়ছে। বিমানযাত্রায় ভরতুকি পেয়ে থাকেন ভুটানিরা। থিনলের দাবি, ভরতুকির পরও যে দামে টিকিট কাটতে হয় ভুটানিদের, তার চাইতেও কম দামে টিকিট পাওয়া যায় বাগডোগরা থেকে। বিভিন্ন টিকিট বুকিং এজেন্সিগুলির তথ্য বলছে, বিদেশে যাওয়া ভুটানিদের প্রায় ২০ শতাংশ এখন বাগডোগরা হয়ে আন্তর্জাতিক বিমানে উঠছেন।

এরপর দশের পাতায়

এই কুনকি হাতিদের মাহুতরা এবছর গজ গৌরব পুরস্কার পাচ্ছেন।

গজ গৌরব পুরস্কার পাবেন জলদাপাড়ার ৭ মাহুত

মাদারিহাট, ৩০ জুলাই : এবছর গজ গৌরব পুরস্কার পাচ্ছেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ৭ জন মাহুত। ১৩ অগাস্ট বিশ্ব হাতি দিবস। ওইদিন বিশাখাপত্তনমে এই ৭ জন মাহুতকে গজ গৌরব পুরস্কার দেওয়া হবে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'ভারত সরকারের বন, পরিবেশ ও জলবায়ুমন্ত্রকের তরফে এই ৭ জন মাহুতকে গজ গৌরব পুরস্কার দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মাহুত বিকাশ খড়িয়া, রাজীব ওরাওঁ, আজিবুল হক, অজিত গাবুর, মমতাজ আলম, আমাসুর খড়িয়া ও দিলীপ মুন্ডা এবছর গজ গৌরব পুরস্কার পাবেন।'

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে গত বছরের ৫ অক্টোবর জলদাপাড়ার ১৩টি গন্ডার জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল। ২০০ জন বনকর্মী এবং ১৯টি কুনকি হাতি ৫৫ দিন ধরে অভিযান চালিয়ে ওই গন্ডারগুলিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ফিরিয়ে এনেছিলেন বলে জানিয়েছেন পারভিন।

বিভাগীয় বনাধিকারিক আরও জানান, অভিযানের সময় বিকাশ এবং রাজীব কোদালবস্তি রেঞ্জের এনইসি বিটে আটকে পড়েছিলেন। তোর্ষা ও মালঙ্গি নদীর জলে বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। এর জেরে ৪টি পূর্ণবয়স্ক কুনকি হাতি ও একটি শাবক কোদালবস্তি রেঞ্জের এনইসি বিটে আটকে পড়েছিল। অন্যান্য মাহুতরা ওই এলাকায় অবস্থিত কাঠের সেতু পার হওয়ার কিছুক্ষণ পর ওই সেতুটি ভেঙে গিয়েছিল। সেতু ভেঙে যাওয়ার পরেও হাতিদের প্রতি গভীর মমত্ববোধে বিকাশ এবং রাজীব কুনকি হাতিদের ওপর টানা নজর রেখেছিলেন। দু'দিন পর জল সামান্য কমলে হাতিদের নিয়ে তাঁরা নিরাপদ স্থানে ফিরে আসেন। এই দায়িত্ববোধের জন্যই তাঁরা পুরস্কৃত হচ্ছেন।

বিভাগীয় বনাধিকারিক জানান, জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া গন্ডারগুলোর মধ্যে ৮টি গন্ডার কোচবিহার জেলার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এবং বাকি ৫টি গন্ডার আলিপুরদুয়ার জেলার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ঘুমপাড়ানি গুলি করে গন্ডারগুলিকে নিরাপদে জলদাপাড়ায় ফিরিয়ে আনা হয়। এই উদ্ধারকাজে মাহুতরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে জানিয়েছেন বিভাগীয় বনাধিকারিক।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5017568_1. Bid Submission end Date: 17.08.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.wbtenders.gov.in Sd/-EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T13861(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-25/2026-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5017600_1
EE, CED, P.W.Dte., invite online e-tender for the following work: (1) Proposed G Plus VII storied Alipurduar Zilla Parisad Building at Babupara Alipurduar El works for energisation of existing Air Conditioning System. Bid Submission Start Date: 04.08.2026 at 09:00 a.m. Bid submission Closing Date: 11.08.2026 at 12:00 p.m. Bid Opening Date: 13.08.2026 after 01:00 p.m. Details of NITand tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur Executive Engineer, P.W.D., Cooch Behar Electrical Division ICA-T13877(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
MSVP, Raiganj Govt. Medical College & Hospital Raiganj, Uttar Dinajpur
e-TENDER NOTICE
The MSVP, Raiganj Govt. Medical College and Hospital, Raiganj U/D, invites e-Tender vide memo no. RGMCH/NIT/12 Dated 28.07.2026 for Supply of Cooked Diets. Last date of submission of e-Tender is 21.08.2026 up to 05:00 P.M. Details about the tender will be available from the website: w.w.w.wbhealth.gov.in or https://wbetenders.gov.in On and from 31.07.2026 onwards. Bonafide agencies are requested to participate in the tender process observing existing guideline. Sd/- Medical Superintendent Cum Vice-Principal, Raiganj Govt. Medical College & Hospital. ICA-T13788(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGE EOI NOTICE
EOI No.- WBIW/EE/MID/EOI-01/2026-27. The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites above mentioned EOI for collecting rate of one no work. Last Date of Bid Submission 14/08/2026 & Time upto 3.30 P.M. Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in & https://wbtenders.gov.in Sd/-Executive Engineer, Malda Irrigation Division. ICA-T13895(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIQ01 & 02). Tender Id: 2026_WBPWD_5017608_1 & 2026_WBPWD_5017609_1 Bid submission start date: 03.08.2026, 10.30 hrs. & Bid submission closing date: 10.08.2026, 18.30 hrs. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T13882(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
NIT No.: WBPWD/AE/JESD/NIT 07e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5017570_1. Name of Work:- Supply and fixing of AC Ceiling Fan at various Wards under Jalpaiguri Central C. Home. The last date for submission of tender 12-08-2026 at 11:10 A.M. All details can be seen from the website – http://etender.wb.nic.in or http://www.pwdwb.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- A.K.DAN, AE/JESD/JALPAIGURI ICA-T13861(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
"Tender Ref. No. NIT No.01/SMSP/2026-27/SSTL/MLD" Tender ID:2026_DOA_1034023_1, Seed Testing Officer Malda, invites etender for "Water Supply & Drainage Works" at State Seed Testing Lab. Malda (SSTL). Bid submission start date (online) 27.07.2026 by 12:00 hrs and Bid submission closing date (online): 03.08.2026 upto 16:00 hrs. For details visit at http://wbtenders.gov.in. Sd/-Seed Testing Officer, SSTL Malda. ICA-T13812(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIQ No.-WBPWD/AE/SCSDII/NIQ02/2026-27
Tender ID : 2026_WBPWD_5017295
Online e-Quotation are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri from enlisted outside bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.Q. Bid Submission closing Date : 30-07-2026 : 18:55 hrs. Bid submission End Date: 10-08-2026 14:00 Hrs. (Online). Details of N.I.Q. & other Tender Documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Barman, Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri. ICA-T13893(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
EE, Cob. Hwy. Divn., PW(Roads) Dte., invites online e-tender for the work of - 1) Engagement of 17 (seventeen) Nos. Private Security Personnel through Private Security Agency under Cooch Behar Highway Division, PW(Roads) Dte. In the district of Cooch Behar. NIQ No. 8(E)of 2026-27 of EE(CHD), Tender ID: 2026_WBPWD_5017543_1. Bid submission Start date (online): 04/08/2026 from 9.00 A.M. Bid submission closing date (online): 18/08/2026 up to 06.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar ICA-T13880(3)/2026

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এলএইচএস/আরইউবির ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৩৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২৮-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১৩-এপি-I-২০২৬। কাজের নামঃ খোকসাডাঙ্গা-সাজেরপার: এডিইএন/I/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ১১০/৬-৭ কিলোমিটারে মানবনিযুক্ত এল-সিং নং. এনএন/৬১ এর (আপ এবং ডাউন) পরিবর্তে এলএইচএস/আরইউবির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৫,১৮,৮৯,০১৫.২১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১০,৩৭,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Short-NOTICE INVITING TENDER NO:- WBIW/EE/JID/SNIT-12(m)/2026-27
Separate offline sealed Tenders for **05 (Five)** nos **Emergent Palliative works** in printed **2911 forms** are hereby invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Irrigation Division, Club Road, Jalpaiguri on behalf of the Governor of the State of West Bengal, from the eligible bonafide, reliable resourceful contractors having Single credential of 30% of Amount Put Tender in Last 5 (Five) financial years.
Date & Time for Application for issue of Tender Form.....
Starting from - 31/07/2026 at 10.30 hrs. End Date & Time - 04/08/2026 up to 16:00 hrs.
Other details of the SNIT can be seen in office notice board during working hours & the website: https//iwd.wb.gov.in
Sd/-
(P. MANDAL)
Executive Engineer,
Jalpaiguri Irrigation Division Club Road, Jalpaiguri

স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোডের উন্নয়ন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৩৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৮-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং : ১৪-এপি-I-২০২৬; কাজের নাম : কোলাইগ্রাম, সালবাড়ী ও খোকসাডাঙ্গা স্টেশনে স্টেশন সংযোগকারী রাস্তার উন্নয়ন এবং ম্যাসটিক সারফেস ব্যবহারের মাধ্যমে মারাডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ২,২৪,০৬,৩৭২.৬৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৪৮,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৯-০৮-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা এবং টেন্ডার খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৩৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ২৭-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ১৫-এপি-II-২০২৬। কাজের নামঃ এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে আলিপুরদুয়ার জং.-বামনহাট সেকশনে মাইনর ব্রিজ নং. ১২, ১৩, ১৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯ ও ৬০ এবং মেজর ব্রিজ নং. ১১-এর সুরক্ষা কাজ তথা ব্রিজ অ্যাপ্রোচে ব্যালাস্ট রিটেইনিং ওয়াল-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৯৭,৫৬,৪৮৪.৩৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫,৯৫,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৮-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ১৮-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২১৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২১৮৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites Item Rate electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. NIT010/ENGG/ELECT/2026-27 of SJDA (2ND Call). Name of Work: Supply, Installation, Testing and Recommissioning of VRF Air Conditioning System by replacement of Defective Spare parts at SJDA Office Building, Himanchal Vihar, Matgara, Darjeeling. Earnest Money- Rs. 7,000.00, Tender Documents Sale / Download Start Date & Time-31.07.2026 at 11:00 A.M. Date of Submission End Date & Time-10.08.2026 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 13.08.2026 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals – to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T13799(1)/2026

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
Panchanan Nagar, Cooch Behar -736101
Date : 29.07.2026
Two E-tender Published. For details please visit
https://wbtenders.gov.in/nicgep/app.
E-Tender ID : 2026_DHE_1035120_1
Tender Title : Procurement of Gold Medals, Silver Medals for Academic awards
Closing Date : 14 Aug, 2026 upto 6:00 PM
Sd/-
Registrar (Addl. Charge)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
Post Graduate (PG) Programmes ADMISSION NOTIFICATION 2026-2027
M.A./M.Sc./M.Com./B.Lib.I.Sc./M.Lib.I.Sc./LL.M. (Specialization : Public Law)/ M.Tech. in CST (3-yr. Part-Time)
Online Applications are invited from 10.08.2026 till 15.08.2026 for admission to 1st Semester of PG Programmes for the session 2026-2027. For detailed information please visit the university website www.nbu.ac.in
Advt. No. 05/R-2026, Date : 31.07.2026
Registrar (Addl. Charge)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Auction
A Notice inviting e-Auction Nos.- WBIW/CTU/RFP-129(e)/2026-27, WBIW/CTU/RFP-130(e)/2026-27 & WBIW/CTU/RFP-131(e)/2026-27 dated 29/07/2026 are invited by the Superintending Engineer, Central Tender Unit, I & W. Dte. as 3rd Call of e-Auction Nos. WBIW/CTU/RFP-101(e)/2025-26, WBIW/CTU/RFP-102(e)/2025-26 & WBIW/CTU/RFP-105(e)/2025-26 respectively for the works : Dredging/De-siltation of i) Teesta Mahananda Link Canal (Ch. 0.400 km to Ch. 5.233 km & Ch. 13.684 km to Ch. 20.62 km), ii) Teesta Mahananda Link Canal (Ch. 5.233 km to Ch. 13.684 km) iii) Teesta River (CH. 42.40 km from D/S of Coronation Bridge to CH. 45.80 km) for a length of 11.769 km, 8.451 km & 3.40 km respectively by adopting "Revenue Sharing" method under "No Cost to State Formula" within District Jalpaiguri. All details of e-Auction may be obtained from the Website https://eauction.gov.in from 31/07/2026 at 10:00 Hours. Last date of online bid submission is 13/08/2026 up to 16:00 Hours. Sd/- Superintending Engineer, Central Tender Unit, I & W Dte. ICA-T13781(3)/2026

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कर वसूली अधिकारी का कार्यालय, सिलीगुड़ी
OFFICE OF THE TAX RECOVERY OFFICER, SILIGURI
आयकर भवन, परिवहन नगर, माटीगरा, सिलीगुड़ी-734010, पश्चिम बंगाल
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL
ATTACHMENT OF IMMOVABLE PROPERTY BY GOVERNMENT OF INDIA, INCOME TAX DEPARTMENT
The Flat No 4H, at 4th Floor, Wing 2 of Sanskriti Apartment, Kalchakra Mandir Road, Ward No. 42, P.S. Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal - 734008 under the ownership of Shri Satish Kumar Goyal (PAN: ADLPG3053F), Director of M/s. Prembhog Food Products Pvt. Ltd. (PAN: AACCP9259P) has been attached by the Tax Recovery Officer, Siliguri, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri vide ITBA/COM/F/17/2026-27/1091572780(1) dated 29.07.2026. All concerned to Note.
The Flat No 4I, at 4th Floor, Wing 2 of Sanskriti Apartment, Kalchakra Mandir Road, Ward No. 42, P.S. Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal - 734008 under the ownership of Shri Satish Kumar Goyal (PAN: ADLPG3053F), Director of M/s. Prembhog Food Products Pvt. Ltd. (PAN: AACCP9259P) has been attached by the Tax Recovery Officer, Siliguri, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri vide ITBA/COM/F/17/2026-27/1091573656(1) dated 29.07.2026. All concerned to Note.
The Flat No 3K, at 3rd floor, Wing 3 of Sanskriti Apartment, Kalchakra Mandir Road, Ward No. 42, P.S. Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal - 734008 under the ownership of Smt. Sarita Goyal (PAN: ADIPG5210F), Director of M/s. Prembhog Food Products Pvt. Ltd. (PAN: AACCP9259P) has been attached by the Tax Recovery Officer, Siliguri, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri vide ITBA/COM/F/17/2026-27/1091574236(1) dated 29.07.2026. All concerned to Note.

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্যে ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ৫৮ টি স্টেশনের অন্তর্গত এলাকায় নন-ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৬।
অস্থান ক্যাটালগ সংখ্যা. সিএপিএনএফআরএডিভিটি২০২৬

এসাইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-এপিডিজে-ওএসএন-৫২৮-২৬-১ (এডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইজ (নন-ডিজিটাল)	সংলগ্ন এলাকার বিস্তৃত তথ্য অনুসারে আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের অন্তর্গত ৫৮ টি স্টেশনের অন্তর্ভাগের নির্ধারিত স্থানে নন ডিজিটাল বিজ্ঞাপন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৮-২০২৬ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১৩.৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ARMY PRIMARY SCHOOL MILITARY STATION N.N. ROAD, GWALA PATTI COOCH BEHAR (WEST BENGAL) – 736101
(Recognised by Directorate of School Education, Government of West Bengal)
REQUIREMENT OF TEACHING STAFF ON CONTRACTUAL BASIS
1. Local Selection Board Interview for following vacancies will be held at Army Primary School Cooch Behar :-

Ser No	Post	Qualification
(a)	Pre/Primary School Teachers	Graduate with B.Ed/Two years Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)/NTT/Montessori trg from recognized institution.
(b)	Preference will be given to experienced, highly motivated & creative candidate with good communication skills.	

Note
(i) Computer Literacy is mandatory for the post of Teacher.
(ii) Selection Process: Through Interview, only for short listed candidate will be informed telephonically about date & time of interview.
(iii) No TA/DA admissible for interview.
(iv) Age: Minimum 25 years at the time of joining.
(v) Interested candidate to send their application along with their Resume/CV and self-attested supporting documents to the Principal Office.
Application will be forwarded by hand/speed post at following address by 15 Aug 2026 :-
Army Primary School
Military Station N.N Road, Gwalapatti,
Cooch Behar, West Bengal – 736101

অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) চিকিৎসকের নিযুক্তি
CMS/APDJ'S EOI Notice No. CMS/06 তারিখঃ ২৮ ০৭-২০২৬
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে চিফ মেডিক্যাল সুপারইনটেনডেন্ট, এন. এফ. রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) হিসেবে ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল আলিপুরদুয়ার জংশনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করছেন।
১। ভিজিটিং স্পেশালিস্টের নামঃ অ্যানেস্থেসিওলজি = ০১, পেডিয়াট্রিক্স = ০১, ডার্মাটোলজিস্ট = ০১, কার্ডিওলজিস্টস = ০১।
২। আবেদন প্রাপ্তির শুরুর তারিখঃ ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে।
৩। আবেদন জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় ঃ ১৭-০৮-২০২৬, ১২.০০ ঘণ্টা।
৪। সময়-এর বৈধতা ঃ ১ (এক) বছরের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।
৫। বয়সের সীমাঃ প্রথম নিযুক্তি ৩০ থেকে ৬৪ বছর পর্যন্ত।
৬। অভিজ্ঞতার যোগ্যতা ঃ (i) সুপার স্পেশালিস্টঃ ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে পোস্ট-ডক্টরাল যোগ্যতা ডিএম/এমসিএইচ বা সমতুল্য। (ii) স্পেশালিস্টঃ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, পি.জি. ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর অভিজ্ঞতা। (iii) পিজি ডিগ্রি সহ উপযুক্ত প্রার্থী না থাকলে ঃ পি.জি. ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ পিজি ডিপ্লোমাধারী।
৭। বয়সের প্রোফাইলঃ প্রথম নিযুক্তির সময় পছন্দের বয়স ৩০ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। বয়সের উচ্চ সীমাঃ অবিরত নিযুক্তির ক্ষেত্রে বয়সের উর্দ্ধ সীমা হলো ৬৫ বছর।
৮। কাজের মেয়াদঃ প্রত্যেকবার প্রস্তাব দেওয়ার সময় শুধুমাত্র ১ (এক) বছরের জন্য দেওয়া হতে পারে। মেয়াদ বৃদ্ধির বৈধতা অতিক্রম করার পর দেওয়া হতে পারে।
৯। এইচভিএস-এর অনরেরিয়াম নিম্নরূপঃ

ডিউটির সময়	অনরেরিয়াম: স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)	অনরেরিয়াম: সুপার স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)
৬ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ২ ঘণ্টা	৬৭,০০০/- টাকা	৮২,০০০/- টাকা
৪ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ২ ঘণ্টা	৪১,০০০/- টাকা	৫১,০০০/- টাকা
২ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ২ ঘণ্টা	২০,০০০/- টাকা	২৫,০০০/- টাকা
৬ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ৪ ঘণ্টা	১,০০,০০০/- টাকা	১,২৩,০০০/- টাকা
৪ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ৪ ঘণ্টা	৬১,০০০/- টাকা	৭৭,০০০/- টাকা
২ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ৪ ঘণ্টা	৩০,০০০/- টাকা	৩৮,০০০/- টাকা

১০। শনিবার এবং রবিবার /ছুটির দিন ব্যতীত কার্যালয়ের কার্যকালীন সময়ে ০৩-০৮-২০২৬ তারিখ থেকে ১৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ১২.০০ ঘণ্টায় উপরে উল্লেখিত পদের জন্য আবেদন পত্র চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পি.ও. - আলিপুরদুয়ার জংশন, জিলা - আলিপুরদুয়ার, পিন - ৭৩৬১২৩-এর কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।
১১। এছাড়াও উল্লেখিত সময়ে উক্ত পদের জন্য আবেদনের বিস্তারিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in তে ও উপলব্ধ থাকবে।
১২। ইচ্ছুক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক-এ চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পি.ও. - আলিপুরদুয়ার জংশন, জিলা - আলিপুরদুয়ার, পিন - ৭৩৬১২৩ এই ঠিকানায় মোহরবন্ধ খামে বিজ্ঞাপন নং. এবং "হনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট ফর ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল/আলিপুরদুয়ার জংশন" খামের উপরে উল্লেখ করে আবেদন করতে পারেন।
১৩। সাদা কাগজের আবেদন পত্রের সাথে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি - যেমন, বয়সের প্রমান, মোবাইল নং., শনাক্তকরন, ঠিকানার প্রমান, ডিগ্রী/ডিপ্লোমার প্রমানপত্র স্ব-প্রত্যয়িত করে এবং সম্প্রতি উঠানো পাসপোর্ট সাইজের তিনটি ছবি সংলগ্ন করে আবেদন করতে হবে।
১৪। আবেদন পত্র স্টেনোগ্রাফার টু চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট অথবা চেম্বার অফিস সুপারইনটেনডেন্ট অব চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট/আলিপুরদুয়ার জং.-এর কার্যালয়ে ১৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টার মধ্যে জমা করতে হবে। তৎসত্ত্বেও আবেদন পত্র ডাকযোগেও চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পি.ও. - আলিপুরদুয়ার জংশন, জিলা - আলিপুরদুয়ার, পিন - ৭৩৬১২৩ এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। এই ক্ষেত্রে খামের উপরে স্পস্ট করে "বিজ্ঞাপন নং. ...." এবং "এপ্লিকেশন ফর হনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট ফর ডিআরএইচ/আলিপুরদুয়ার জংশন অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে"।
চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
On behalf of the Governor of West Bengal, E-Tender is invited by the CMOH, Dakshin Dinajpur for following e-tender: 1. E-Tender No. Diet/3082 dated 28.07.2026 for supply of Cooked Diet for indoor patients -1st call. 2. Tender No. DHFWS/PPP/Lab./2530 dated 28.07.2026 for engagement of PPP Lab at different hospitals, Dakshin Dinajpur-3rd call. 3. E-Tender No. Security/3083 dated 28.07.2026 for supply of outsourced security services -1st call. 4. E-Tender No. Scavenging/3084 dated 28.07.2026 for outsourcing of scavengers at RH/BPHC/PHC-1st call 5. E-Tender No. DHFWS/NPCB/2531 dated 28.07.2026 for supply of spectacles, Dakshin Dinajpur from resourceful, eligible agency having experience in similar nature of works. Bid Submission Closing Date : 21.08.2026 at 05:00 P.M. For Detail (e-tender), Please visit the website www.wbtenders.gov.in and www.wbhealth.gov.in and Office of the Undersigned. Sd/-CMOH, D/Dinajpur. ICA-T13780(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. NIT083/Engg/2025-26 of SJDA (2nd Call). Name of Work: Construction of Road and Drain at Border of Ward No. 39 and 40 under SMC, Siliguri, Dist. Jalpaiguri. Amount put to Tender- 1,50,71,066.00, Earnest Money- 3,01,421.00, Tender Documents Sale / Download Start Date & Time-31.07.2026 at 4:00 P.M. Date of Submission End Date & Time-24.08.2026 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 27.08.2026 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T13800(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. NIT 089/Engg/Elect/2025-26 of SJDA (2nd Call). Name of the Work: Providing Fire Protection and Hydrant System work at Art Gallery, Jalpaiguri. Amount put to Tender- Rs. 4,76,243.00, Earnest Money- Rs. 9,525.00, Tender Documents Sale / Download Start Date & Time-31.07.2026 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time-10.08.2026 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 13.08.2026 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T13801(1)/2026

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে পার্সোনাল গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। বেতন: 13000/- - 15,000/-. (M): 7001224016. (C/122935)

•

সিকিউরিটি গার্ড চাই (জরুরি প্রয়োজন) শিলিগুড়ি এবং এর আশপাশে এলাকাতে, বেতন 12000/-, থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। (M) 9733348338 / 9046427575 (C/122936)

LL.B ভর্তি

Uttarayan College of Law, Madhupur, Coochbehar এ LL.B কোর্সে সীমিত আসন ফাঁকা আছে। যোগ্যতা - B.A/B.Com/B.Sc. যোগাযোগ - 9593678888. (C/A)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Ref. No. WBPHED/EE/MAAD/NIeT_06 of 2026-2027. Tender ID- 2026_PHED_1034541_1 to 2026_PHED_1034541_15. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online)-17/08/2026 up to 04:00 P.M., Tender invited by the undersigned for 15 (Fifteen) no. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T13847(3)/2026

WBEIDC
Webel Bhawan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/NIT/26-27/000088, Dated : 28-07-26
Nature of work : Selection of vendor for 'Supply & Installation of fire Jockey Pump at Webel IT Park Malda'.
Due date of Submission : 7 days from publication. Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
Email : amit.dey@webel-india.com ICA-T13785(1)/2026

সিনেমা
Now showing at
BISWADEEP
"NAGABANDHAM"
*ing : Virat Karrna, Nabha Natesh, Mahesh Manjrekar
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 PM

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832335881
PEDDI — SHOW TIME 10.20 AM HINDI (U/A)
COCKTAIL 2 — SHOW TIME 01.35 PM, 07.00 PM HINDI (A)
আজও অর্ধাঙ্গিনী — SHOW TIME 04.30 PM BENGALI (U/A)

আজ টিভিতে

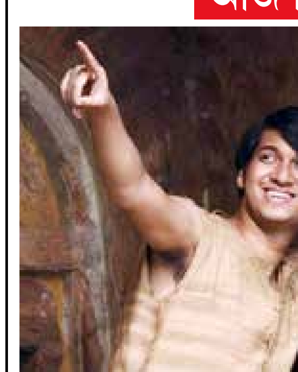

রসগোল্লা বিকেল ৩.৩০ জলসা মুভিজ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.১৫ ফাটাফাটি, দুপুর ১২.০০ আশ্রিতা, বিকেল ৩.৩০ রসগোল্লা, সন্ধে ৬.১৫ বিধাতার লেখা, রাত ৯.৪৫ অগ্নি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.১৫ সূর্য, দুপুর ১.৩০ ছোটবউ, বিকেল ৪.৩০ মানিক, রাত ৮.০০ তুলকালাম, রাত ১০.৪৫ ভাইজান এলো রে
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ তবু ভালোবাসি, বেলা ১১.৩০ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ, দুপুর ২.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, বিকেল ৫.৩০ সংঘর্ষ, রাত ৮.০০ অভাগিনী, ১১.০০ প্রজাপতি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মাস্টারমশাই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আপন পর
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসার ছোঁয়া
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.৪০ লুসিফার, দুপুর ২.৫০ সিমহা : দ্য টাইগার, বিকেল ৪.৫৯ আতিশ, সন্ধে ৭.৫৫ জুড়ওয়া নাম্বার ওয়ান, রাত ১০.০০ জুমানজি : দ্য নেক্সট লেভেল
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৭ মিস্টার আজাদ, দুপুর ১.৪৭ রাজ, বিকেল ৪.৩০ প্রতিকার,

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

সারিগানের ডালি নিয়ে হাজির দোহারের শিল্পীরা। হোক ফোক
রাত ৮.৩০ ডিডি বাংলা

সন্ধে ৭.৪৮ পাপ কি দুনিয়া, রাত ১০.৫০ ওয়াক্ত কি আওয়াজ

নদের নিমাই সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের বিদেশে চাকরির সুযোগের খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃষ : নিজের চেষ্টায় ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবেন। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। মিথুন : শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অতি সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বেহিসেবি খরচে রাশ টানার চেষ্টা করুন। কর্কট : কোনও কাজের দায়িত্ব নিয়ে সময়মতো শেষ করতে না পেরে অনুশোচনা হতে পারে। সংসারের আর্থিক সমস্যা মিটবে। সিংহ : পারিবারিক সমস্যায় বাড়ি পরিবর্তন করতে হতে পারে। অপরিচিত কোনও ব্যক্তি থেকে সাবধান। কন্যা : যেচে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে কথা শুনতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বজায় থাকবে। তুলা : বহুদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। বাইরের মশলাদার খাবার থেকে পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। বৃশ্চিক : প্রেমে ছোটখাটো সমস্যা লেগে থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা নামী সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন। আর্থিক সমস্যা কাটবে। ধনু : পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব বাড়বে। মকর : পুরোনো কোনও সমস্যা নিয়ে পরিবারে অশান্তি। কোনও বন্ধুর দ্বারা আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হলেও বদলির সম্ভাবনা আছে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সাফল্যে গর্বিত হবেন। মীন : মানসিক চাপ এড়াতে ধর্মকর্মে মন দিন। নতুন বাড়ি-গাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ৯ শ্রাবণ, ৩১ জুলাই ২০২৬, ১৪ শাওন, সংবৎ ২ শ্রাবণ বদি, ১৬ শফর। সূঃ উঃ ৫।১০, অঃ ৬।১৮। শুক্রবার। দ্বিতীয়া রাত্রি ৯।৩৩। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৭।৩৫। সৌভাগ্যযোগ রাত্রি ১২।৫৬। তৈতিলকরণ দিবা ৯।১২ গতে গরকরণ রাত্রি ৯।৩৩ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৬।৫৩ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ৭।৩৫ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৯।৩৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৯।৩৩ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৮।২৭ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।১ গতে ১০।২২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১০।২২ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ- (শ্রাদ্ধ)-দ্বিতীয়ার একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।০ মধ্যে ৭।৫১ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৬।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৯ গতে ৯।০ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৩।৪৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩১ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ৩।৪৮ গতে ৫।১১ মধ্যে।

ইসলামপুর পুর টার্মিনাসজুড়ে খানাখন্দ। ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বাসযাত্রীদের। প্রশ্নের মুখে তিন দশকের পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালালের ভূমিকা। অন্যদিকে, শিলিগুড়িতে এসজেডিএ'র পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের পিলারে ধরেছে চিড়। শেড থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে প্রায়দিনই। আশঙ্কা দুর্ঘটনার। দুটি ক্ষেত্রেই কর্তাদের হুঁশ নেই।

শিশুকে কাঁধে নিয়ে জল ডিঙোচ্ছেন এক অভিভাবক। ইসলামপুর পুর টার্মিনাসে। বৃহস্পতিবার।

বৃষ্টিতে জল থইথই টার্মিনাস

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩০ জুলাই : মাত্র আধ ঘণ্টার বৃষ্টিতে জল থইথই টার্মিনাস চত্বর। বৃহস্পতিবার দুপুরে এমনই পরিস্থিতি হল ইসলামপুর পুর টার্মিনাসে। দেখা যায়, শিশুদের ঘাড়ে তুলে অভিভাবকরা বাস থেকে নামছেন। বয়স্কদের পক্ষে বাসে ওঠা-নামা করতে আরও কঠিন হয়। বাসযাত্রী শেফালি দত্ত বললেন, 'শহরের টার্মিনাসের যদি এই হাল হয়, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হয় না।' আর কতদিন এই দুর্ভোগ পোহাতে হবে? প্রশ্ন বাসযাত্রীদের। এদিকে, খানাখন্দ ভরা টার্মিনাসের সংস্কার দ্রুত শুরু হবে বলে জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

ইসলামপুর পুর টার্মিনাসজুড়ে খানাখন্দ। বর্ষায় তাতে জমছে জল। এর জেরে বাড়ছে ভোগান্তি। যাত্রীদের পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। টানা তিন দশকের পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালালের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আমজনতা। কানাইয়া ইসলামপুরের বিধায়কও বটে। তারপরও কেন শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা টার্মিনাসের এই হাল? অনেকেই বলছেন, কানাইয়ার সুষ্ঠু কোনও পরিকল্পনা নেই। সে কারণে চত্বর খানাখন্দে ভরে থাকলেও কারও কোনও হেলদোল নেই। এছাড়া প্রাচীরও ভেঙেছে। সেখানে শৌচকর্ম সারছেন কেউ কেউ। সবক্ষেত্রেই পুরবোর্ড উদাসীন।

> শহরের টার্মিনাসের যদি এই হাল হয়, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হয় না।
>
> **শেফালি দত্ত,** বাসযাত্রী

সরকারি ও বেসরকারি বাস ঢোকার দুটি দিক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এদিন বাইক নিয়ে টার্মিনাসে ঢুকেছিলেন শিক্ষক মলয় পাল। সেই সময় আচমকা একটি বাসের চাকা গর্তে পড়লে জলকাদা ছিটকে মলয়ের জামায় লাগে। তিতিবিরক্ত মলয়ের প্রতিক্রিয়া, 'এ আর নতুন কী! দীর্ঘদিন টার্মিনাসের এই হাল। অথচ পুর বোর্ডের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বলেন, 'পুর চেয়ারম্যান কি এমন কোনও কাজ করেছেন, যা উল্লেখ করার মতো? দেখছি-দেখব করেই তিনি দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছেন। আর ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।'

টার্মিনাসের পুর আবাসগুলির অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। নতুন পুর আবাসের শৌচাগারের জল যাত্রী শেডের পাশে চুইয়ে পড়ছে। আবার পুরোনো আবাসের পলেস্তারাও খসে পড়ছে। বিদ্যুতের তার রয়েছে জটলা পাকিয়ে। এনিয়ে কানাইয়ার মন্তব্য, 'টার্মিনাসের খানাখন্দ সংস্কারের জন্য সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বর্ষার পর কাজ শুরু হবে।' বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলছেন, 'উনি দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান, কিন্তু চারদিকে ওঁর ব্যর্থতার খতিয়ান। টার্মিনাস দীর্ঘদিন বেহাল। কিন্তু ওঁর হুঁশ নেই। আমাদের সরকার পদক্ষেপ করবে।'

এসজেডিএ ভবনে চাঙড় ভাঙছে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : একের পর এক পিলারে ধরেছে চিড়। কয়েকটি পিলারের ভেতর থেকে রড বেরিয়ে রয়েছে। পিলারগুলির যদি এমন অবস্থা হয়ে থাকে, তাহলে ভবনের পরিস্থিতি কী অবস্থায়, তা সহজেই আঁচ করা যায়। এমন বেহাল অবস্থার মাশুল গুনতে হচ্ছে ভবনের একপাশের পাকা শেডের নীচে পার্কিংয়ের জায়গায় মাঝেমধ্যে আসা হরি রায়ের মতো অনেককেই। হরি বললেন, 'ওপরের শেড থেকে প্রায়দিনই পলেস্তারা খসে পড়ছে। কিছুদিন আগে এখানে চেয়ারে বসা একজনের মাথাতেও চাঁই খসে পড়েছিল। মাথায় পাঁচটি সেলাই পড়েছে। সতর্ক থাকা ছাড়া আমাদের অন্য কোনও উপায় নেই।'

ভবনের শেডের নীচের পরিস্থিতি যদি এমন হয়, তাহলে ভেতরের পরিস্থিতি আরও খারাপ। ভবনের একেবারে নীচের তলার মার্কেটের একটি দোকানে বসেছিলেন অরুণ রায়। দোকানের আশপাশে থাকা বড় বড় চিড় দেখিয়ে বললেন, 'এখন আমরা আর ভবনটির সংস্কার হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যাশা করি না। বড় কোনও দুর্ঘটনা না হওয়া পর্যন্ত এই ভবনটির ওপর আর কারও নজর পড়বে বলে আমাদের মনে হয় না।' এতক্ষণ ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা যে ভবনের কথা বলা হচ্ছে, তা আসলে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পুরোনো প্রশাসনিক ভবন। ভবনটির সংস্কারকে কেন্দ্র করে কম টানাপোড়েন চলেনি। শুধুমাত্র তৃতীয় তলায় থাকা এসজেডিএ-র প্রশাসনিক কার্যালয়ের সংস্কার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে হিমাঞ্চল বিহারে প্রশাসনিক কার্যালয় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় এসজেডিএ-র তরফে বলা হয়েছিল, ভবনটির সংস্কারের কারণেই হিমাঞ্চল বিহারে কার্যালয় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোথায় কী? বর্তমানে হিমাঞ্চল বিহারে এসজেডিএ-র প্রশাসনিক কার্যালয় চললেও পুরোনো ভবনটি অভিভাবকহীন হয়ে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ভবনে থাকা দোকানগুলির ব্যবসায়ী এবং দ্বিতীয় তলায় থাকা ইপিএফওর রিজিওনাল অফিসের কর্মীরা আতঙ্কিত।

ভেতরের পিলারগুলির পরিস্থিতি আরও খারাপ। পিলারগুলির ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা রড দেখানোর পাশাপাশি দেওয়ালের ফাটল দেখাচ্ছিলেন এক ব্যবসায়ী। জিনিস কিনতে এসে ওই ফাটল নজরে পড়তেই মানসী রায় বললেন, 'এভাবে ফাটল থাকলে তো আর আসাই যাবে না। কখন ভবন ভেঙে পড়বে, কোনও ঠিক নেই।' ভবনের গা ঘেঁষে টার্মিনাসও থাকায় ভবনে বড় বিপর্যয় ঘটলে তার প্রভাব টার্মিনাসে পড়বে বলে মনে করছেন বেসরকারি বাস মালিক, সরকারি বাসের কর্মীরা। বেসরকারি বাসের এক মালিকের কথায়, 'ভবনে আসা শুধু মানুষজনই নয়, আপাতত এই ভবন টার্মিনাসের কাছেও বড় ধরনের আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এসজেডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বীরবিক্রম রাই ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এসজেডিএ ভবনের চাঙড় ভেঙে বিপদের আশঙ্কা। শিলিগুড়িতে।

বিজেপির মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ

চুলের মুঠি ধরে মার কৃষ্ণ-কন্যাকে

সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩০ জুলাই : হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় এসে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কৃষ্ণ দাসের মেয়ে তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রণয়িতা দাস বিজেপির মহিলা মোর্চার বিক্ষোভের মুখে পড়লেন। মহিলা মোর্চার সদস্যদের বিরুদ্ধে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। পরে পুলিশি নিরাপত্তায় থানার ভেতরে ঢোকার সময়ও তিনি বিক্ষোভকারী মহিলাদের একাংশের ক্ষোভের মুখে পড়েন। অভিযোগ, প্রণয়িতার চুলের মুঠি ধরে কিল-চড় মারা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার কোতোয়ালি থানা চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, সন্ধে পর্যন্ত প্রণয়িতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কৃষ্ণ দাস সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশের দাবি, তিনি তদন্তে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছেন না। সহযোগিতা না করলে বিষয়টি আদালতকে জানানো হবে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় পুলিশ কৃষ্ণ সহ মোট ৩৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। অভিযুক্তদের তালিকায় কৃষ্ণের বড় মেয়ে প্রণয়িতা দাসও রয়েছেন। ঘটনার পর থেকেই কৃষ্ণ এলাকা ছেড়ে পলাতক। তাঁর একাধিক অনুগামী গ্রেপ্তার হলেও মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণ এখনও পলাতক।

সম্প্রতি প্রণয়িতা জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে আগাম জামিনের আবেদন করেন। গত ২৮ জুলাই বিচারপতি শম্পা সরকারের বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ৩০ জুলাই সকাল ১১টার মধ্যে তাঁকে তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে এবং তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কোতোয়ালি থানার গেটের সামনে বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা জড়ো হতে থাকেন। সকাল ৯টা নাগাদ প্রণয়িতা গাড়ি নিয়ে থানার সামনে পৌঁছান। তাঁকে দেখে বিক্ষোভ শুরু হলে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তিনি গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যান। তবে আদালতের নির্দেশ থাকায় কিছুক্ষণ পর তিনি ফের থানার সামনে আসেন। তখন বিক্ষোভকারীরা গাড়ি ঘিরে ধরেন এবং 'চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা গাড়ি লক্ষ্য করে ডিমও ছোড়ে। তবু প্রণয়িতা গাড়ির কাচ বন্ধ করে ভেতরেই বসে থাকেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। সেই সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বিজেপি কর্মী তথা অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সোমা রায় চিৎকার করে বলেন, 'তোর বাপের জন্য আজ আমার ৪০ বছর বয়সি স্বামী পঙ্গু হয়ে বাড়িতে বিছানায়। তোর বাপের জন্য আমরা কোলের সন্তানকে নিয়ে চারদিন বাড়িছাড়া হয়েছিলাম। সেসব দিনের কথা ভুলিনি। এটাই তোদের জন্য অপেক্ষা করছিল।' পরে তিনি বলেন, 'আমরা বিজেপি করি, তাই ২০২১ সালের নির্বাচনের পর এই কৃষ্ণ দাস এবং তাঁর অনুগামীরা আমার স্বামীকে এমন মেরেছে যে তাঁর মেরুদণ্ডে সমস্যা হয়ে গিয়েছে। এখন আমার স্বামী কোনও কাজ করতে পারেন না। সংসার চালাতে আমি রাস্তার পাশে টেবিল পেতে চায়ের দোকান করি। এসব মানুষের কি কখনও ভালো হতে পারে?'

কোতোয়ালি থানার সামনে প্রণয়িতাকে মার জনতার।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। শেষপর্যন্ত গাড়ি সহ প্রণয়িতাকে থানার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে থানায় ঢোকার সময় পুলিশের সামনেই মহিলাদের একাংশ তাঁর ওপর হামলে পড়েন। অভিযোগ, তাঁরা তাঁর চুলের মুঠি ধরে একাধিক কিল-চড় মারেন। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে থানার ভেতরে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের শুরুতেই পুলিশ কৃষ্ণ দাস কোথায় রয়েছেন, তা প্রণয়িতার কাছে জানতে চায়। প্রণয়িতা জানান, তাঁর বাবা কোথায় আছেন, তা তিনি জানেন না। গত প্রায় তিন মাস ধরে বাবার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই বলেও তিনি দাবি করেন।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ৩০ জুলাই : উৎপাদিত কাঁচা চা পাতার ম্যাক্সিমাম রেসিডিউ লিমিট (এমআরএল) সার্টিফিকেট না থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। কাঁচা পাতা বিক্রি করতে না পারায় তাঁরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি বন্ধ। অথচ কিছু শেড গার্ডেনের ফ্যাক্টরি দালালের মাধ্যমে ক্ষুদ্র চা চাষিদের থেকে কম দামে পাতা কিনছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার দুপুরে খড়িবাড়ি পিডব্লিউডি মোড়ে দালালদের দুটি কাঁচা চা পাতা বোঝাই পিকআপ ভ্যান আটকে বিক্ষোভ দেখান এলাকা ক্ষুদ্র চা চাষিরা।

বিক্ষোভে ছিলেন বিপ্লব সিনহা, চৈতন্যলাল সিংহ, উত্তম গণেশ প্রমুখ চাষিরা। বিপ্লব বলেন, 'বটলিফ ফ্যাক্টরি বন্ধ। ওদের তরফে কাঁচা পাতা কেনা হচ্ছে না। অথচ চাষিদের সেই পাতাই কম দামে দালালের মাধ্যমে শেড গার্ডেন ফ্যাক্টরিগুলি কিনছে।' দীর্ঘক্ষণ গাড়ি দুটিকে আটকে বিক্ষোভের পর আন্দোলনকারীরা অবশ্য তাঁদের সতর্ক করে ছেড়ে দেন। নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি বিপ্লব দে বলেন, 'ল্যাব টেস্টের এমআরএল রিপোর্ট ছাড়া গত ২৭ জুলাই থেকে ক্ষুদ্র চাষিদের কাছ থেকে কোনও কাঁচা চা পাতা কিনছে না বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি। চায়ে নিষিদ্ধ ও অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার রোধ করতে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে গুণমান বজায় রাখতে এই কঠোর নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে।

খড়িবাড়ি

তবে এই অঞ্চলে কোনও টেস্টিং ল্যাব নেই। এই টেস্ট ব্যয়বহুল। প্রায় ৮০০০ টাকা লাগে পরীক্ষা করাতে। তাছাড়া ক্ষুদ্র চা চাষিদের পক্ষে প্রতি রাউন্ডে পাতার এমআরএল টেস্ট করানো অসম্ভব।' তিনি জানান, ইতিমধ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিষয়টি বিবেচনার জন্য এবং উপযুক্ত পদক্ষেপের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও টি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চিঠি করা হয়েছে।

২৩ দফা দাবি

চাকুলিয়া ও ইসলামপুর, ৩০ জুলাই : ২৩ দফা দাবিতে চাকুলিয়া বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সমাবেশ করল সারা ভারত কৃষকসভা। এলাকা ও সাধারণ মানুষের একগুচ্ছ মৌলিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি পালিত হয়। তাঁদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে ছিল- বৈধ ভোটারদের নাম অবিলম্বে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, জব কার্ডের জটিলতা দূর করে বছরে ১২৫ দিনের কাজ নিশ্চিত করা, সমস্ত যোগ্য মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আনা। পাশাপাশি, বিভিন্ন সময়ে আধার কার্ড সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধের দাবিও জানানো হয়।

এদিনের বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক, কৃষকসভার জেলা সম্পাদক সুরজিৎ কর্মকার এবং সূর্যাপুর এরিয়া কমিটির সদস্য মোবাসির আনজুম প্রমুখ।

অন্যদিকে, বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক দাবিদাওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিল সিপিএম এবং তাদের চারটি শাখা সংগঠন। এদিন ইসলামপুর বাস টার্মিনাস থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিলের সূচনা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে বিডিও অফিসে পৌঁছায়। সেখানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার পাশাপাশি বিডিওর মাধ্যমে রাজ্য সরকারের উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

ডেপুটেশনে উপস্থিত নেতৃত্বের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের একাধিক সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তার কার্যকর সমাধান হয়নি।

সই যাচাই

ইসলামপুর, ৩০ জুলাই : বৃহস্পতিবার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের সই যাচাই করল ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন। সম্প্রতি প্রধান খাতিজা খাতুনের বিরুদ্ধে ১২ জন সদস্য অনাস্থা এনেছিলেন। এদিন সই যাচাই করার দিন ধার্য করেছিল প্রশাসন। বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেন, 'এদিন ১০ জন সদস্যের সই যাচাই হয়েছে। প্রধানের বিরুদ্ধে আনা আস্থার সভা নিয়ম অনুসারে ডাকা হবে।'

মাটিকুন্ডা, আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের পর গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অনাস্থা এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দেবে বলে চর্চা শুরু হয়েছে।

স্টোন ক্র্যাশিং সাইটে অভিযান

খড়িবাড়ি, ৩০ জুলাই : অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের পর এবার অবৈধ স্টোন ক্র্যাশারের বিরুদ্ধে খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর অভিযান শুরু করল। বৃহস্পতিবার দুপুরে রেভেনিউ অফিসার সোনম ভুটিয়ার নেতৃত্বে একটি দল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জে একটি স্টোন ক্র্যাশার সংস্থার সাইটে হানা দেয়। বুড়াগঞ্জ গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রায় এক বছর ধরে ক্র্যাশার মেশিন বসানোর কাজ চলছিল। বিশাল চত্বরে প্রচুর বোল্ডার মজুত থাকলেও এই সংস্থার বিষয়ে খড়িবাড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাছে কোনও তথ্য নেই। অভিযানের সময় সংস্থার মালিক বা ম্যানেজার সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, বিহারের এক ব্যক্তি সংস্থাটির মালিক। তিনি বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন। শুক্রবার ফিরে সমস্ত নথিপত্র দেখাবেন বলে খবর। স্থানীয় সূত্রের দাবি, বিভিন্ন দলের স্থানীয় মাতব্বরদের সহযোগিতায় ওই ব্যবসা চলছিল। দপ্তর সূত্রে খবর, প্রয়োজনীয় অনুমতি না থাকলে বা নথিপত্রে গরমিল ধরা পড়লে সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পাশাপাশি মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হতে পারে।

পুলিশ ও এসএসবি'র সঙ্গে বৈঠক আনন্দময়ের

চোরাচালান বন্ধে কড়া মন্ত্রী

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩০ জুলাই : ভারত-নেপাল সীমান্তে চোরাচালানের বিরুদ্ধে পুলিশ ও এসএসবি'র ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ি বিডিও অফিসে প্রায় দেড় ঘণ্টা পুলিশ ও এসএসবি'র আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। মৃদু ধমকও দেন। বিডিও'র ঘরে বসে এসএসবি উত্তরবঙ্গের আইজির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন আনন্দময় এবং সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

নকশালবাড়ি হয়ে দিনের পর দিন রমরমিয়ে নেপালে পাচার হচ্ছে ইউরিয়া সার। পুলিশ ও এসএসবি'র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, মেচি সীমান্ত দিয়ে রাতের অন্ধকারে বেশ কিছু ডিলার, দোকানদার রাসায়নিক সার নেপালে পাচার করছেন। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্থানীয় কৃষকরা। বেশ কয়েকবার কৃষি আধিকারিক এসএসবি ও পুলিশ-প্রশাসনের আধিকারিকদের জানালেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। শেষে মন্ত্রীর দ্বারস্থ হন কৃষি আধিকারিকরা। অবশেষে কৃষি আধিকারিকদের অভিযোগ পেয়ে নকশালবাড়ি বিডিও অফিসে পুলিশ, বিডিও, ভারত-নেপাল সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি ৪১ নম্বর এবং ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের আধিকারিক, নকশালবাড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন আনন্দময়।

বিডিও অফিসে বৈঠক শেষে আধিকারিকদের সঙ্গে আনন্দময় বর্মন।

বৈঠক শেষে আনন্দময় বলেন, 'সারের কালোবাজারি হচ্ছে কিছু ডিলার এবং দোকানদারদের ইশারায়। এসএসবিকে সজাগ থাকতে বলেছি। পুলিশকেও কড়া পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছি। নকশালবাড়ি একসময় চোরাচালানের মূল ঘাঁটি ছিল। তবে সেসব আর চলবে না। সীমান্তে সমস্ত অবৈধ কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' সঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'আমাদের এলাকায় মোট এসএসবি'র ১৬টি আউটপোস্ট রয়েছে। প্রতিটি পোস্টে যেন আধিকারিকরা কড়াভাবে নজরদারি দেন, তা বলা হয়েছে।'

বৈঠকে রাসায়নিক সার ছাড়াও সীমান্ত দিয়ে গোরু, সুপারি, মাদক দ্রব্য পাচার নিয়ে আলোচনা হয়। অভিযোগ, তৃণমূল আমলে ভারত-নেপাল সীমান্তের বেশ কয়েকটি এলাকায় একাধিক খোঁয়াড় গজিয়ে উঠেছিল। একাধিক তৃণমূল নেতার মদতে এসব খোঁয়াড় থেকে নেপালের গোরু ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হত। এসএসবি সীমান্তে গোরু, মোষ আটক করলেও ওই খোঁয়াড়ে রাখা হত। পরে আবার সেগুলি তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ভুয়ো মালিকানার মাধ্যমে পাচার করতেন বলে অভিযোগ। নকশালবাড়ির তোতারামজোত, ছোট মণিরামজোতে একাধিক খোঁয়াড় এখনও চলছে। এদিন মন্ত্রী পুলিশ এবং এসএসবিকে ওই খোঁয়াড়গুলিতে আটক গোরু, মোষ পাঠানো বন্ধ করে শিলিগুড়ির গোশালায় পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মানব পাচার রুখতে নাটক

ইসলামপুর, ৩০ জুলাই : মানব পাচার রোধে ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এবং ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলের ব্যবস্থাপনায় স্কুলের মঞ্চে ছাত্রীদের লেখা একটি সচেতনতামূলক নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকের মূল বিষয় ছিল মানব পাচারের ভয়াবহতা এবং তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা। নাটকটি স্কুলের ছাত্রীরা লেখার পাশাপাশি তাতে অভিনয়ও করে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনীষা সাহা জানান, ছাত্রীদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছিলেন ইসলামপুর থানার পুলিশ আধিকারিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা।

টেন্ডার জটে আটকে রাস্তা নির্মাণ, ভোগান্তি চরমে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : ফুলবাড়ি বাইপাসের রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল। তা পুনর্নির্মাণের জন্য টেন্ডার ডাকা হলেও ঠিকাদাররা অংশগ্রহণ করছেন না। পুরোনো শিডিউল রেট-এ ডাকা প্রথম টেন্ডারে মাত্র একজন ঠিকাদার অংশ নিয়েছিলেন। যার জেরে সেটি বাতিল হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার টেন্ডার ডাকা হলেও শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) সেভাবে সাড়া পাচ্ছে না বলে খবর। পুরোনো শিডিউল রেট-এ ডাকা টেন্ডারে অংশ নিয়ে রাস্তার কাজ করলে লাভের বদলে ক্ষতি হবে বলে দাবি ঠিকাদারদের একাংশের।

রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর পুরোনো শিডিউল রেট পরিবর্তন করার কাজ শুরু করেছে। তবে যতদিন না নতুন শিডিউল রেট তৈরি হচ্ছে ততদিন রাজ্যের সমস্ত কাজ সিপিডব্লিউডি ও ন্যাশনাল হাইওয়ের শিডিউল রেটে হবে বলে বিজেপি সরকার জানিয়েছে। কিন্তু তারপরও এসজেডিএ পুরোনো রেটে কাজ করাতে চাইছে বলে অভিযোগ। এসজেডিএ'র কার্যনির্বাহী আধিকারিক বীর বিক্রম রাই বলেন, 'রেট পরিবর্তন করার বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে আমাদের কাছে লিখিত কোনও নির্দেশিকা আসেনি। দ্বিতীয় টেন্ডার সফল না হলে কাজের রেট পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যেভাবে রাস্তাটি খারাপ হচ্ছে, তাতে ঠিক করতে খরচ আরও বেড়ে যাবে।'

ফুলবাড়িতে বন্ধ হয়ে যাওয়া

টোল গেট থেকে মহানন্দা ব্যারেজ পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। বড় বড় গর্তে ভরা সেই রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে হামেশাই মালবোঝাই ট্রাক, লরি বিকল হচ্ছে। যার ফলে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে রাস্তা পুনর্নির্মাণের জন্য জুন মাসে এসজেডিএ টেন্ডার ডেকেছিল। কাজের জন্য ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু প্রথম টেন্ডার বাতিল হয়ে যায়। ৭ জুলাই নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয়। কিন্তু সেই টেন্ডারে কেউ সেভাবে অংশগ্রহণ করেননি বলে খবর। ঠিকাদার মহলের বক্তব্য, ২০১৭ সালের পর রাজ্য সরকার কাজের শিডিউল রেট বাড়ায়নি। তাছাড়া বিটুমিনাসের দাম বেড়ে গিয়েছে। নতুন সরকার শিডিউল রেট বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে। তবে তা হতে অন্তত মাসছয়েক সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে কাজের টেন্ডার যাতে ন্যাশনাল হাইওয়ের শিডিউল রেটে ডাকা হয়, তার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এমন পরিস্থিতিতে এসজেডিএ যাতে ওই টেন্ডার বাতিল করে ন্যাশনাল হাইওয়ের রেটে নতুন টেন্ডার ডাকে, ঠিকাদারদের একাংশের তরফে সেই দাবি জানানো হয়েছে। এদিকে, টেন্ডার জটে বর্ষায় রাস্তা নিয়ে দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে মালবোঝাই ট্রাক, লরিচালকদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। সেকারণে আমজনতা চাইছে, দ্রুত কাজ হোক।

> রেট পরিবর্তন করার বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে আমাদের কাছে লিখিত কোনও নির্দেশিকা আসেনি।
>
> **বীর বিক্রম রাই**
> কার্যনির্বাহী আধিকারিক, এসজেডিএ

পদ্মের অভিযোগ

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ জুলাই : পঞ্চায়েতের একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে স্মারকলিপি দিল বিজেপি। পদ্মের অভিযোগ, 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পে খরচের হিসাব, লিউসিপাকড়ি বাজারে গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন ও পুরোনো ভবনের নিলাম সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ এবং গত তিন অর্থবর্ষের তহবিলের হিসাব স্পষ্ট করতে হবে।

পাশাপাশি, ভুয়ো জব কার্ড, 'হর ঘর জল' প্রকল্পের মন্থর গতি, স্থানীয় একটি বেসরকারি পার্ক ঘেঁষা মহানন্দা নদীবাঁধ ও রাস্তা বন্ধের মতো বেআইনি কাজে পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এছাড়া অন্নপূর্ণা যোজনা, কর আদায় ও অস্থায়ী কর্মীদের তালিকা প্রকাশের দাবি জানানো হয়। বিজেপির জালাস মণ্ডল সভাপতি বিশ্বনাথ রায় সহ অন্যরা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত এবং মর্গে দেহ রাখার জন্য টাকা চাওয়ার অভিযোগের ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। অন্যদিকে, তিনটি কাজে গতি আনতে তিনজন নোডাল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মেডিকেলে একটি কর্মশালাও আয়োজিত হয়।

কাজে গতি আনতে নোডাল অফিসার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : এখনও এক বছরের অপেক্ষা! গত বছরের ডিসেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ক্যানসার কেয়ার ইউনিটে বহির্বিভাগ পরিষেবা চালু করার কথা ছিল। তবে পরিকাঠামোগত বেশকিছু কাজ বাকি থাকায় তা সম্ভব হয়নি। এদিকে, শুক্রবার মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক শেষে মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন জানিয়েছেন, এই ইউনিটে বহির্বিভাগ চালু হতে আরও এক বছর সময় প্রয়োজন। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক চালু করা এবং সুপারস্পেশালিটি ব্লকও পুরোপুরি চালু করার চেষ্টা চলছে। এই তিনটি কাজে নজরদারির জন্য একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। মেডিকেলে দালালচক্র রুখতে কর্তৃপক্ষকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন আনন্দময়। পাশাপাশি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়াতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রোগীকল্যাণ সমিতি।

রাজ্যে পালাবদলের পর বৃহস্পতিবার মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির দ্বিতীয় বৈঠক হয়। সেখানে মন্ত্রী আনন্দময় ছাড়াও দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর, কলেজ অধ্যক্ষ সুজয় মিস্ত্রি, হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর সহ বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান, পূর্ত দপ্তর এবং পুলিশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে মন্ত্রী বলেন, '১০০ শয্যার ক্যানসার কেয়ার ইউনিট, ৫০ শয্যার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকের নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করে সেখানে রোগী পরিষেবা চালু করা এবং সুপারস্পেশালিটি ব্লক পুরোপুরি চালু করা নিয়েও কথা হয়েছে। দ্রুত এগুলিতে পরিষেবা চালু করার জন্য তিনজন নোডাল অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রত্যেক নোডাল অফিসার কাজের অগ্রগতি নিয়ে প্রতি মাসে রিপোর্ট দেবেন।'

রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে মন্ত্রী সহ মেডিকেলের আধিকারিকরা।

> প্রত্যেক নোডাল অফিসার কাজের অগ্রগতি নিয়ে প্রতি মাসে রিপোর্ট দেবেন।
> আনন্দময় বর্মন

আনন্দময় জানিয়েছেন, সুপারস্পেশালিটি ব্লকে কিছু পরিষেবা চালু হয়েছে। কিন্তু সেখানকার সাতটি সুপারস্পেশালিটি বিভাগ চালু করাই মূল লক্ষ্য। তিনজন নিউরো সার্জন এসেছেন। তাঁদের নিয়ে নিউরো সার্জারি বিভাগ চালু হয়েছে। ক্যাথ ল্যাব যাতে দ্রুত আসে সেটাও দেখা হচ্ছে। তাহলে কার্ডিও থোরাসিক বিভাগও চালু হয়ে যাবে।

অন্যদিকে, বৈঠকে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হয়। হাসপাতাল সুপারের দাবি, এখানে প্রতিদিন ১৩০০ জনের বেশি রোগী ভর্তি থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নেন। অথচ বরাদ্দ শয্যার সংখ্যা ৭৯৭টি। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে গিয়ে হিমসিম পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। অনেক সময় রোগীকে মেঝেতে রাখতে হচ্ছে। আনন্দময় এদিন কলেজ অধ্যক্ষকে শয্যা বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্য ভবনকে চিঠি দেওয়ার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, এদিনের বৈঠকে মেডিকেলের জঞ্জাল অপসারণ সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়। মন্ত্রী বলেন, 'আশা করছি দ্রুত এর কাজ শুরু হবে।'

'তোলাবাজি'-তে তদন্তের নির্দেশ

রণজিৎ ঘোষ ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : 'তোলাবাজি'-র ঘটনায় কড়া অবস্থান মন্ত্রীর।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত এবং মর্গে দেহ রাখতে টাকা দাবি করার অভিযোগের ঘটনায় দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী তথা রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য আনন্দময় বর্মন। বৃহস্পতিবার মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে এমন ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মন্ত্রী। পরে বিষয়টি নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষকে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেন।

আনন্দময় বলেন, 'ময়নাতদন্তের জন্য টাকা নেওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এটা পুরোপুরি অমানবিক কাজ। এসব আর বরদাস্ত করা হবে না। অধ্যক্ষকে তদন্ত করতে বলেছি। তদন্ত রিপোর্টে অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' মন্ত্রীর নির্দেশ পেতেই তদন্তের জন্য কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

এদিকে, এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এক বছর আগে এমনই এক ঘটনার অভিযোগ জানায় একটি পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে মানবাধিকার কমিশন, মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগের পর অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। 'তোলাবাজি'-র শিকার হওয়া নকশালবাড়ির কালুয়াজোতের বাসিন্দা গণেশ পাহান বলেন, 'গত বছরের ২৩ এপ্রিল আমার বোনের জামাই দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেডিকেলের মর্গে নিয়ে আসা হলে ১০ হাজার টাকা চাওয়া হয়। ১০০০ টাকা দিতে চাইলে বলা হয়েছিল, টাকার ব্যবস্থা করে তারপরেই দেহ নিয়ে যাবেন। এরপরে দরদাম করতে করতে ২৮১০ টাকায় রফা হয়েছিল।'

এই ঘটনা নিয়ে সেই বছরের ২ মে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানান গণেশ। তাঁর দাবি, 'মানবাধিকার কমিশনের তরফে গত বছরের ১৮ জুলাই মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে নোটিশ পাঠিয়ে রিপোর্ট হয়েছিল। কিন্তু তারপরে কয়েক মাস সবাই চুপচাপ ছিল। পরে ই-মেল করে মানবাধিকার কমিশনে বিষয়টি জানতে চাইলে চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি মেডিকেলে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। সেখানে যারা টাকা নিয়েছিল সেই চারজনকে চিহ্নিত করেছিলাম। কিন্তু তার পরে ছ'মাস পেরিয়ে গেলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

মেডিকেলে অজ্ঞাতপরিচয় দেহের ময়নাতদন্ত করাতে যাওয়া পুলিশের কাছেও টাকা নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে টাকা চাওয়া তো রীতিতে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। এরইমধ্যে মঙ্গলবার রাতে রাজগঞ্জে দুর্ঘটনায় মৃত এক ব্যক্তির দেহ মর্গে রাখার জন্য দু'হাজার টাকা দাবি করা হয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, এদিন নতুন করে অধ্যক্ষের অফিসে ফের ময়নাতদন্ত করাতে টাকা চাওয়ার অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই বিষয়টি এদিন রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে তোলা হয়।

যদিও ফরেন্সিক বিভাগের কর্মীদের একাংশ দাবি করছে, তারা কারও কাছে টাকা দাবি করে না। টাকা নেন পালি পার্টির কর্মীরা। তারপরেও ফরেন্সিক বিভাগের কর্মীদের বিরুদ্ধেই বারবার অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

ফরেন্সিক বিভাগে কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে আইনি চিকিৎসা পরীক্ষা বা মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষা এবং সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নথিভুক্ত করা নিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগ আয়োজিত এই কর্মশালায় শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি, হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর, ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ রাজীব প্রসাদ সহ বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসক, পড়ুয়া এবং বিভিন্ন থানার পুলিশ অফিসার, আইনজীবী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ কমিশনার বলেন, 'শিশু হোক বা মহিলার সঙ্গে অপরাধ হলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা শারীরিক পরীক্ষা করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হই তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কোন পরীক্ষা কোন হাসপাতালে হয়, সেটার একটা তালিকা প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছি। এতে সকলেরই সুবিধা হবে।'

ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ প্রসাদের কথায়, 'যৌন নির্যাতনের ঘটনা এলে কীভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা হতে হবে, কী কী বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে, কোন কোন নথিপত্র রাখা বাধ্যতামূলক সমস্তটা এই কর্মশালায় তুলে ধরা হয়েছে।'

দমকলকেন্দ্রের অপেক্ষায় চোপড়াবাসী

দু'বছর আগে জমি চিহ্নিত করার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে দমকলকেন্দ্রের নির্মাণকাজ শুরুই হয়নি। ফলে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে আজও চোপড়াবাসীর ভরসা ৩৫-৪০ কিলোমিটার দূরের ইসলামপুর দমকলকেন্দ্র।

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩০ জুলাই : ছ'বছরেও পরিস্থিতি বদলাল কই?

দীর্ঘদিনের দাবির পর চোপড়ায় দমকলকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রায় দু'বছর পরেও নির্মাণকাজ শুরু না হওয়ায় এই অবস্থায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে বড় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

বর্তমানে চোপড়া ব্লকের কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে প্রায় ৩৫-৪০ কিলোমিটার দূরে ইসলামপুর থেকে দমকলের ইঞ্জিন আসে। ঘিরনিগাঁওয়ের বাসিন্দা সহদেব শর্মার কথায়, 'এলাকার কোথাও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে ইসলামপুরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। আগের সরকারের আমলে এলাকায় দমকলকেন্দ্রের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজ হয়নি। আশা রয়েছে রাজ্যের নতুন সরকার দমকলকেন্দ্রের ব্যাপারে উদ্যোগী হবে।'

চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান বললেন, 'ফান্ডের সমস্যার কারণে সেসময় টেন্ডার করা সম্ভব হয়নি। যাতে দ্রুত কাজ হয় সেজন্য বর্তমান দমকলমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব।'

ফাইলবন্দি উত্তর

প্রায় ছয় বছর আগে এলাকায় দমকলকেন্দ্রের জন্য জমি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘি কলোনি ও দাসপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে জমি পরিদর্শন করা হলেও, পরে দিঘি কলোনির ৬৫ শতক জমিটি দমকলকেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়।

বিষয়টি নিয়ে চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও ডোমিট লেপচার বক্তব্য, 'জমি অধিগ্রহণের পর ব্লক প্রশাসন ও দমকল দপ্তরের আধিকারিকরা যৌথভাবে পরিদর্শন করেছেন। সমস্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মাধ্যমে জমিটি দমকল দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে অনেক আগেই।'

এদিকে, জমি অধিগ্রহণের পরেও নির্মাণকাজ শুরু না হওয়া হতাশ দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সহ চোপড়া ব্লকের বাসিন্দারা। দাসপাড়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলছেন, 'আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই প্রতিবছর অন্তত ৭-৮টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। চোপড়ায় দমকলকেন্দ্রের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।'

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমানের কথায়, 'জমি দেওয়া হয়েছে। প্রায় বছরখানেক আগেই সয়েল টেস্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যানিং সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে এখনও নির্মাণকাজ শুরু না হওয়ায় হতাশা বাড়ছে।' অন্যদিকে দমকল দপ্তরের আধিকারিকদের সূত্রে খবর, জমি অধিগ্রহণের পর যাবতীয় রিপোর্ট সংক্রান্ত ফাইল ইতিমধ্যেই কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। ফলে কাজ শুরু না হওয়ায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে তৎকালীন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু উত্তরবঙ্গে ১৮টি নতুন দমকলকেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা করেছিলেন। সেই তালিকায় উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার, করণদিঘি ও চোপড়ার নামও ছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও চোপড়ায় প্রকল্পের কাজ শুরু না হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

গোরু উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক

চাকুলিয়া, ৩০ জুলাই : জমি বিবাদের জেরে এক গৃহবধূর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া গোরু উদ্ধার করল পুলিশ পাঁচ মাস পর। যদিও ওই গৃহবধূর খবরের ভিত্তিতেই গোরুটি উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে সহবুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি চাকুলিয়ার কালারাম এলাকার বাসিন্দা আফসোনা খাতুনের সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ বাধে সহবুল হক, রবিউল ইসলাম সহ কয়েকজনের। অভিযোগ, ওই বিবাদের জেরেই একদিন গৃহবধূকে বাড়িতে একা পেয়ে হামলা চালান সহবুলরা। বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করার পাশাপাশি একটি গোরুও নেয় অভিযুক্তরা। ঘটনার পর আফসোনা চাকুলিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও এতদিন পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। বৃহস্পতিবার সকালে করণদিঘি ব্লকের গোপলা এলাকায় নিজের গোরুটির সন্ধান পান আফসোনা। তিনি বিষয়টি জানান চাকুলিয়া থানায়। এরপরেই পুলিশ সেখান থেকে গোরুটি উদ্ধার করে। এর পরেই মূল অভিযুক্ত সহবুলকে তাঁর কালারাম গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টার পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে বলে চাকুলিয়া থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ৩০ জুলাই : কলকাতা পুরনিগম এলাকার সরকারি স্কুলগুলির মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়ার ঘোষণার পর কাজ হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন জেলার মিড-ডে মিল কর্মীরা। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটির তরফে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। পরে ছ'দফা দাবি নিয়ে বিডিও'র মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। সংগঠনের আশঙ্কা, কলকাতার পর বিভিন্ন জেলাতেও ইসকনকে এই দায়িত্ব দিতে পারে রাজ্য। ফলে কাজ হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির ইনচার্জ শোভা কার্জি, খড়িবাড়ি ব্লক কমিটির সভাপতি সন্ধ্যা সিংহ, যুগ্ম সম্পাদক চায়না মহন্ত মণ্ডল প্রমুখ।

পাচার রুখতে

চোপড়া, ৩০ জুলাই : বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবসে বৃহস্পতিবার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বাচ্চামুন্সি স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দুটি বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপরূপ রোহিণী।। কার্সিয়াং থেকে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির পূর্ণাভ রাহা।

জঞ্জালমুক্তিতে রেসপন্স টিম

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : পুর এলাকাকে সাফসুতরো রাখতে বুধবার থেকে 'স্বচ্ছ' অ্যাপ কার্যকর করা হল। যদিও বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। পুরনিগম সূত্রে খবর, অভিযান চালানোর জন্য ইতিমধ্যে পুরনিগমের তরফে পাঁচটি র‍্যাপিড রেসপন্স টিম তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি টিমে একজন করে সুপারভাইজার সহ চার সাফাইকর্মী থাকবেন। এছাড়া টিমের সঙ্গে থাকবে গাড়ি। পাঁচটি বরোর অধীনে একটি করে টিম থাকছে। পুরনিগমের তরফে টিমের সদস্যদের নিয়ে বৈঠকও সেরে নেওয়া হয়েছে। মূলত কীভাবে সাফাই অভিযান চালানো হবে, তা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

শহর পরিষ্কার রাখতে প্রশাসক পরিচালিত বোর্ড সাফাই সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য চালু করেছিল হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর। যদিও তাতে সমস্যা মেটেনি। এবার প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)-র তরফে পদক্ষেপ করা হল। 'স্বচ্ছ' অ্যাপে শহরবাসী জঞ্জাল সাফাই নিয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন। পরবর্তীতে সাফাই চালিয়ে সুডাকে রিপোর্ট পেশ করবে পুর কর্তৃপক্ষ।

অ্যাপে শহরের যে কোনও প্রান্তের বাসিন্দারা অভিযোগ জানাতে পারবেন। ছবি তুলে অ্যাপে আপলোড করলেই হল। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, অভিযোগ লিপিবদ্ধ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বরোর সুপারভাইজারকে মেসেজ পাঠানো হবে। দু'ঘণ্টার মধ্যে সাফাই চালিয়ে আগে ও পরের ছবি অ্যাপে আপলোড করতে হবে। যদি সময় গড়িয়ে যাওয়ার পরও কোনও সুরাহা না হয় সেক্ষেত্রে র‍্যাপিড রেসপন্স টিমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। তবে, বুধবার অ্যাপ কার্যকর হলেও এদিন বিকেল পর্যন্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তাহলে কি শহরের কোথাও আবর্জনা পড়ে থাকছে না? তা একেবারেই নয়। বিকেল পর্যন্ত ডাবগ্রাম, ফুলেশ্বরী আন্ডারপাস সংলগ্ন এবং একাধিক এলাকায় আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এনিয়ে পুরনিগমের তরফে প্রচারের কোনও অভাব রয়েছে? এক পুরকর্তার বক্তব্য, 'প্রচার চলছে। যদি কোথাও আবর্জনা পড়ে থাকে অবশ্যই মানুষ অভিযোগ জানাবে। দু'ঘণ্টার মধ্যে র‍্যাপিড রেসপন্স টিম অভিযান চালাবে সেখানে।'

প্রশিক্ষণ শিবির

চোপড়া, ৩০ জুলাই : চা পর্ষদের প্ল্যান্ট প্রোটেকশন কোড (পিপিসি) ভিত্তিক রোগপোকা দমন ব্যবস্থাপনা এবং এমআরএল (ম্যাক্সিমাম রেসিডিউ লিমিট) সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর মহকুমা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে একটি প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষি, চা পর্ষদের আধিকারিক, উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ এবং সার ও কীটনাশক বিক্রেতারা অংশ নেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে নিরাপদ ও অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহারের গুরুত্ব, নিষিদ্ধ রাসায়নিক এড়িয়ে চলা, পিপিসি মেনে চা চাষ এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। মহকুমা কৃষি অধিকর্তা মেহেফুজ আহমেদ জানান, চা শিল্পের স্বার্থে এলাকার সার ও কীটনাশক বিক্রেতাদের এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কেউ নিষিদ্ধ কীটনাশক বিক্রির চেষ্টা করলে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ডিলারের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

কাজ শুরু

চোপড়া, ৩০ জুলাই : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃহস্পতিবার বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (ভিবি-জি রাম জি) প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। কুমারটোল ও দলুয়া এলাকায় পুকুর খননের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের সূচনা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও ডোমিট লেপচা সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

বামার্টিক উদ্ধার

বাগডোগরা, ৩০ জুলাই : গোপন খবরের ভিত্তিতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার বামার্টিক উদ্ধার করেছে কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জ। বুধবার রাতে ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা বিধাননগরের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে উত্তরপ্রদেশের রেজিস্ট্রেশন করা একটি ট্রাক আটক করে। যদিও বনকর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে ট্রাকের চালক ও খালাসি পালিয়ে যায়। পরে তল্লাশি চালাতেই ট্রাকে থাকা স্ক্র্যাপের আড়ালে বামার্টিক উদ্ধার হয়। বন দপ্তরের অনুমান, বামার্টিকগুলি অসমের দিক থেকে বিহার অথবা উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

জয়ী হয়েছিলেন বিজিপিএমের টিকিটে

বিজেপিতে জিটিএ'র ১১ সভাসদ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : অনীত থাপার চাপ বাড়িয়ে তাঁর দলের টিকিটে জয়ী গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) ১১ জন সভাসদ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার কালিম্পংয়ে একটি অনুষ্ঠানে বিজেপির দার্জিলিং পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামা এবং কালিম্পংয়ের বিধায়ক ভরত ছেত্রী এই ১১ জনের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়া সদস্যরা জানিয়েছেন, পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য বিজেপি সচেষ্ট হয়েছে।

সঞ্জীব বলেন, 'উন্নয়নের স্বার্থে সকলে বিজেপির সঙ্গে থাকতে চাইছেন।' এদিকে, দলের প্রতীকে জয়ী সভাসদরা বিজেপিতে যাওয়া নিয়ে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'এই জনপ্রতিনিধিরা ক'দিন আগেই আমাদের দল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁদের দলে নেওয়া নিয়ে বিজেপি এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছিল। শেষপর্যন্ত মোর্চাকে সরিয়ে বিজেপিই এঁদের দলে নিল।' এতে তাঁদের দলের কোনও লাভ-ক্ষতি নেই বলেও শক্তিপ্রসাদ দাবি করেছেন।

কয়েকদিন আগেই জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ পদ থেকে ইস্তফা দেন অনীত। তিনি জিটিএ'র সভাসদ পদও ছেড়েছেন। অনীত সেই সময় দলের টিকিটে নির্বাচিত সব সদস্যকেই জিটিএ থেকে ইস্তফা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বেশ কিছু নির্বাচিত সদস্য জিটিএ না ছেড়ে অনীতের পার্টি থেকেই ইস্তফা দেন। বৃহস্পতিবার কালিম্পংয়ে বিজেপির দলীয় অনুষ্ঠানে এমনই ১১ জন সভাসদ বিজেপিতে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে জলঢাকা থেকে নির্বাচিত সভাসদ লাকপা ন্যামগেল ভুটিয়া বলেন, 'উন্নয়ন এবং পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান আমাদের লক্ষ্য। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাহাড় নিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে। তাই এই পরিস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়ে নিজের এলাকার উন্নয়নের কাজ করতে চাই।'

নুরি শেরপা নামে অপর সভাসদের বক্তব্য, 'বিজেপিই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারে। বিজেপির হাত শক্ত করতেই যোগ দিয়েছি।' তবে, বিজিপিএমের টিকিটে নির্বাচিত এই সভাসদদের দলে নেওয়ার ঘটনায় পাহাড়ে বিজেপির অন্দরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

বিজেপিতে যোগদান জিটিএ সদস্যদের। বৃহস্পতিবার।

> উন্নয়নের স্বার্থে সকলে বিজেপির সঙ্গে থাকতে চাইছেন।
> সঞ্জীব লামা
> *সভাপতি, বিজেপি দার্জিলিং পার্বত্য শাখা*

বিজেপির স্থানীয় নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে আলোচনা না করেই এই যোগদান কর্মসূচি হয়েছে বলে অভিযোগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক পদ্ম নেতা বলছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে এতদিন লড়াই করলাম তাঁদেরই দলে নেওয়া ঠিক হয়নি।

এদিকে, এদিনই কলকাতা থেকে দার্জিলিংয়ে ফিরে বিমল গুরুং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হওয়া বৈঠক সদর্থক বলে দাবি করেছেন। এদিন দার্জিলিংয়ে রোশন গিরিকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বিমল জানান, নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত জিটিএ-তে প্রশাসনিক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা নিয়ে বিমলের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের সমস্যা সমাধানে আগ্রহী। তাঁকে এখানকার চা, সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা মেটানো, দুধিয়া হয়ে মিরিকের মধ্যে পণ্যবাহী যানবাহন চলাচলের জন্য দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছি।'

নব্বই বছরেও সৃষ্টিতে বুঁদ বেলা

সাক্ষাৎ সরস্বতী

কোচবিহার, ৩০ জুলাই : প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে একজন নারীর হাত থাকে। তবে এই গল্পটা উলটো। স্বামীর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা আর ভালোবাসা বেলার জীবনের লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করেছে। কোচবিহারের দিনহাটা রোডের পাশে হরিসভা বাই লেনে নিজের বাড়িতে এখনও আপন সৃষ্টিতে বিভোর হয়ে থাকেন বেলা। সেই কোন ছোট্টবেলায় নিজে থেকেই রংতুলি হাতে তুলে নিয়েছিলেন, এই নব্বই বছর বয়সে এসেও এখনও তা হাত থেকে নামাতে পারেননি। বয়সের জন্য ইজেলে বোর্ড রেখে কাজ করতে পারেন না, হাত কাঁপে। তাই বলে আঁকা তো আর বন্ধ থাকতে পারে না। বিছানায় বসে একটা লাঠির সাপোর্টে হাত রেখে ব্রাশের স্ট্রোক দেন তিনি। ইদানীং আর আগের মতো অতটা সময় দিয়ে আঁকতে পারেন না। সেজন্য বাকি সময়টা কবিতা আর গল্প লিখে কাটান। সংসারের কাজও করেন নিজে হাতে। নাতনি পিএইচডি করছে শিলিগুড়িতে। বৌমা সেখানে থাকেন। সেজন্য বড় ছেলে আর তাঁর রান্না এখনও নিজের হাতেই করেন। বড় ছেলে বিপ্লব সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। হাসতে হাসতে বললেন, 'ছোট থেকেই দেখে এসেছি মা আঁকছে। তবে যেদিন মা হাতে তুলি ধরতে পারত না, আমরা জানতাম সেদিন আমাদের কপালে দুঃখ আছে। আসলে আঁকতে না পারলে মায়ের মাথা গরম থাকত।'

১৯৩৮ সালে ১৯ জানুয়ারি কোচবিহারের পাটাকুড়াতে জন্ম বেলা সরকারের। ইন্দিরাদেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা। ছোট থেকেই পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সূচিশিল্প ও ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন তিনি। একগাল হেসে বললেন, 'স্কুলে মহারানি ইন্দিরাদেবীর হাত থেকে সূচিশিল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিলাম।' এরপর ১৯৫৪ সালে বিয়ে হয় সরকারি চাকুরে বীরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে। আঁকার প্রতি ঝোঁক থাকলেও বিয়ের আগে সেভাবে নিজের শখকে প্রকাশ করতে পারেননি তিনি। কিন্তু স্বামীর অনুপ্রেরণা তাঁকে শিল্পী ও কবি হতে সাহায্য করেছে।

ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের প্রফেসর ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ সরখেল। স্বামীর উৎসাহে ১৯৬৫ সালে তাঁর কাছে আঁকা শেখার শুরু। কিন্তু মাত্র দু'বছর পরেই ১৯৬৭ সালের ২৭ জুলাই মারা যান তাঁর গুরু। পরে কয়েক মাস পেন্সিল স্কেচ ষষ্ঠী ঈশ্বরের কাছে শিখেছিলেন তিনি। বললেন, 'ওই দুই বছরই প্রথাগতভাবে আঁকা শিখেছি। তারপর যেটুকু সব নিজের থেকে শেখা। এমনও হয়েছে আঁকতে আঁকতে ডাল পুড়ে গিয়েছে। আবার নতুন করে রান্না বসিয়েছি। কিন্তু কখনও এসব নিয়ে সংসারে কোনও সমস্যা হয়নি। দুপুরে কখনও ঘুমোতাম না। সারা দুপুর বসে আঁকতাম। কত রাত আঁকতে গিয়ে না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। পরের দিন আবার সংসারের কাজ।' শুধু আঁকা নয়, 'ছন্দ মুকুল' ও 'গল্পকলি' নামে রয়েছে তাঁর দু'খানা কবিতার বই। এছাড়াও এঁকেছেন বহু বইয়ের প্রচ্ছদ। ঘরজুড়ে তাঁর আঁকা ছবি। এখনও কিশোরীর মতো সৃষ্টির আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকেন তিনি।

সেন্ট্রাল গেট

দূরপাল্লার ট্রেনযাত্রীদের কথা মাথায় রেখে শিয়ালদা স্টেশনে একটি সেন্ট্রাল গেট চালু করল পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন। ফলে যাত্রীদের লাগেজ নিয়ে হয়রানির শিকার হতে হবে না। এখান থেকে বেরোলেই ট্যাক্সি পাবেন যাত্রীরা।

মন্ত্রীর বার্তা

পূর্ব মেদিনীপুরের সমুদ্রতট এলাকায় প্রাকৃতিক সুরক্ষায় দেড় কোটি ম্যানগ্রোভ লাগানো হবে বলে জানালেন বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ। সমুদ্রের এই আগ্রাসী স্বভাবকে শান্ত করতেই এমন উদ্যোগ।

দুর্ঘটনা

বেহালায় ফের বেপরোয়া বাস রেষারেষির বলি এক প্রাণ। বৃহস্পতিবার সকালে বেহালা চৌরাস্তার কাছে শিমুলতলা বাজার সংলগ্ন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে দুই বাসের রেষারেষির মধ্যে মৃত্যু হল এক স্কুটারচালকের।

গেরুয়া ছোঁয়া

এবার বিকাশ ভবনের নামফলককে গেরুয়া ছোঁয়া। প্রস্তুতি চলছে নীল রংয়ের পরিচিত নামফলক বদলের। পুরো বিল্ডিংয়ের রং নীল-সাদার পরিবর্তে করা হবে গেরুয়া-সাদা। এখন শুধুমাত্র নামফলকের রং বদল হল।

ইউনিফর্মে বিশ্ব বাংলা লোগো নয়

নতুন সিলেবাস '২৮ থেকে, ঘোষণা স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জুলাই : নীল-সাদায় আপত্তি না থাকলেও স্কুল ইউনিফর্ম থেকে সরে যাচ্ছে তৃণমূল জমানার 'বিশ্ববাংলা' লোগো। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের নতুন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। বিকাশ ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিফর্মের রং যা খুশি হতেই পারে। নীল-সাদাতেও আপত্তি নেই। তবে 'বিশ্ববাংলা'র লোগো কোথাও ব্যবহার করা যাবে না।'

রাজ্যে পালাবদলের পরই সরকারি দপ্তরগুলি থেকে 'বিশ্ববাংলা' লোগো সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। নীল-সাদা রংয়ের ক্ষেত্রেও একাধিক জায়গায় গেরুয়া রংয়ের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় রাজ্যের একাধিক স্কুলের পড়ুয়া, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ দাবি তুলেছিলেন, তাঁদের আগের ইউনিফর্ম ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফে এতদিন কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি।

এদিন অবশ্য সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন নতুন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী। দীপক বর্মনের ব্যাখ্যা, 'স্কুল ইউনিফর্ম বাছাইয়ের নেপথ্যে কোনও কোনও স্কুলের আবেগ ও ইতিহাস জড়িত থাকে। তাই তার রং নির্বাচন করাও স্কুল কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতা। তা নীল-সাদা হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু 'বিশ্ববাংলা'র লোগো থাকা চলবে না।'

শুধু ইউনিফর্ম নয়, এবার জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে

> **স্কুল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিফর্মের রং যা খুশি হতেই পারে। নীল-সাদাতেও আপত্তি নেই। তবে 'বিশ্ব বাংলা'র লোগো কোথাও ব্যবহার করা যাবে না।**
>
> **দীপক বর্মন,** *স্কুল শিক্ষামন্ত্রী*

রাজ্যের সিলেবাস তৈরি করা হবে বলেও জানিয়েছেন দীপক বর্মন। তিনি জানিয়েছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) মেনে ২০২৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের স্কুলশিক্ষায় আসছে বড় পরিবর্তন। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যসূচি, পাঠ্যবই এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতে আমূল রদবদল করা হবে। দীপক বর্মন বলেন, 'আপাতত শুধুমাত্র সীমিত পরিসরে পাঠ্যসূচির পরিমার্জন হবে। তবে ২০২৮ সাল থেকেই কার্যকর হবে নতুন সিলেবাস।'

তাঁর বক্তব্য, 'ছাত্র-ছাত্রীদের আজকের উপযোগী করে গড়ে তোলার এবং সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে গড়ে তোলার জন্য যেমন সিলেবাস দরকার, সেই রকম করা হবে। একটি রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁদের প্রথম পরিকল্পনা হল, ২০২৭ সালে যে বইগুলি বেরোবে, সেগুলি রিভিউ করা। ২০২৮ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে সিলেবাস বানানো হবে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সিলেবাসে বদল আনা হবে।' তবে কোন অধ্যায় বাদ যাবে বা নতুন করে কী সংযোজিত হবে, সে বিষয়ে এখনই মুখ খুলতে চাননি শিক্ষামন্ত্রী।

এদিকে রাজ্যে স্কুলছুট রুখতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং (এনআইওএস)-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। এদিন বিকাশ ভবনে দুই সংস্থার মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। শিক্ষা দপ্তরের দাবি, এই উদ্যোগের ফলে স্থান পরিবর্তন হলেও এনআইওএসে নথিভুক্ত পড়ুয়াদের আর নতুন করে শিক্ষাব্যবস্থায় মানিয়ে নেওয়ার ঝক্কি থাকবে না। দেশের যে কোনও রাজ্যের অনুমোদিত এনআইওএস স্টাডি সেন্টার থেকেই তারা পড়াশোনা ও পরীক্ষার সুযোগ পাবে।

দীপক বর্মন বলেন, 'দেশের কোনও শিশুই যেন কোনও পরিস্থিতিতেই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয় সেটাই জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার অধিকার আইনের অন্যতম প্রধান ও মূল লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায়, নানা ধরনের আর্থিক ও সামাজিক অনটনের কারণে অথবা কাজের সন্ধানে বাবা-মাকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হতে হলে বাচ্চাদের পড়াশোনা মাঝপথেই আচমকা বিঘ্নিত হয় এবং তারা স্কুলছুট হয়ে পড়ে।'

শিক্ষা দপ্তরের দাবি, কোনও পড়ুয়া যদি এক রাজ্যে এনআইওএস-এ ভর্তি হয়ে পরে অন্য রাজ্যে চলে যায়, সেখানকার এনআইওএস কেন্দ্র থেকেই একই ধারায় পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে। ফলে স্থান পরিবর্তনের কারণে শিক্ষার ধারাবাহিকতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কমবে। আগামী দিনে, এনআইওএসের পরিষেবা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে আরও বেশি স্কুলছুট পড়ুয়াকে মূলধারার শিক্ষায় ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনার কথাও এদিন জানানো হয়।

তিন মামলায় স্বস্তিতে অভিষেক

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ জুলাই : একের পর এক মামলায় জর্জরিত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আপাতত তিনটি মামলায় রক্ষাকবচ পেলেন তিনি। ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত ভবানীপুর, কালীতলা, বিষ্ণুপুর থানার তিনটি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তবে ভবিষ্যতে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা যাবে না, এই সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ এখনই দেননি বিচারপতি।

এছাড়াও বিভিন্ন থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে যা মামলা দায়ের হয়েছে তার সম্পূর্ণ শুনানি না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট তিন মামলাতে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ থাকছে অভিষেকের। তবে বহু পুরোনো ঘটনায় এতদিন পর কীভাবে একের পর এক এফআইআর দায়ের হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'অনেক এফআইআর দায়ের হয়েছে। একের পর এক মামলা না করে একটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। আদালত তদন্তকারীদের বাধা দেবে না। কিন্তু পদক্ষেপ করার কী দরকার আছে।'

প্রশান্তর গ্রেপ্তারি চেয়ে আদালতে স্বপনের স্ত্রী

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ জুলাই : কখনও কলকাতায় আবার কখনও উত্তরবঙ্গে দেখা মেলে তাঁর। পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরেও খাতায়কলমে তিনি পলাতক। স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মন জমানা বদলের পরেও 'বেতাজ বাদশা'। তাঁকে আইনের আওতায় আনতে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও বিচার ব্যবস্থার গণ্ডিতে আনা যায়নি প্রশান্তকে। শেষমেশ প্রশান্তর গ্রেপ্তারি চেয়ে হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় যুক্ত হতে চাইল নিহত ব্যবসায়ীর পরিবার।

প্রশান্তর গ্রেপ্তারি নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা উল্লেখ করে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে 'আত্মদীপ' নামে একটি সংগঠন। সেই মামলাতেই যুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্বপনের পরিবার। ১১ অগাস্ট মূল জনস্বার্থ মামলার সঙ্গে এই আবেদন শোনা হবে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

নিহত ব্যবসায়ীর পরিবারের আবেদন, এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী। আদালতও নথিভুক্ত করেছে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে দোকান থেকে অপহরণ করা হয়েছিল। আহত প্রত্যক্ষদর্শী নিজে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বয়ান দিয়েছেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও শারীরিক নির্যাতনের প্রমাণ মিলেছে। শুধুমাত্র সরকারি চাকরির অজুহাতে গত বছরের নভেম্বর মাসে বারাসত আদালত ও বিধাননগর আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান প্রশান্ত। পরে কলকাতা হাইকোর্ট ডিসেম্বর মাসে এবং সুপ্রিম কোর্ট চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। দুটি সাংবিধানিক আদালতের নির্দেশ অমান্য করে পলাতক রয়েছেন অভিযুক্ত। তবে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এতদিন যাবৎ তাঁরা আতঙ্কিত রয়েছেন। যেভাবে প্রকাশ্যে নীল বাতির গাড়ি ব্যবহার করে অপরাধ সংগঠন ও আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করেছিলেন প্রশান্ত, তা আরও দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয় পরিবারের। কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরে আইনের দরজায় এগিয়ে এসেছেন তাঁরা। তাই নিহতের স্ত্রী হিসেবে তিনিও এই জনস্বার্থ মামলার ফলাফলের ওপর সরাসরি প্রভাবিত। তাঁর বক্তব্য যাতে শোনা হয়, তাই আদালতে আবেদন করলেন তিনি। নিহত স্বপনের স্ত্রীর দাবি, এই মামলায় তাঁকে যুক্ত করা হলে আইনের চোখে ন্যায্য তদন্তের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সবমিলিয়ে ১১ অগাস্ট মামলার শুনানির দিকে তাকিয়ে বিচারের আশায় নিহতের পরিবার।

বারুইপুর কাণ্ডে রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ৩০ জুলাই : বারুইপুর এনকাউন্টার কাণ্ডে জেলা পুলিশের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। কেন গভীর রাতে অভিযুক্তকে অকুস্থলে ঘটনার পুনর্নির্মাণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কী কী ঘটেছিল, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

এই ঘটনায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে গ্রেপ্তারের পরের দিনই ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, পুলিশের হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে তদন্তকারীদের গুলি চালিয়ে পালিয়ে যেতে চান প্রভাস। তার পরেই এনকাউন্টার করেন তদন্তকারীরা। যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন, এনকাউন্টার পুলিশের জঘন্যতম পদক্ষেপ। যে কারণ পুলিশ দেখিয়েছে, তা কাল্পনিক মনে হচ্ছে। কেন অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়ার সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না, অত রাতে কেন অভিযুক্তকে নিয়ে যাওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিকাশরঞ্জন। যদিও রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, এনকাউন্টারের পর পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এফআইআর করেছে। তার তদন্তভার সিআইডির হাতে রয়েছে।

বৃষ্টিতে ওরা তিনজন। বৃহস্পতিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

সিঙ্গুরে কেমিক্যাল হাবের প্রস্তাব

সংশয় টাটাকে নিয়ে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ জুলাই : কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজ্যে কেমিক্যাল হাব গড়ে তোলার জন্যে দ্রুত উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি লিখলেন রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। শমীকের প্রস্তাব জমি নিয়ে কোনও সমস্যা না হলে এই কেমিক্যাল হাব গড়া হোক সিঙ্গুরে। শমীকের প্রস্তাব মেনে কেন্দ্রের সহায়তায় শেষপর্যন্ত যদি সিঙ্গুরে কেমিক্যাল হাব সত্যি গড়ে ওঠে সেক্ষেত্রে তার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লিখিত হবে। রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে যাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে রাজ্যে কেমিক্যাল হাব গড়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা শমীকের সেই চিঠি প্রকাশ্যে এনেছে দল। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, কেন্দ্র সরকারের 'ভব্য রসায়ন' প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে বাংলায় কেমিক্যাল হাবের মতো প্রকল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা দেশজুড়ে প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জ রুটের মাধ্যমে তিনটি কেমিক্যাল হাব গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি অবিলম্বে সেই প্রকল্প গড়ার জন্য উদ্যোগী হয় সেক্ষেত্রে ১ হাজার কোটি টাকার বেশি কেন্দ্রীয় অনুদান পেতে পারে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রীকে এই প্রস্তাব জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করার সঙ্গেই প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য সিঙ্গুর, হলদিয়া, রঘুনাথপুর এবং দুর্গাপুরের মতো চারটি সম্ভাব্য জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন শমীক। কেমিক্যাল হাব গড়তে ১ হাজার একরের মতো বিতর্কমুক্ত জমি রাজ্যের হাতে থাকা দরকার। কেন্দ্রের এই প্রতিযোগিতামূলক অংশীদারিত্বে রাজ্যকে সুযোগ নিতে হলে প্রয়োজনীয় জমি এবং প্রস্তুতি সংক্রান্ত কাগজপত্র ও প্রাথমিকভাবে ওই শিল্প স্থাপনের জন্যে বাজেটে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখার পরামর্শও দিয়েছেন শমীক।

যদিও শমীকের এই প্রস্তাব প্রকাশ্যে আসার পর এখনও পর্যন্ত সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য সরকারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রাজ্যে ক্ষমতা বদলের আগেই সরকারে এলে রাজ্যের শিল্পায়নের স্বার্থে টাটাকে রেড কার্পেট অভ্যর্থনা দিয়ে নিয়ে আসা হবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন, 'আমি নিজে টাটাকে বিমানবন্দর থেকে রেড কার্পেট অভ্যর্থনা দিয়ে নিয়ে আসব।' নির্বাচনি প্রচারে জনসভা করতে প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন সিঙ্গুরে। যদিও সেই সভায় প্রধানমন্ত্রীর মুখে শিল্প বার্তা না শুনতে পেয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। শিল্প মহল ও দলীয় কর্মীদের কাছে যাতে ভুল বার্তা না যায় তার জন্যে তড়িঘড়ি দিল্লি পৌঁছোবার আগেই টুইট করে

প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরের শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে নবান্নে এসে দেখা করেছেন টাটা গোষ্ঠীর শীর্ষ স্থানীয় কর্তারা। তারপরেই ফের সিঙ্গুরে টাটার ফেরা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এদিন রাজ্যে কেমিক্যাল হাব গড়ার জন্যে সিঙ্গুরকে বাছায় টাটার ফেরা নিয়ে নতুন করে সংশয় তৈরি হল বলে মনে করছে শিল্প মহলের একাংশ।

২০০৭-এ নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব গড়তে জোর করে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করার বিরুদ্ধে আন্দোলনে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘটনাচক্রে কেন্দ্রের সহায়তায় সেই কেমিক্যাল হাবের সম্ভাবনা আবার তৈরি হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতেই।

প্রথম এনআইএ থানা

কলকাতা, ৩০ জুলাই : অবশেষে রাজ্যে তৈরি হল প্রথম এনআইএ-র থানা। বৃহস্পতিবার নিউটাউনের এনবিসিসি ভবনে এনআইএ-র দপ্তরকেই থানা বলে ঘোষণা করে নতুন বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যজুড়ে এই সংস্থার কার্যকলাপের এক্তিয়ার থাকবে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনও রাজ্যের ঘটনায় এই থানায় মামলা রুজু হবে। এতদিন রাজ্যের কোনও তদন্ত করতে হলে দিল্লিতে মামলা রুজু করতে হত। তৃণমূল সরকারের আমল থেকে তারা চেষ্টা করছিল মুম্বই, চেন্নাই, কোচি, রাঁচির মত কলকাতাতেও থানা খুলতে। তৃণমূল সরকার সেই আবেদনে বিশেষ আমল দেয়নি বলে অভিযোগ। তবে পালাবদলের পর তিন মাসের মধ্যে তদন্তকারী সংস্থার আবেদনে সাড়া দিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। এবার কলকাতায় থানা হয়ে যাওয়ায় তদন্তের জটিলতা অনেকটা কমল। শীঘ্রই এরাজ্যে তৈরি হবে এই সংস্থার আদালতও।

পদ্ম বিধায়কের বিরুদ্ধে নালিশ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

কলকাতা, ৩০ জুলাই : 'জনতার দরবার'-এ যাদবপুরের বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দোকান দখলের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শরণাপন্ন হলেন যাদবপুরের স্বামীহারা মহিলা প্রতিমা রায়। অভিযোগ, ক্ষমতা বদলের পরেও এলাকার পুরোনো তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের দিয়ে তাঁর দোকান লুঠ করিয়েছে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতারাই। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে গিয়ে সরাসরি সেই অভিযোগ করলেন প্রতিমা। পরে প্রতিমার দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে দোকান ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন।

সল্টলেকে বিজেপির দপ্তরে মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবার'-এর এটি ছিল অষ্টম দরবার। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের অভিযোগ শুনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তেমনই এক ঘটনায় যাদবপুরের কালীকুমার মজুমদার রোডের দোকানি প্রতিমা রায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানান। প্রতিমা বলেন, 'আমার অসহায়তার কথা জানাতে শর্বরীদির কাছে গিয়েছিলাম। উনি বললেন পাশেই তো আর একটা দোকান রয়েছে। একটা নিয়েছে তো কী হয়েছে?' অভিযোগ, যারা এই কাজ করেছে তারা প্রত্যেকেই অয়ন পাল, রাজা রায়ের নির্দেশে করেছে। অয়ন ও রাজা এলাকায় শর্বরী ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা বলে পরিচিত।

অন্য একটি ঘটনায় ছেলের খুনে পুলিশের সহায়তা না মেলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন সন্তানহারা সুমনের বাবা। সুমন মণ্ডল বিজেপির মণ্ডল সভাপতি এবং জেলা পদকর্তাও ছিলেন। ২৬-এর নির্বাচনে দলের বিএলএ-২ হিসেবে কাজও করেন। ২৮ নভেম্বর ২০২৫-এ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন সুমন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর বাবার অভিযোগ, 'সরকার বদল হলেও পুলিশের কোনও বদল হয়নি। ছেলের খুনে আজও কোনও সুবিচার পাইনি। বরং খুনিদের কথাতেই পুলিশ চলছে।'

ঘটনাচক্রে এদিনই ব্যারাকপুরের লাটবাগানে রাজ্য পুলিশের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'অল্প সময়ে যে সাফল্যের পরিচয় আপনারা দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের যে মানবসম্পদ রয়েছে তা কাজে লাগাতে পারলে শুধু যে কোনও রাজ্যের চেয়ে নয়, কেন্দ্রীয় এজেন্সির তুলনায় ভালো কাজ করতে পারেন আপনারা।'

সল্টলেকে জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

আরজি করের তদন্ত থেকে সীমাকে সরাল সিবিআই

কলকাতা, ৩০ জুলাই : বাবা-মায়ের আবেদন মেনে অবশেষে আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তদন্তকারী আধিকারিক বদল করল সিবিআই। এতদিন এই মামলায় তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন সীমা পাহুজা। তাঁর পরিবর্তে এবার দায়িত্ব দেওয়া হল সিবিআইয়ের সিনিয়ার তদন্তকারী আধিকারিক সন্দীপনী গর্গকে। তাঁর নেতৃত্বেই নতুন তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আরজি কর মামলায় শিয়ালদা আদালতে ফের তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। তখনই হাজির ছিলেন নতুন তদন্তকারী আধিকারিক। তাঁর হাত ধরে অভয়ার মা বলেন, 'আমরা আপনার ওপর ভরসা রাখছি।'

উত্তরপ্রদেশে উন্নাও ধর্ষণকাণ্ড বা হাথরস গণধর্ষণ মামলায় বারবার তাঁর তদন্ত প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু আরজি কর কাণ্ডে রাষ্ট্রপতি মেডেল পাওয়া সীমার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে বারবার ক্ষোভ উগরে দেন অভয়ার বাবা-মা। সম্প্রতি আদালত চত্বরে সীমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে প্রশ্ন তোলায় সেখানেই কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। এদিন সিবিআই আদালতে জানায়, এই মামলায় ইতিমধ্যেই সিট গঠন করা হয়েছে। আগের তদন্তকারী অফিসারের থেকে নথি জোগাড় করা হচ্ছে। নতুন আধিকারিক দায়িত্ব পেয়েছেন।

তবে অভয়ার পরিবারের তরফে একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়। তাঁদের প্রশ্ন, ঘটনার দু'বছর পর তদন্ত কতদূর এগিয়েছে? পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে কী পদক্ষেপ করেছে সিবিআই? ঘটনার দিন শেষবার নির্যাতিতার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নিয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ফরেন্সিক রিপোর্ট বিকৃত হওয়ার অভিযোগে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে? ৫ অগাস্ট এই মামলার পুনরায় শুনানি রয়েছে। অভয়ার মা এদিন বলেন, 'আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মেয়ের বিচার আমি পাবই।'

উদ্ধার সাড়ে ২৮ কোটি, টুলুর বাড়িতেও পুলিশ

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ৩০ জুলাই : বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে ২৮ কোটি টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। সেই সঙ্গে ১৫ কেজি সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সকালের দিকে মিনারকে গ্রেফতার করে সিউড়ি জেলা আদালতে তোলে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে ধৃতকে আট দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। একই সঙ্গে বৃহস্পতিবার টুলু মণ্ডলের একটি গাড়ি আটক করে প্রচুর নথি উদ্ধার করে পুলিশ। দুপুর থেকে তার সিউড়ির বাড়িতেও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। সেখানেও কিছু সোনা পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে মিনারের বাড়িতে হানা দেয় মহম্মদবাজার থানার পুলিশ এবং বীরভূম জেলা পুলিশ। রাতভর তল্লাশি চালিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে সাড়ে ২৮ কোটি টাকা এবং ১৫ কেজি সোনা উদ্ধার হয়। সকালে মিনারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপরেই বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে টুলুর সিউড়ির সাজানোপল্লির

টুলু মণ্ডলের সিউড়ির সাজানোপল্লির বাড়িতে তল্লাশি। -তথাগত চক্রবর্তী

বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। এছাড়াও সোঁতসালের পার্কিং এবং লাউতোরের অনুষ্ঠান বাড়িতেও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এরই মাঝে সিউড়ির মল্লিকপুর পঞ্চায়েত এলাকার জীবধরপুর গ্রামে টুলুর বাগানবাড়ি থেকে একটি বোলেরো গাড়িতে প্রচুর নথি পাচার করতে গেলে গ্রামবাসীরা সেটিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ সেই সমস্ত কাগজ পরীক্ষা করছে। স্থানীয় বাসিন্দা অম্লান ঘোষ বলেন, 'বাগানবাড়ি থেকে গাড়ি ভর্তি কাগজপত্র বের হওয়ার খবর পেয়ে আমরা ছুটে যান। মাঝ রাস্তায় গাড়ি আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিই।' এদিকে, টুলুর বাগান বাড়ির কর্মী সুজিত বর্ধন বলেন, 'আমরা মালিকের নির্দেশ পেয়ে কাগজপত্র গাড়িতে চাপিয়েছি। তবে গাড়ি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলতে পারব না।'

সরকারি আইনজীবী জানান, টাকা ও গয়না মিলে ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। সোনাগুলো অধিকাংশ দুবাই কিংবা বিদেশের। ধৃত মিনার স্বীকার করেছে ওই টাকা কিছুটা সে নিজে আদায় করেছে, আর কিছুটা টুলু তাকে রাখতে দিয়ে গিয়েছে। সমস্ত টাকাই রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আদায় করা হয়েছে।

দম্পতির রহস্যমৃত্যু

কলকাতা, ৩০ জুলাই : সল্টলেকের এ ই ব্লকের একটি বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার সকালে দম্পতির দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে মৃতদের নাম সজলকুমার কুণ্ডু (৬৪) ও রঞ্জনা কুণ্ডু (৬১)। ঘটনাস্থল থেকে একটি কীটনাশকের বোতল উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন দম্পতি। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ দম্পতির একমাত্র ছেলে সিদ্ধার্থ কুণ্ডু, যিনি পেশায় গাড়িচালক, বাবা-মায়ের সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা বলেন। এদিন সকালে একাধিকবার ফোন করেও বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে তিনি এক প্রতিবেশীকে বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার অনুরোধ করেন। প্রতিবেশী গিয়ে বারবার ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দম্পতির নিথর দেহ বাড়ির শোওয়ার ঘর থেকে উদ্ধার করে।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৭৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩

স্কুল ব্যাগের ভার

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন সম্প্রতি জানিয়েছেন, স্কুল পড়ুয়াদের ব্যাগের ওজন কমাতে হবে। তাঁর এই মন্তব্যে শিক্ষক বা অভিভাবকরা স্বাভাবিকভাবেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যদি এই সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়, তাহলে তা অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য হবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই সমস্যাটি দীর্ঘদিন ধরে শুধু চর্চিত হয়ে চলেছে, সমাধান আর হয়নি।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ছ'বছর আগে ২০২০ সালে স্কুল ব্যাগ নীতি প্রণয়ন করেছিল। একাধিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ কমিটির সুপারিশমতো এই নীতির রূপরেখা তৈরি হওয়ার পর তা দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পাঠানো হয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক অথবা প্রশাসনিক ঔদাসীন্যের কারণে স্কুল ব্যাগ নীতি প্রণীত হলেও এযাবৎকাল কার্যকর হয়নি। ফলে শিশুরা যথারীতি পিঠে ভারী ব্যাগ নিয়ে স্কুলে গিয়েছে এবং বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত ওজনের স্কুল ব্যাগ বহনের ফলে শিশুদের পিঠ, ঘাড় ও কাঁধে তীব্র যন্ত্রণা হতে পারে। এর ফলে তাদের মেরুদণ্ডের স্থায়ী ক্ষতি বা শারীরিক গঠন বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রতিদিন ভারী ব্যাগ বহনের শারীরিক কষ্টের ফলে শিশুরা মানসিক ক্লান্তি বোধ করে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হল, পড়াশোনায় মনঃসংযোগ ব্যাহত হওয়া। শিশুদের এই বিবিধ সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই স্কুল ব্যাগ নীতি প্রণীত হয়েছিল।

এই নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি হল, প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাগের ওজন কোনওভাবেই তাদের শরীরের মোট ওজনের দশ শতাংশের বেশি হবে না। এই নিয়ম সঠিকভাবে অনুসৃত হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি স্কুলে ওজন মাপার ডিজিটাল যন্ত্র রাখতে বলা হয়েছিল। ব্যাগের ওজন কমানোর পাশাপাশি স্কুলে উন্নতমানের মিড-ডে মিল এবং পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথাও ওই নীতিতে ছিল যাতে শিশুদের বাড়ি থেকে জলের বোতল ও টিফিনবাক্স বয়ে আনতে না হয়।

এছাড়া, প্রতিদিনের সময়সূচি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে প্রতিদিন সব বই বাড়ি থেকে স্কুলে আনার প্রয়োজন না পড়ে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে খেলাধুলো, শিল্পকলা ও লাইব্রেরিতে পড়ার সুযোগ থাকতে হবে যাতে শিশুরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকে। বহু শিক্ষাবিদের পরামর্শ, দৈনিক একটি বিষয় নিয়ে দুটি করে ক্লাস করা হলে স্কুলে কম বই আনতে হয়। বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য স্কুলে লকার বা দু'সেট বইয়ের ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছিল।

এই স্কুল ব্যাগ নীতি সফলভাবে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর ওপর ন্যস্ত ছিল। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সমস্ত স্কুলে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচিতে স্কুল ব্যাগ নীতি বুঝিয়ে বলার কথা ছিল। শিক্ষামন্ত্রী এই নীতি বলবৎ করার কথা জানিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু এরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে যেখানে শিক্ষাদানের ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই, সেখানে নতুন নীতি কার্যকর কীভাবে হবে এবং কবে হবে তার নিশ্চয়তা কি তিনি দিতে পারবেন?

রাজ্যের বিভিন্ন জনপদে এমন স্কুল আছে যেখানে না আছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ, না আছে ব্ল্যাকবোর্ড। এইসব স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য লকার তৈরি বিলাসিতার নামান্তর। বহু স্কুলে শিক্ষক এবং পড়ুয়াদের অনুপাতে বিশাল গরমিল। শিক্ষকরা শিক্ষাদানের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে একাধিক সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন। নির্বাচনকালে বহু শিক্ষককে বিএলও-র দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এখন আবার জনগণনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। ফলে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে শিক্ষাদান। সরকারের মনে রাখা উচিত, শুধু নীতি প্রণয়ন করলে কাজ হয় না। নীতি কার্যকর করতে উপযুক্ত পরিকাঠামোর দিকেও নজর দিতে হয়।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

ক্যামেরার আড়ালে একনায়ক

প্রযুক্তির আগ্রাসনে ছবির প্রাণ হারাচ্ছে, অভিনেতার স্বাতন্ত্র্য ও মানবিক মনন আজ বড় বিপন্ন।

অনমিত্র বিশ্বাস

প্রতীকী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা' নাটকে মঞ্চে রাজার উপস্থিতি আঙ্গিকবিরুদ্ধ। ধর্মবীর ভারতীর 'অন্ধযুগ' নাটকের অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের নেপথ্যকণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চে তিনি আসেননি। তেমনি 'বেনহার' ছবিতে যিশুকে একবারও সামনে থেকে, কাছ থেকে দেখানো হয়নি। ঢেউ-খেলানো বাদামি চুল, ধূসর আলখাল্লা, অন্যদের প্রতিক্রিয়া- এতেই তাঁর পুণ্য উপস্থিতি নির্দেশিত। দেবতার অবয়বে কোনও অভিনেতার মুখই যথার্থ মানাবে না বলে জাপানি পরিচালক যুগো সাকো অনুরাগীর অন্তর্দৃষ্টিতে এঁকে 'অ্যানিমে' কায়দায় 'রামায়ণ' বানিয়েছিলেন। এই দুটি ছবিতেই পরিচালক কারুবাসনা-নির্ভর যুক্তিতে অভিনেতার মধ্যে তাঁদের আরাধ্যকে সীমাবদ্ধ করতে চাননি। অভিনয়ের সনাতন আঙ্গিককে অতিক্রম করে ভক্তিবিনম্র শিল্পীসত্তাকে দর্শক বুঝতে পেরেছিল।

'বিবিসি'র প্রবন্ধে পড়লাম, নবতম প্রযুক্তি- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে ভারতের সিনেমা পশ্চিমের চেয়ে বেশি উদার। সৃজিত মুখোপাধ্যায় তাঁর দুটি ছবিতে উত্তমকুমার ও সত্যজিৎ রায়ের অননুকরণীয় কণ্ঠস্বর এআই দিয়ে তৈরি করেছেন। মালয়ালম থ্রিলার 'রেখাচিত্রম'-এ প্রবীণ অভিনেতা মম্মুট্টীর অল্পবয়সের অংশগুলো এআই দিয়ে বানানো। একটা পুরোনো ছবির কথা মনে পড়ল- 'আশিতে আসিও না'। বৃদ্ধ দম্পতির ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আর রুমা গুহঠাকুরতা- তাঁদের 'বার্তাং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেহে'। একটা পুকুর, যাতে ডুব দিলে বয়স কমে যায় পঞ্চাশ বছর। অবহেলিত বৃদ্ধ একদিন দৈবাৎ সেই জলে পড়ে জোয়ান হয়ে বাড়ি ফিরলেন পুত্রপৌত্রাদির বিস্ময়ের মধ্যে। সেদিন এই প্রযুক্তি থাকলে হয়তো কোনও নামজাদা প্রবীণ অভিনেতা ওই বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করতেন- তারুণ্যের অংশটুকুর দায়িত্ব নিত, তাঁরই পুরোনো ছবির ডেটা হাতড়ে বা মুখচ্ছবির ওপর তুলি চালিয়ে, এআই। তাতে আর যাই হোক- ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়-দক্ষতার অন্যতম নিদর্শন থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম।

এআই-নির্মিত 'মহাভারত' একটি মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছে। বিজ্ঞাপন তো আছেই। আবার, খবরে দেখছি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি সম্পূর্ণ এআই দিয়ে বানানো হচ্ছে। অবতারণার পিছনে পরিচালকদের যুক্তিগুলো শোনায় লঘু। পঁচানব্বই শতাংশ খরচ কমাতে পারা ব্যবসায়ীর ইনসেন্টিভ হতেই পারে, প্রযোজক তা নিয়ে ভাবলে দোষ দিতাম না- পরিচালক যখন শুধু সেই আতশকাচের মধ্যে দিয়ে রচনাকে দেখবার উপক্রম করেন, তখনই গোলযোগ ঘটে। এআই-নির্মীয়মাণ একটা হিন্দি ছবির পরিচালকের সাক্ষাৎকার শুনলাম। শুনে মনে হল- পরিচালক ঠিক করে নিয়েছিলেন তাঁকে কিছু একটা বানাতেই হবে। কী, সেটা বড় কথা নয়। বানানোর আর্থিক সংগতি ছিল না বলেই এআইয়ের দ্বারস্থ হওয়া। শৈল্পিক সংগতি ছিল কি না, সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য বলে তাঁর মনেই হয়নি।

চলচ্চিত্র নামক শৈল্পিক মাধ্যমের দ্বিবিধ উৎস। এক- তথ্যের প্রয়োজনে, ধৃতরাষ্ট্রের চক্ষু সঞ্জয়ের মতো সে দূরগামী ও সত্যকথনে প্রতিশ্রুত। সেকালের সূতবৃত্তির প্রযুক্তিগত চূড়ান্ত রূপ টেলিকাস্টে, তথ্যচিত্রে। আলোকচিত্রেই তার সার্থকতা, কৃত্রিমতা উদ্দেশ্য বিফল করে। দুই- গল্প বলার জন্য। প্রাচীনতম কাহিনী লেখা নাট্যরূপে। তারই বিবর্তিত চূড়ান্ত রূপ 'সিনেমা' বলে সাধারণত অভিহিত। এতে অভিনেতা চিত্রনাট্যের প্রথম বিচারক ও সম্পাদক। দূরদর্শনের 'মহাভারত'-এর চিত্রনাট্যকার ডঃ রাহী মাসুম রেজা শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় নীতীশ ভরদ্বাজকে শট-এর শেষে নাকি বলেছিলেন, 'মুঝে লগতা থা, মৈ কুছ লিখা। মিঞা, তুমহে দেখকে সমঝা, মৈ ক্যা লিখা!' চিত্রনাট্যকারের রচনার হাওয়া অভিনেতার পালে ধাক্কা লেগে ক্যামেরার নৌকায় যে গতির সৃষ্টি হয়, তাকেই আজ পর্যন্ত ছবির উৎকর্ষ বলে জানতাম।

'মহাপৃথিবী'র (১৯৯১) অভিনেতা অঞ্জন দত্ত স্পষ্ট বলেন, তিনি কমিউনিস্ট নন। পরিচালক মৃণাল সেন কমিউনিস্ট। সেখানে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়া- এক বাঙালি মায়ের কাছে তাঁর মৃত নকশাল ছেলের প্রাসঙ্গিকতার পরে অপঘাত। ছেলের মতাদর্শ সমর্থন বা অসমর্থনের জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞানগম্যি তাঁর নেই। ছেলেটি- 'যে নদী মরুপথে হারাল ধারা', তার অস্তিত্বের জলস্রোতেই মায়ের মানস-অবগাহন। তার লড়াইয়ের উৎসই মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে, ছেলের উৎসর্গের হীনবল স্রোত মরীচিকার বুদবুদ হয়ে দাঁড়াবে- মা কী করে মেনে নেবেন?

বিষয় আদ্যন্ত রাজনৈতিক- কিন্তু আশ্চর্য এই, ছবিতে কোনও মতাদর্শের প্রক্ষেপণ নেই। এই পরিণত আলোচনা সম্ভব হয়েছিল নির্মাতাদের দলে অঞ্জন দত্ত, মৃণাল সেন, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মিলনে। 'কালবেলা'র অনিমেষ উপলব্ধি করেছিল, 'বিপ্লবের অন্য নাম মাধবীলতা।' যে কোনও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অষ্টোত্তরশত নাম। কাহিনীক্রম বাস্তবতার ওপর গড়া, তাই কেবল একতরফা বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ নয়। মতাদর্শের উৎকট আত্মঘোষণায় যে অসুস্থ 'সভ্যতার সংকট' তৈরি হয়েছে, পারস্পরিক ভালোবাসার মধ্যে তার সুস্থ আলোচনার পরিসর।

ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন, ভাইয়ের প্রতি অনুকম্পা সত্ত্বেও সে স্পষ্টতই ইস্ট জার্মানির বিরোধী। ওয়েস্ট জার্মানিতে কর্মসূত্রে বাস। সেই পার্টে তাঁকেই চয়ন নেহাত কাকতালীয় নয়। তিনি দক্ষিণপন্থী। হয়তো নিজের অবস্থানের নিরিখে মৃণাল সেন চেয়েছিলেন, আর দুই ভাইয়ের চরিত্রে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় আর অঞ্জন দত্ত কাহিনীর ভারসাম্যের হাল ধরুন।

অভিনেতার সেই স্বাতন্ত্র্য অস্বীকারে কোনও কোনও ছবির সম্ভাবনা বিলক্ষণ ক্ষুণ্ণ হয়। ভিক্টর সম্প্রতি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ঘরে বাইরে'-তে লিবারেল নিখিলেশের পার্ট সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় করলে, আর ন্যাশনালিস্ট সন্দীপের ভূমিকায় তিনি নিজে থাকলে, দুজনেই ন্যস্ত বক্তব্য আত্মস্থ চিন্তায়, আরও আন্তরিক অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে তুলতেন। চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার বিশ্বাসের বৈপরীত্য পারদর্শিতার পরীক্ষক ঠিকই, কিন্তু এভাবে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা ছবিটির প্রাণহানি ঘটিয়েছে। অভিনয়ের বাইরেও অভিনেতা মানুষটি যে গুরুত্বপূর্ণ।

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে দৃশ্যপট পর্যন্ত স্টোরিবোর্ডে আঁকা থাকত- টিনটিনের চিত্রকাহিনীর মতো। ক্যামেরায় তা থেকে নড়ন-চড়ন হওয়ার জো নেই। ক্ল্যাসিকাল ফিল্মমেকারদের ওই ছিল ধাত। আকিরা কুরোসাওয়া তেলরঙে এঁকে রাখতেন সেইসব দৃশ্য যাতে আলো আর রঙের মুখ্য ভূমিকা- সিনেমাটোগ্রাফারের সঙ্গে 'গ্যাপ অফ কমিউনিকেশন' তৈরি না হয়। আবার মৃণাল সেনের 'পদাতিক' যখন চিত্রগ্রহণ চলছে তখনও জানা নেই কাহিনীর শেষ কেমন হবে। দেখা যাক, কী দাঁড়ায়- এই ছিল তাঁর দর্শন। জীবনের মতো তাঁর সিনেমাও ছিল 'ওপেন এন্ড'।

আজকের এআই ছবির পরিচালক বোধহয় অভিনেতা ও অন্যদের যোগদান এড়াতেই স্বচ্ছন্দ। অথচ সত্যজিতের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তার বহুমুখী প্রস্তুতি ব্যতিক্রমী আশ্চর্য, অনুকরণযোগ্য নয়।

'নায়ক'-এ ফিল্ম অ্যাক্টরদের ব্যাপারে শংকর বলেছিলেন, 'পরিচালকের হাতে সে পুতুল, ক্যামেরাম্যানের হাতে সে পুতুল, আর কাঁচি দিয়ে যিনি রিল কাটেন আর জোড়েন তাঁর হাতে সে পুতুল!' কিন্তু গ্রেগরি পেক, তোশরো মিফুনে বা উত্তমকুমার- অড্রে হপবার্ন, জীন মরো বা স্মিতা পাতিল সর্বৈব পুতুল ছিলেন না। এআই-ছবির পরিচালক কি নেপথ্যচারীর অমোঘ অঙ্গুলিহেলনে পুতুলনাচের ঐকতানই মঞ্চস্থ করতে চাইছেন?

'অ্যানিমেটেড' ছবির আড়ালেও থাকে নির্মাতাদের স্পষ্ট পরিকল্পনা ও পরিশ্রম। আবিশ্বে বোধ্য ঘুমপাড়ানি গানের লয়ে, মিশরীয় ম্যুরালের ধাঁচে আঁকা 'প্রিন্স অফ ইজিপ্ট' তেমনি সক্রিয় চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 'ডোরেমন'-এর পরিচালক সুতোমু শিবায়ামা সহকারীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝিয়ে দিতেন। নির্মাণপদ্ধতির মধ্যে থাকতেন না। ফলে, ওই ছবিতে একটা প্রাণবন্ত চিন্তাশীল দলের সম্মিলিত কারুচেতনা নিহিত। সহকারীদের কেউ কেউ এইভাবে গভীর ব্যুৎপত্তি ও পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এআই দ্বারা নির্মিত ছবির মধ্যে পরিচালকের প্রশিক্ষণী চিন্তা বা আক্ষরিক সম্পাদনা নেই। প্রম্পট লিখে 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর'-এর অপেক্ষা। সাতের দশকে লেখা 'ডোরেমন'-এর কল্পবিজ্ঞানে এইরকম একটা যন্ত্রের কল্পনা ছিল, যাকে গল্প বলে দিলেই সে ফিল্ম বানিয়ে দেবে। সেই ছবির ক্রেডিটস-এ নির্দেশকের নাম থাকা সংগত নয়, ডোরেমনের এই ছিল মত।

তবু এআই আজ আর কেবল সম্ভাবনা নয়- সভ্যতার রেখাচিত্রে সংযোজিত। সিনেমা তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে সে আশা করি না। পূর্ব সংস্কারের কারণে আমরা হয়তো এই নবাগত প্রযুক্তিটি নিয়ে একটু বেশিই স্কেপটিক। কী হবে, যদি পুতুলনাচের সুতোর জট 'ডিক্টেটর' নির্মাতার আঙুল-ক'টিতে না কুলায়? সিনেমা তো শুধু প্রদর্শনী নয়, প্রতিবিম্ব। গদার বলেছিলেন, 'আলোকচিত্রে সত্য ধরা পড়ে। তাই সিনেমা হল সেকেন্ডে ২৪ বার সত্যের পুনরুচ্চারণ।' সিনেমার সেই সত্যটুকু ক্ষুণ্ণ না হলেই হল।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অবাধ ব্যবহার ও খরচ কমানোর অন্ধ দৌড় নিয়ে আজ চলচ্চিত্র মহলে গভীর প্রশ্ন উঠছে। এই প্রযুক্তির দোহাই দিয়ে ছবির শৈল্পিক সুষমা ও অভিনেতার অনন্য অবদানকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। অথচ সত্যজিৎ রায় কিংবা মৃণাল সেনের সৃষ্টিতে যৌথ মনন ও অভিনেতার স্বাতন্ত্র্যই ছিল আসল প্রাণ। ক্যামেরার সামনে মানুষের রক্তমাংসের আবেগ, চোখের ভাষা ও শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিকে কোনও কৃত্রিম অ্যালগরিদম প্রতিস্থাপন করতে পারে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সত্যটি উপলব্ধির সময় এসেছে।

(লেখক আইআইটি ভিলাইতে অঙ্কের গবেষক)

আজ

১৯৮০
সংগীতশিল্পী মহম্মদ রফির জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০২২
আজকের দিনে প্রয়াত হন শিল্পী নির্মলা মিশ্র।

আলোচিত

আমার মনে হয়, প্রধানমন্ত্রী মোদির এখন ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে যাওয়া উচিত। ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে তিনি ভালো কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে অন্য কোনও নেতাকে দেশের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া উচিত। সিজেপি আন্দোলন তুলে নেওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্যের সরকার আন্দোলনকারীদের চিহ্নিত করে হয়রানি করছে। সরকার অবিলম্বে এই হয়রানি বন্ধ করুক। না হলে আগামী নির্বাচনে আন্দোলনকারীরাই এর জবাব দেবে।

- অভিজিৎ দীপকে

ভাইরাল/১

জলের নীচে পুশআপ। নজির গড়ে গিনেস বুকে নাম তুললেন ভারতের কামাল কালোই নামে এক ব্যক্তি। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সুইমিং পুলের মধ্যে শারীরিক ভারসাম্য বজায় রেখে এক নিঃশ্বাসে ৮৬টি পুশআপ দিলেন কামাল। তারপর জল থেকে ওঠেন। অভিনন্দনের বন্যা নেটদুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

ভারী বৃষ্টিতে ভাসছে পাকিস্তানের সারগোধা জেলা। চারদিকে জল থইথই। জল ঢুকে পড়েছে একটি বাড়ির ড্রয়িংরুমেও। সেখানে হাবুডুবু খাচ্ছে ঘরের আসবাবপত্র। তারই মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছে দুটি হাঁস। কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের।

জনমন জনমত

মাস্টার প্ল্যান ঠেকাতে পারে বন্যপ্রাণীর উপদ্রব

খাবার ছাড়া কোনও প্রাণী বাঁচতে পারে না। তাই প্রাণী সুরক্ষায় বন দপ্তরের প্রাথমিক উদ্যোগ হওয়া উচিত অরণ্যে বন্যপ্রাণীদের জন্য পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করা। দীর্ঘদিন ধরে নির্বিচারে গাছ কাটা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্সের প্রাচীন নিবিড় অরণ্য আজ প্রায় বৃক্ষহীন খোলা প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। ফলে খাবারের খোঁজে বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে, যার জেরে বিপন্ন হচ্ছে জনজীবন।

বন্যপ্রাণীর উপদ্রব ঠেকাতে সাঁতালির বন্যপ্রাণী আক্রমণ রক্ষা কমিটির তরফে পূর্বতন সরকারের কাছে বারবার আবেদন করা হলেও কোনও সদর্থক সাড়া মেলেনি। মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাতে ঘরবাড়ি ও ফসল নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি যেভাবে উভয়েরই প্রাণহানি বাড়ছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আইটিডিপি এলাকা হিসেবে চিহ্নিত তরাই-ডুয়ার্সে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সমাধানে দ্রুত একটি মাস্টারে প্ল্যান তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। সম্প্রতি বনভূমির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সহানুভূতিশীল বিবৃতি উপদ্রুত এলাকার মানুষের মনে নতুন করে আশা জাগিয়েছে। সময়োচিত পদক্ষেপের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানে তাঁরা এখন সরকারের প্রতি আস্থাশীল।

সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল, কালচিনি।

বিলম্বিত বোধোদয়

অবশেষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে দেশজুড়ে তরুণ প্রজন্মের উত্তাল বিক্ষোভ প্রশমিত হয়েছে। তবে সোনম ওয়াংচুকের অনশন, তরুণদের আপসহীন লড়াই, রক্তক্ষরণ বা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের মতো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির আদৌ কতটা প্রয়োজন ছিল, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে যে তরুণরা আত্মঘাতী হলেন, তাঁরা অনেক স্বপ্ন ও দীর্ঘ পরিশ্রম নিয়ে পরীক্ষাটি দিয়েছিলেন। যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এই তরুণদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল, তার কোনও ক্ষমা নেই। বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবিই ছিল শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। শুরুতেই এই পদক্ষেপ করা হলে হয়তো এত বড় অশান্তি এড়ানো যেত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন দূরদর্শী জননায়ক। তিনি যদি নৈতিক দায়ভার নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে প্রথমেই ইস্তফা দিতে বলতেন, তবে পরিস্থিতি এমন ভয়ংকর রূপ নিত না। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীরা এই অরাজনৈতিক বিষয়টিকে রাজনৈতিক ময়দানে টেনে এনে ফায়দা তুলতে চেয়েছে। ছাত্রসমাজের প্রতি সহানুভূতির মোড়কে তারা নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করেছে। যারা আত্মঘাতী হয়েছে, তাদের আর ফেরানো যাবে না। তবে আগামীদিনে যাতে আর কোনও তরুণকে অকালে হারাতে না হয়, তার জন্য সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় কঠোর সংস্কার জরুরি। আমরা চাই, স্বচ্ছতার অভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে যেন আর কখনও সরকারকে এমন অভিযোগের মুখে পড়তে না হয়।

সঞ্জীব বাগচী
আশ্রমপাড়া, ইসলামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

টিউশন নয়, বিদ্যালয়ই হোক ভরসা

টিউশন নির্ভরতা, শিক্ষকসংকট ও প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জে সরকারি স্কুলের সামনে নতুন প্রশ্ন।

হিমাংশু সেন

প্রতীকী

একসময় বিদ্যালয় ছিল শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। আজ সেই জায়গা দখল করছে টিউশন ও কোচিং। শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষ, পাঠ্যবই ও পরিবেশের সম্মিলিত প্রয়াসেই পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে ওঠে। কিন্তু বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ প্রশ্ন উঠেছে, স্কুলের শিক্ষা কেন যথেষ্ট নয়? ভালো ফল ও পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করতে টিউশন আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ফলে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী টিউশন সংস্কৃতি। শিক্ষার্থীর বড় সময় কাটছে শিক্ষকের কাছে, আর ক্লাসের পড়া বোঝাচ্ছে ব্যক্তিগত টিউশন। এই প্রবণতা শিক্ষার্থীর ওপর চাপ বাড়ানোর পাশাপাশি স্কুলের প্রতি সমাজ ও অভিভাবকের আস্থা দুর্বল করছে। স্কুল কেবল উপস্থিতির স্থান হয়ে উঠছে, আর শিক্ষার কেন্দ্র সরে যাচ্ছে অন্যত্র। তবে এজন্য শুধু শিক্ষার্থী বা অভিভাবককে দায়ী না করে শিক্ষকদেরও আত্মসমীক্ষা করতে হবে। শিক্ষকতার পেশা শুধু চাকরি নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চরিত্র ও মূল্যবোধ গঠনের সামাজিক দায়িত্ব।

সংকট শুধু টিউশন সংস্কৃতিতে সীমাবদ্ধ নয়; স্কুলের শিক্ষার মানও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা আজ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে। একদিকে পৃথিবী যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই, স্মার্ট ক্লাসরুম ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার দিকে এগোচ্ছে, অন্যদিকে বহু সরকারি স্কুল জীর্ণ অবকাঠামো ও চকডাস্টার নির্ভর শ্রেণিকক্ষগুলির সীমাবদ্ধতায় আটকে রয়েছে। আজকের শিক্ষার্থী যখন কয়েক সেকেন্ডে তথ্য বিশ্লেষণ কিংবা ভার্চুয়াল ল্যাবের ব্যবহার শিখছে, তখন আমাদের স্কুলে পর্যাপ্ত কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও আধুনিক ল্যাবরেটরির অভাব স্পষ্ট। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীব্র শিক্ষকসংকট। অস্বাভাবিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত এবং প্রশাসনিক অতিরিক্ত কাজের চাপে শিক্ষকদের পক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত দুর্বলতার দিকে নজর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতা ও অভিভাবকদের অনিশ্চয়তা থেকে জন্ম নেওয়া টিউশন সংস্কৃতি বিদ্যালয় শিক্ষাকে ক্রমশই পরীক্ষামুখী করে তুলছে।

এই পরিস্থিতির আরেকটি উদ্বেগজনক দিক হল স্কুলছুটের বিষয়টি। অর্থনৈতিক সমস্যা, পরিবারের চাপ ও দুর্বল পরিকাঠামোর কারণে অনেক শিক্ষার্থী সরকারি স্কুল ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে সরকারি স্কুলগুলিকে বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে মানের প্রতিযোগিতায় টিকতে হচ্ছে। এই অবস্থার জন্য কেবল শিক্ষক বা স্কুল দায়ী নয়; উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পর্যালোচনা ও কার্যকর ফলোআপের অভাবও সমস্যাকে দীর্ঘায়িত করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর বাস্তবায়ন নিয়েও দীর্ঘদিন মতপার্থক্য ও প্রশাসনিক জটিলতা ছিল, যার প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রের পরিবর্তনের গতিতে পড়েছে। দক্ষতাভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা চালুর জন্য শুধু নীতি নয়, দরকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক তদারকি।

এই সংকটের মাঝে জওহর নবোদয় বিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি দেখিয়েছে যে পরিকল্পিত পরিবেশ, উন্নত পরিকাঠামো, আবাসিক শিক্ষা, মেধাভিত্তিক নির্বাচন এবং নিয়মিত যোগাযোগ দিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে। এটি একমাত্র সমাধান না হলেও সরকারি স্কুলকে কার্যকর করার বাস্তব উদাহরণ। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে তাই বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয়, বরং পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, এআই ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর বাস্তবায়ন এবং সামাজিক আস্থা পুনর্গঠন জরুরি। শিক্ষকদেরও তাঁদের দায়িত্বে আরও আন্তরিক হতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা টিউশনকে নয়, স্কুলকেই প্রধান শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয়।

আজ বাংলার সামনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে যে আমরা পুরোনো টিউশন নির্ভর শিক্ষার গণ্ডিতে আটকে থাকব, নাকি একটি আধুনিক ও মানসম্মত সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলব? টিউশন সংস্কৃতি স্কুলের শিক্ষাকে প্রতিস্থাপন করলে তার দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি সমাজের জন্য শুভ হতে পারে না। তাই অন্ধ অনুকরণ নয়, বিদ্যালয়ের পুনর্জাগরণ আজ একান্ত প্রয়োজন। স্কুলের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষকে সত্যিকারের শিক্ষার কেন্দ্র করে তুললে এবং অভিভাবক ও শিক্ষকরা আস্থার পরিবেশ ফেরাতে পারলে বাংলা তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে। কারণ একটি রাজ্যের ভবিষ্যৎ তার শ্রেণিকক্ষে লেখা হয়। শ্রেণিকক্ষ শক্তিশালী হলে ভবিষ্যৎও শক্তিশালী হবে।

(লেখক জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের (জলপাইগুড়ি) ভাইস প্রিন্সিপাল)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫১১

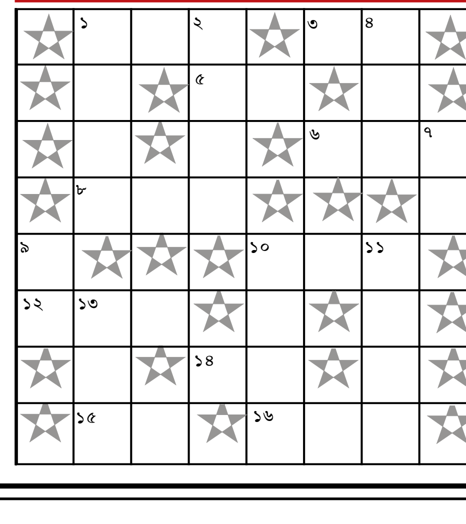

পাশাপাশি : ১। নানারকম, বিবিধ ৩। তুঁতপোকা, রেশমকীট ৫। পথ, উপায়, সাধনার মার্গ ৬। দৈত্যবিশেষ, গাড়ি ৮। নৃত্যজীবী, নট ১০। ভৃত্য, সেবক, মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ১২। গৃহিণী, সংসারের কর্ত্রী, স্ত্রী ১৪। বন্ধু, সুহৃৎ, সহচর ১৫। শক্ত জিনিস ভাঙবার শব্দ ১৬। খাল।

উপর-নীচ : ১। খেলার তাসের রং বা চিহ্নবিশেষ ২। শিবের জটা, কড়ি ৪। ব্যাধ, নক্ষত্র মণ্ডলবিশেষ ৭। ইংরেজি ওজনবিশেষ যা বর্তমানে ভারতে অপ্রচলিত ৯। বাংলা বছরের একটি মাস ১০। টুকরো টুকরো, খণ্ড খণ্ড ১১। মাগুর মাছ-এর আরেক নাম ১৩। নিয়ম, রীতি, আচার বা ধারা।

সমাধান ■ ৪৫১০

পাশাপাশি : ১। জনৈক ৩। বাণেশ্বর ৪। মদত ৫। কেন্দ্রবিন্দু ৭। কশা ১০। নিজ ১২। বালাখানা ১৪। পিতল ১৫। বনিবনা ১৬। কাঙাল।

উপর-নীচ : ১। জনলোক ২। কমলা ৩। বাতকেতু ৬। বিজনি ৮। শামলা ৯। খানাপিনা ১১। জনবল ১৩। পলকা।

আদালতে ঐশীর স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : স্বস্তি পেলেন এসএফআই-র সর্বভারতীয় নেত্রী ঐশী ঘোষ। ২০২১ সালে বঙ্গভবনের বাইরে বিক্ষোভের ঘটনায় জারি হওয়া জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিল করল দিল্লির পাতিয়ালা হাউস আদালত। ১,০০০ টাকার শর্তে ঐশীকে এই পরোয়ানা বাতিল করেন বিচারক। পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত নভেম্বরে। ঐশী বলেন, '২০২১ সাল থেকে এই মামলা চলছে এবং আমার বিরুদ্ধে জারি করা জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আজ বাতিল করা হয়েছে। আমাদের লিগাল টিম এই মামলার ওপর নজর রাখছে।' ঐশীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে যৌথ লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন তিনি। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব বা রাজনৈতিক সমর্থন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন ঐশী। তৃণমূলের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি জানান, যাঁরা ঘনঘন নিজেদের মতাদর্শ বদলান, আরএসএস-বিরোধী লড়াইয়ে তাঁদের কোনও সমর্থনের প্রয়োজন নেই।

দীপকের তোপে মোদি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করলেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। দেশজুড়ে চলা ছাত্র আন্দোলনের আবহে সমাজমাধ্যমে মাঝরাতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বার্তার প্রসঙ্গ টেনে তাঁর কটাক্ষ, 'মোদিজির এবার প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিয়ে পুরোদস্তুর সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে যাওয়া উচিত। যাতে অন্য কোনো নেতা দেশ চালানোর গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারেন।' 'আরশোলাদের মাথা' অভিযোগ করেন, '৩৬ দিনের আন্দোলন প্রত্যাহারের পরও বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যের সরকার আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের খুঁজে বের করে হেনস্তা করছে। এই পড়ুয়ারা কোনও জঙ্গি নয়, দেশের ভবিষ্যৎ।' পড়ুয়াদের হেনস্তা বন্ধ না হলে আগামী নির্বাচনে এর যোগ্য জবাব দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে আরও বড় আকারে আন্দোলন শুরু করে সরকার বদলে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দীপকে।

এবার বিমায় পতঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : বাবা রামদেবের পতঞ্জলি এতদিন ঘি, সাবান, মধুর মতো গৃহস্থালি পণ্য তৈরি করেছে। এবার তাঁর সংস্থা বিমায় পা রাখছে। পতঞ্জলি ইন্স্যুরেন্সের বাজারে ঢুকতে ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকায় ম্যাগমা জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির একটা মোটা অংশীদারিত্ব কিনেছে। বিষয়টিতে অনুমোদন দিয়েছেন ভারতীয় বিমা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আইআরডিএ)। রামদেবের পতঞ্জলির সঙ্গে বিমা ব্যবসায় হাত মিলিয়েছে খাদ্য ও কনফেকশনারি ব্যবসায় বিশেষভাবে পরিচিত ডিএস গ্রুপ। বিমা ব্যবসায় পতঞ্জলির হাতে থাকবে ৭৩. ৫৬ শতাংশ মালিকানা। ২৪.৫ শতাংশ ডিএস গ্রুপের।

ঘরে-বাইরে চাপ, বৈঠকে মোদি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ পরিস্থিতি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরে তিনি মন্ত্রীসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির বৈঠকেও সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে অমিত শা, রাজনাথ সিং, নির্মলা সীতারামন, এস জয়শংকরের মতো শীর্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব পি. কে. মিশ্র, ক্যাবিনেট সচিব, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন এবং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) প্রধান মহেশ দীক্ষিত।

যদিও সরকারিভাবে বৈঠকের পূর্ণাঙ্গ এজেন্ডা প্রকাশ করা হয়নি, রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও আলোচনায় উঠে এসেছে। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলন, জনমতের চাপে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং আন্দোলনকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশ ও র‍্যাফের বলপ্রয়োগের অভিযোগে বিরোধীদের ধারাবাহিক আন্দোলনের আবহে কেন্দ্রের উপর রাজনৈতিক চাপও বেড়েছে। ইতিমধ্যে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি পুলিশি দমনপীড়নের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র ইস্তফার দাবি তুলেছেন। সেজন্য তাঁকে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ পাঠিয়েছেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। একদিকে জেনজি বিক্ষোভ অপরদিকে বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণের কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হবে তা নিয়েই এদিন আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে শুধু দেশের অন্দরের পরিস্থিতি নয়, একটি সূত্রের খবর, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে ভারতের জ্বালানি সরবরাহ, বাণিজ্য, সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণ এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর সম্ভাব্য প্রভাবই ছিল আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়। পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তা, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখা হয়েছে ওই বৈঠকে।

জানা গিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান সংঘাত, বিশেষ করে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে নতুন করে সামরিক উত্তেজনা এবং তার ফলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে অপরিশোধিত তেল ও জ্বালানি পরিবহণে সম্ভাব্য বিঘ্ন নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। আরব বিশ্বের অস্থির পরিস্থিতি ভারতের অপরিশোধিত তেল, বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য, এলপিজি এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানিতে কী প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে জানানো হয়, সম্ভাব্য যে কোনও সংকট মোকাবিলায় কেন্দ্রের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ রয়েছে। সরকারি সূত্র আরও জানিয়েছে, আঞ্চলিক সংঘাত আরও তীব্র হলে বা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে যাতে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানি সরবরাহে কোনও ঘাটতি না হয়, সে জন্য বিকল্প ব্যবস্থা ও জরুরি পরিকল্পনাও পর্যালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতিও বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রতিবেশী নেপালের একাধিক শহরে সাম্প্রদায়িক হিংসা, অগ্নিসংযোগ ও পাথর ছোড়ার ঘটনায় অন্তত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর আঞ্চলিক পরিস্থিতির উপরও নজর রাখছে ভারত সরকার।

সংসদ চত্বরে মুখোমুখি প্রিয়াংকা-কল্যাণ। বৃহস্পতিবার।

প্রিয়াংকা-কল্যাণ 'খুনশুটি'

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : মহিলা সাংসদের বিরুদ্ধে অসংসদীয় আচরণের জন্য পুরো বাদল অধিবেশন সাসপেন্ড সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাতে কেন্দ্রবিরোধী এবং তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-এ যোগ দেওয়া ২০ জন সাংসদের বিরুদ্ধে সুর চড়ানো বন্ধ করতে নারাজ শ্রীরামপুরের সাংসদ। কিন্তু একক প্রতিবাদ দেখাতে গিয়ে বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, পাপ্পু যাদব, কিশোরীলাল শর্মাদের সঙ্গে খুনশুটিতে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। এদিন সংসদ চত্বরে কল্যাণ গলায় একটি বড় পোস্টার পরে এনসিপিআইয়ের ২০ জন সাংসদের বিরুদ্ধে একাই স্লোগান দিচ্ছিলেন।

মকরদ্বার থেকে বেরোনোর সময় তাঁকে দেখে প্রিয়াংকা জানতে চান, কী করছেন। জবাবে কল্যাণ বলেন, 'এই ২০ জন গদ্দার তৃণমূলের টিকিটে জিতে সংসদে মোদিজির সঙ্গে বসে আছেন।' তা শুনে প্রিয়াংকা হাসতে হাসতে বলেন, 'দাদা এঁদের অনেকেই তো কংগ্রেসে ছিলেন। আপনারাই ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এখন আবার অন্যদিকে চলে গিয়েছেন।' পাপ্পু তখন বলেন, 'কিন্তু এঁরা তো কংগ্রেসেই ছিলেন।' তর্ক জুড়ে কল্যাণের জবাব, 'সে তো আমিও ছিলাম। যুব কংগ্রেসের সহসভাপতি ছিলাম।'

কংগ্রেস থেকে মমতার বেরিয়ে আসা প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, 'আপনারাই তো ১৯৯৭ সালে দিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের হাল খারাপ।' এই তর্কাতর্কির মধ্যে প্রিয়াংকা বলেন, 'রাজীব গান্ধি দিদিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।' তা শুনে কল্যাণের মন্তব্য, 'এটা আমি জানি। রাজীবজি খুব ভালোবাসতেন। দিদিকে সম্মানও দিয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, 'কংগ্রেস সিপিএমের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। আমাদের লড়াই তো সিপিএমের বিরুদ্ধে। প্রিয়দা (প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি) এমনকি প্রণবদা (প্রণব মুখোপাধ্যায়) সিপিএমের সঙ্গে এক হয় গিয়েছিলেন।' এরপর আর কথা বাড়াননি প্রিয়াংকা। হাসিমুখে সংসদের দিকে এগিয়ে যান।

বানভাসি ওডিশা। বৃহস্পতিবার আকাশপথে তোলা ছবি।

এনসিপিআই-তে ভাঙনের সুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : সদ্য তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া বিদ্রোহী সাংসদদের মধ্যে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে। আবু তাহের খান, খলিলুর রহমান ও অসিত মালের মতো সংখ্যালঘু সাংসদরা জানিয়েছেন, তাঁরা কোনওভাবেই বিজেপিকে সমর্থন করবেন না।

সংসদে 'বন্দে মাতরম' সম্পর্কিত বিলসহ একাধিক বিষয়ে নীতির সঙ্গে বিরোধ তাঁরা বিজেপির থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন। এর মাঝেই বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনে তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়ের সঙ্গে আবু তাহের খান, খলিলুর রহমান ও অসিত মালকে একান্তে কথা বলতে দেখা যায়। পরে সৌগত রায় জানান, 'ওঁরা আবেদন করলে দল বিবেচনা করবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

> **ওঁরা আবেদন করলে দল বিবেচনা করবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।**
>
> **সৌগত রায়**

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, সংখ্যালঘু প্রধান এলাকার সাংসদ হওয়ায় বিজেপির ঘনিষ্ঠ হওয়ার ছাপ পড়লে তাঁদের ভোটব্যাংকে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। সেই কারণেই হয়তো তাঁরা তৃণমূলে ফেরার পথ খোলা রাখছেন। তবে এনসিপিআই নেতৃত্ব এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন বিদ্রোহীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, 'যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তাঁদের বক্তব্য নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই।'

সম্প্রতি এনডিএ-র বৈঠকে এই তিন মুসলিম সাংসদ অনুপস্থিতি ছিলেন। সৌগত রায় বলেন, 'শুধু এই তিনজন নন, আরও কয়েকজন সাংসদ তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এনসিপিআই হয়ে এনডিএ-র পথে হাঁটা অনেকেই পছন্দ করছেন না। ওঁরা ফিরলে দলত্যাগ-বিরোধী আবেদনের কথা পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে।'

বিজেপির সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এনসিপিআই এনডিএ-তে থাকতে পারে, তবে তারা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে না।' তিনি বলেন, 'এনডিএ-তে এলেই বিজেপির টিকিট পাওয়া যায় না।'

লোকসভাতেও বন্দেমাতরম বিল পাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : রাজ্যসভার পর এবার লোকসভাতেও পাশ হয়ে গেল প্রিভেনশন অব ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬। এর ফলে 'বন্দেমাতরম'-কে অবমাননা করাও 'জনগণমন'-এর মতোই শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতায় আসার পথ প্রশস্ত হল। এদিনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানান, স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রতীক 'বন্দেমাতরম'-এর যে মর্যাদা প্রাপ্য ছিল, তা দীর্ঘ ৭৬ বছর কংগ্রেস সরকার দেয়নি। বিরোধীরা এই বিলের তীব্র সমালোচনা করেছে।

এদিন লোকসভায় নিত্যানন্দ রাই। জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্তকরণ (সংশোধনী) বিলও পেশ করেন। তাতে প্রস্তাব করা হয়েছে, কোনও জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনা এক থেকে দুই বছরের মধ্যে নথিভুক্ত করতে চাইলে জেলা শাসক বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনই যথেষ্ট হবে। কিন্তু দুই বছরের বেশি দেরিতে জন্ম বা মৃত্যুর নথিভুক্তির আবেদন করলে তা আর সহজে সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে প্রথম শ্রেণির বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে হবে এবং কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের পরেই নথিভুক্তির অনুমোদন দেওয়া হবে।

কাঠগড়ায় পাইলট

প্যারিস, ৩০ জুলাই : ফ্রান্সের নৌবাহিনীর যে প্রাক্তন পাইলট সিঁদুর অভিযানে ব্যবহৃত ভারতের রাফালকে খাটো করে চিনের তৈরি যুদ্ধবিমানকে সেরা বলে সরব হয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, সেই পিয়ের-অঁরি শুয়ে এবার আইনের কাঠগড়ায়। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে তাঁকে আটক করে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএসআই। অভিযোগ, তিনি চিনা আধিকারিকদের কাছে ফ্রান্স এবং ন্যাটোর অত্যন্ত সংবেদনশীল সামরিক তথ্য পাচার করেছেন। আটক করে পিয়ের অঁরি শুয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ভারসাম্য রক্ষায় তৎপর বাংলাদেশ

ঢাকা, ৩০ জুলাই : চিন, ভারত বা আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক কোনও 'জিরো-সাম গেম' নয় বলে সাফ জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান। তাঁর কথায়, 'বেজিংয়ের ঘনিষ্ঠ হওয়া মানেই নয়াদিল্লি বা ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হওয়া মোটেই নয়।'

মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের তিনদিনের ঢাকা সফর চলাকালীন খলিলুর আরও বলেন, 'এটা স্ত্রী ও সতিনের লড়াই ভাবলে ভুল। কূটনৈতিক স্বার্থের নিরিখেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং আমরা সেখানেই যাব যেখানে আমাদের জাতীয় স্বার্থ রয়েছে।'

চট্টগ্রামে চিনা অর্থনৈতিক ও শিল্পাঞ্চল নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার আবহে আমেরিকার অস্বস্তি ও ভারতের উদ্বেগ বাড়ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বেজিং সফরের পর গোরের এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

এই আবহে পড়শি দেশের বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, একটি দেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির অর্থ অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে ভাবার কোনও কারণ নেই। তাঁর কথায়, 'কারও ক্ষতি করে আমরা বন্ধুত্ব করব না, বরং নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলাই আমাদের লক্ষ্য।' ইতিপূর্বে তিনি ম্যানিলায় মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও এবং ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সেরেছেন।

> **বেজিংয়ের ঘনিষ্ঠ হওয়া মানেই নয়াদিল্লি বা ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হওয়া মোটেই নয়।**
>
> **খলিলুর রহমান**

গোরের এই সফরের অন্যতম লক্ষ্য হল বাংলাদেশের বর্তমান বিদেশনীতির অগ্রাধিকার এবং আঞ্চলিক কৌশলগত অবস্থান আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা। সেই উদ্দেশ্যে ট্রাম্প সরকারের বিশেষ দূত কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ত্রাণশিবিরও পরিদর্শন করবেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটি তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন আধিকারিকের ঢাকা সফর।

সব মিলিয়ে, বড় শক্তিদের আন্তর্জাতিক টানাপোড়েনের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখাই এখন ঢাকার প্রধান চ্যালেঞ্জ।

গোমূত্র বিতর্কে প্রিয়াংকাকে চিঠি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : আইআইটি মাদ্রাজের অধিকর্তা ভি কামাকোটিকে 'গোমূত্র বিশেষজ্ঞ' বলে কটাক্ষ করায় কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন দেশের ২১৫ জন উপাচার্য ও শিক্ষাবিদ। তাঁদের মতে, এই মন্তব্য বিজ্ঞানমনস্কতার পরিপন্থী।

লোকসভায় পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত বিলের আলোচনায় প্রিয়াংকা নিশানা করেন কামাকোটিকে। এর প্রতিবাদে এক খোলা চিঠিতে শিক্ষাবিদরা লিখেছেন, 'যুক্তি দিয়ে আলোচনার বদলে কোনও পণ্ডিতকে অবমাননাকর তকমা দেওয়া আদতে সেই বিজ্ঞানমনস্কতাকেই খাটো করা, যা আমাদের সংবিধানের মূল কথা।' ভি কামাকোটির শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে চিঠিতে জানানো হয়েছে, তিনি ১৫০টিরও বেশি গবেষণাপত্র লিখেছেন এবং ভারতের প্রথম দেশীয় মাইক্রোপ্রসেসর তৈরির অন্যতম কারিগর।

> **যুক্তি দিয়ে আলোচনার বদলে কোনও পণ্ডিতকে অবমাননাকর তকমা দেওয়া আদতে সেই বিজ্ঞানমনস্কতাকেই খাটো করা, যা আমাদের সংবিধানের মূল কথা।**
>
> **উপাচার্যদের চিঠি**

শিক্ষাবিদদের দাবি, তর্কের খাতিরে কারও যুক্তির সমালোচনা করা গেলেও পাণ্ডিত্যকে এভাবে ছোট করা কাম্য নয়। তাঁদের আশঙ্কা, এমন আক্রমণাত্মক মন্তব্য বিজ্ঞানীদের প্রকাশ্য বিতর্কে যোগদানের আগ্রহ কমিয়ে দেবে।

ভোজশালায় নমাজে সুপ্রিম অনুমতি

ভোপাল, ৩০ জুলাই : মধ্যপ্রদেশের বিতর্কিত ভোজশালা চত্বরের ঠিক পাশেই শুক্রবারের নমাজ পাঠে মুসলিম পক্ষকে সবুজ সংকেত দিল সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি জেভি মোহনার বেঞ্চ মধ্যপ্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, প্রতি শুক্রবার দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত সংলগ্ন দরগা প্রাঙ্গণে (খসরা নম্বর ৫৯৬) নমাজ পাঠের সুবন্দোবস্ত করতে হবে। হাইকোর্ট এই চত্বরটিকে 'সরস্বতী মন্দির' ঘোষণা করে মুসলিমদের প্রার্থনার অধিকার কেড়ে নেওয়ায় শীর্ষ আদালতে আবেদন জমা পড়ে। মুসলিম পক্ষ জানায়, প্রশাসন ১.৩ কিমি দূরে যে জায়গা দিয়েছিল, সেখান থেকে মূল মসজিদ দেখা যায় না। আদালতে সওয়াল করার সময় আইনজীবী হুজেফা আহমাদি বলেন, 'প্রশাসনের চিহ্নিত জায়গাটি প্রার্থনাস্থল থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত।' পালটা আশ্বাসের সুরে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'দূরত্বের এই বিষয়টি আমি ব্যক্তিগতভাবে খতিয়ে দেখব।'

বিক্ষোভে যোগ, পুলিশি কুইজের মুখে দুই পড়ুয়া

পানাজি, ৩০ জুলাই : প্রতিবাদ সভায় যোগ দেওয়ার অপরাধে রীতিমতো পুলিশি কুইজ টাইমের মুখে পড়তে হল গোয়ার দুই তরুণকে। নিট-কাণ্ডের প্রতিবাদে শামিল হয়ে মাপুসার ওই পড়ুয়ারা ভাবতেও পারেননি তাঁদের জন্য সাজানো রয়েছে ২৪০টি প্রশ্নের বাউন্সার।

গত শুক্রবার সিজেপি-র সভায় যোগ দিয়ে একজনের হাতে 'উমর খালিদকে মুক্তি দাও' প্ল্যাকার্ড থাকাটাই কাল হয় তাঁদের। পুলিশি জেরা যেন কোনও কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা! প্রশ্ন ছিল বিচিত্র—পোস্টারের টাকা কে দিল? উমর খালিদের মুক্তি বলতে ঠিক কী বোঝেন? এমনকি 'কতবার স্লোগান দিয়েছেন এবং অন্যেরা তা শুনে চিৎকার করেছে কি না' প্রশ্নও ছিল পুলিশের তালিকায়। এছাড়া কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যাতায়াতের মাধ্যম কী বা কোন টেলিগ্রাম ও সিগন্যাল গ্রুপে তাঁরা রয়েছেন—বাদ যায়নি খুঁটিনাটি কোনও প্রশ্নই। সমাজমাধ্যমে ছবি দেওয়া বা ফোন জমা দেওয়ার মতো অস্বস্তিকর প্রশ্নও ছিল সেই দীর্ঘ তালিকায়।

উত্তর গোয়ার পুলিশ সুপার হরিশ্চন্দ্র মদগইকর সাফ জানিয়েছেন, 'তদন্তে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ চলতেই থাকে।' এদিকে পড়ুয়াদের এমন আচরণে বেজায় চটেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। উমর খালিদের প্রসঙ্গ আসায় তাঁর উষ্মা, নিট-কাণ্ডের প্রতিবাদে আফজল গুরুর ঘনিষ্ঠের নাম আসছে কীভাবে? তাঁর দাবি, শিক্ষার্থীদের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট না হয়। আপাতত ম্যারাথন জেরার পর দুই তরুণকে ছেড়ে দেওয়া হলেও পুলিশের তৈরি এহেন ঢাউস প্রশ্নমালা রীতিমতো ক্ষুব্ধ করে তুলেছে তরুণ পড়ুয়াদের।

স্কুল পড়ুয়াদের পাতে বিরিয়ানির ভাবনা বিজয়ের

চেন্নাই, ৩০ জুলাই : বাংলার স্কুলের শিশু পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলে 'ডিম দেব কি দেব না' নিয়ে নবান্ন যখন তীব্র দোলাচলে ভুগছিল, তখন অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যে রীতিমতো রাজকীয় মেনুর ভাবনা খেলা করছিল তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের মাথায়। বঙ্গে মিড-ডে মিল বিতর্কে দাঁড়ি টেনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শেষমেশ বাচ্চাদের পাতে মুরগির ডিমের জায়গা পাকা করলেও, তামিলনাড়ু এক কদম এগিয়ে সরাসরি চিকেন বিরিয়ানি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

প্রাথমিকের পড়ুয়াদের স্কুল কামাই করার প্রবণতা বড় মাথাব্যথার কারণ কর্তৃপক্ষের। সেটা মাথায় রেখেই বাচ্চাদের শ্রেণিকক্ষে টেনে আনতে এবং তাদের পুষ্টির চরম ঘাটতি মেটাতে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের কাছে সপ্তাহে অন্তত একদিন বিরিয়ানি পরিবেশনের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রাজমোহন। ইতিহাসের পাতায় কামরাজ থেকে করুণানিধি কিংবা জয়ললিতা— সকলেই মিড-ডে মিলের স্বাদ ও পুষ্টি বাড়াতে পাতের চেহারা বদলেছেন অতীতে। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেই রাজমোহনের ঘোষণা, 'কামরাজ মিড-ডে মিল শুরু করেছিলেন, করুণানিধি তাতে ডিম যোগ করেন। আমার ইচ্ছা সপ্তাহে অন্তত একদিন সরকারি স্কুলের শিশুদের চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ানো হোক।'

শুধু বিরিয়ানিই নয়, মেনু বদলের এই হাওয়া লেগেছে খুদেদের প্রাতরাশেও। গমের একঘেয়ে ও বিস্বাদ খাবারের বদলে বর্তমানে বরাদ্দ থাকা ১৫ টাকার মধ্যেই আরও সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর বিকল্প খাবার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। বিজয় সরকার এই প্রস্তাবে চূড়ান্ত সিলমোহর দিলেই তামিলনাড়ুর স্কুলগুলিতে শুরু হবে এক অন্যরকম স্বাদ-বিপ্লব। প্রোটিন আর স্বাদের জম্পেশ মেলবন্ধনে ছোটদের 'স্কুল কামাই' আটকানো যাবে বলেই আশা করছে বিজয় প্রশাসন।

পর্দাজুড়ে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি থেকে লোকসংস্কৃতি

এক পরিবারের চার পুরুষ সদস্য। খুন হলেন একরাতে। বিধবা হলেন তাঁদের চার স্ত্রী। এরপর? বদলা নিতে পারলেন তাঁরা? সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ওয়েব সিরিজ 'ক্যুইন্স' এখন রীতিমতো চর্চায়। সিরিজের পরিচালক জলপাইগুড়ির নির্ঝর মিত্র। একান্ত সাক্ষাৎকারে তমোঘ্ন ব্রহ্ম।

প্রশ্ন: জলপাইগুড়ি থেকে এসে টলিউডের সফল পরিচালক। জার্নিটা কেমন?

নির্ঝর: জলপাইগুড়িতে বেড়ে ওঠা। ফণীন্দ্রদেব ইন্সিটিটিউশন থেকে উচ্চমাধ্যমিক। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সায়ক রায়, নীলাঞ্জন চক্রবর্তী, মৈনাক মজুমদার-- আমাদের একটা শর্ট ফিল্ম বানানোর দল ছিল। কলেজে পড়ার সময় বাড়ি গেলে শর্ট ফিল্ম বানাতাম। গ্র্যাজুয়েশনের পর চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে কোচিংয়ে ভর্তি হই। কিন্তু সেসবে আমার আগ্রহ ছিল না। সেই সময় লিটারারি ফেস্টে আলাপ আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্তর সঙ্গে। এরপর আদিত্যকে অ্যাসিস্ট করা আরম্ভ করি।

প্রশ্ন: আদিত্যর সঙ্গে কতদিন কাজ করলেন? নিজের কাজ কবে শুরু এবং কীভাবে?

নির্ঝর: পুরনো বন্ধুদের নিয়েই আদিত্যর সঙ্গে বছর দুয়েক কাজ করি। নতুন বন্ধুও হল। ২০১৮ নাগাদ 'জোনাকি'র শুট শেষ হওয়ার পর ঠিক করি নিজেরা কিছু করব। তখন বাংলায় 'আড্ডা টাইমস' কাজ শুরু করেছে। কর্ণধার রাজীব মেহেরাকে ফোন করি। ওনাকে গল্প শোনাই, ওনার পছন্দ হয়। কাজ শুরু।

প্রশ্ন: 'দ্য ম্যাশআপ মাঙ্কি' তো প্রথম কাজ?

নির্ঝর: ওটিটি তখন নতুন জিনিস, আমাদের বাজেটও কম। জলপাইগুড়ি গিয়ে সিরিজটা করি। ওটাই আমাদের প্রথম বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ। সেখানে অভিনেতা পাচ্ছিলাম না। তাই বেশিরভাগই নতুন মুখ ছিল। এমনকি আমার বাবা, মাসি সকলেই সেখানে অভিনয় করেন। এর পরের কাজ 'ইন দেয়ার লাইফ', যেখানে শাওন চক্রবর্তী আর শ্রেয়া ভট্টাচার্য প্রথম কাজ করে। সব্যসাচী চক্রবর্তী, মিঠু চক্রবর্তীও ছিলেন।

প্রশ্ন: তখন তো বিজ্ঞাপনের কাজও করছেন। সেখান থেকে 'শিকারপুর' কীভাবে?

নির্ঝর: আদিত্যকে বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে অ্যাসিস্ট করেছিলাম। বছর তিনেক বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের কাজ করার সময়ই জি ফাইভের সঙ্গে যোগাযোগ। ওদেরকে 'শিকারপুর'-এর গল্প শোনাই। কোভিডের জন্য কাজে দেরি হয় কিন্তু 'শিকারপুর' বেশ জনপ্রিয় হয়। এরপর 'হইচই'-এর সঙ্গে 'ডাইনি'। তারপর 'বীরাঙ্গনা'। এর পরেই শুভশ্রী, আবির, অনির্বাণদের নিয়ে তৈরি চোর পুলিশ ডাকাতবাবু-র ঘোষণা হয়। দুর্ভাগ্যবশত ছবিটা পিছিয়ে যায়। তবে খুব শিগগিরই সেটা মুক্তি পেতে চলেছে। সম্প্রতি 'ক্যুইনস' মুক্তি পেল। এরপর 'বীরাঙ্গনা ২' আসবে। তবে আমি যা করেছি, তার পেছনে আমার টিমের ভূমিকা প্রচুর। যখন আমি শুরু করি, তখন থেকে ওরা আমার সঙ্গে। প্রত্যেকে জলপাইগুড়ি থেকেই এসেছে। এমনকি 'ক্যুইনস'-এও প্রত্যেকে আছে। যেমন আমি পরিচালনা করেছি, লিখেছি। আমার সঙ্গে লেখে সায়ক, নীলাঞ্জন। ওরাই আমার কো-প্রোডিউসার। আমাদের নিজেদের কোম্পানি 'নো কান্ট্রি ফিল্মস'-এ আমরা তিনজনই ফাউন্ডার এবং কো-ফাউন্ডার। তুষার সরকার ভিএফএক্স, শালিনী মিত্র প্রোডাকশন ডিজাইনার, মৈনাক মজুমদার মিউজিক করেছে, অদ্রিজা ভৌমিক কস্টিউম ডিজাইনার। আসলে আমরা এখানে যে বাজেটে, যে সময়ে, যে কাজটা করি- সেখানে টিম ভালো না হলে মনমতো কাজ হওয়া মুশকিল।

প্রশ্ন: বিভিন্ন ভাষায় আমরা প্রচুর রিভেঞ্জ ড্রামা দেখেছি। কিন্তু 'ক্যুইনস' সেখানে গল্পের দিক দিয়ে অনেকটাই আলাদা। এইরকম আইডিয়া হঠাৎ মাথায় এল কীভাবে?

নির্ঝর: প্রাথমিক আইডিয়াটা 'শিকারপুর' হওয়ার পর পরই আমাদের মাথায় এসেছিল। ছোটবেলা থেকে আমরা সবাই 'গ্যাংস্টার' সিনেমার ভক্ত, বিশেষত রামগোপাল ভার্মার। 'ক্যুইন্স'-এর মেকিংয়ে, মিউজিকে, সংলাপে তাঁর কাজকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে 'গডফাদার', 'সরকার' যেখানে শেষ হচ্ছে, 'ক্যুইনস'-এর গল্প সেখানেই শুরু। এবার এখান থেকেই ধাপে ধাপে পুরো গল্প এগিয়েছে।

প্রশ্ন: 'ডাইনি'র পর মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে দ্বিতীয় কাজ, অভিজ্ঞতা কেমন?

নির্ঝর: 'ক্যুইন্স' নিয়ে মিমির সঙ্গে আমার 'ডাইনি'র আগে কথা হয়েছিল। তখন 'ক্যুইন্স' হওয়ার কথা ছিল 'ডাইনি'র আগে। 'ক্যুইন্স' মিমিকে ভেবেই লিখেছিলাম। তখনই মিমির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তারপর ঘটনাচক্রে 'ডাইনি' আগে হয়, সেখানেও আমি মিমিকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে পারিনি।

প্রশ্ন: আপনার প্রতিটি কাজেই গল্প, লোকেশন, অভিনেতা সব দিকে উত্তরবঙ্গের প্রাধান্য। উত্তরবঙ্গ কানেকশন মাথায় রেখেই কি কাস্টিং করেন নাকি চরিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী?

নির্ঝর: 'ইন দেয়ার লাইভস' করার সময় শাওন যে কোচবিহারের ছেলে, সেটা আমি জানতাম না। ওর সঙ্গে আমার ফেসবুকে আলাপ। পরিচয়ের পর জানতে পারি, ও উত্তরবঙ্গের। মিমির ছোটবেলা জলপাইগুড়িতে, তারপর বহু বছর ও বাইরে। দুর্বারদাকে ছোট থেকে চিনি, জলপাইগুড়ি থাকতে আমরা একসঙ্গে ক্রিকেট খেলতাম। 'ক্যুইন্স'-এর ক্ষেত্রে ওকে চাওয়ার কারণ হচ্ছে ভাষা। উত্তরবঙ্গের যে ডায়লেক্টটা আমি চাইছিলাম, সেটার জন্য ওকে প্রয়োজন ছিল। চরিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ীই সবসময় কাস্টিং করি। কাকতালীয়ভাবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই উত্তরবঙ্গের হয়ে গিয়েছেন।

প্রশ্ন: স্বরূপ বিশ্বাসের কারণে 'ক্যুইন্স' শ্যুট করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন। ঠিক কী ঘটেছিল? রাজ্যে পালাবদলের পর ইন্ডাস্ট্রিতে পরিবর্তন আসবে বলে মনে করছেন?

নির্ঝর: 'ক্যুইন্স' করার সময় আমাদের বলে দেওয়া হত, ১৪ ঘন্টা শ্যুট করা যাবে, অনেকটা পরীক্ষার মতো। এমনও ঘটেছে কেউ কেউ আমি প্যাকআপ বলার আগেই সেট ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। একদিন স্বরূপ বিশ্বাসের আপ্তসহায়কের মৌখিক অনুমতির ভিত্তিতে কিছুটা অতিরিক্ত শ্যুট করি। দ্বিতীয় দিন ম্যানেজার এসে জানান, রাতের পারমিশন পাওয়া যাবে না। ফোন করতেই উনি বলেন, আগের দিন অতিরিক্ত সময় শ্যুট করার শাস্তি হিসেবে আজকের সময় কাটা যাবে! এছাড়াও অনির্বাণকে ব্যান করে দেওয়াতে আমার প্রথম সিনেমা আটকে যায়। পোস্টার পর্যন্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। তখন রাজনীতির প্রভাব এতটাই ছিল যে, কেউই মন খুলে কথা বলতে পারতেন না। এখন আমার মনে হয়, পরিস্থিতি অনেক ভালো। প্রশ্ন: এরপর? নির্ঝর: বীরাঙ্গনা ২, তারপর সিরিজ একটু বন্ধ করব। কারণ সাতটা সিরিজ হয়ে গেল। কিছু সিনেমার কথা চলছে, তাতেই মন দেব। তিনটে আলাদা বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবনাচিন্তা রয়েছে।

প্রেম, পরিবার নিয়ে বিধ্বস্ত সোহম

শোলাঙ্কি রয়ের সঙ্গে প্রেম কি ভেঙে গেল সোহম মজুমদারের? অভিনেত্রীর পোস্ট তেমনই বলছে। তিনি পোস্ট করেছেন, সবাই জানতে চায় তুমি কেন সিঙ্গল? উত্তরে বলি, আমি বোধহয় বেশি শিক্ষিত।

এরপরই জল্পনা শুরু। সোহম এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি পরিবার ও নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যায় আছেন। যার সূত্রপাত তাঁর দাদু মানে মায়ের বাবার মৃত্যু দিয়ে। তিনি নিজেই পোস্ট করেছেন, 'দাদুর চলে যাওয়া যে কতবড় শূন্যস্থান তৈরি করছে, তা বলে বোঝানোর মতো নয়। এরপর শুরু হল ঠাকুমার লড়াই, সপ্তাহে দুবার ডায়ালিসিস চলছে।'

মর্মান্তিক আরও এক ঘটনা, তাঁদের দীর্ঘদিনের রাঁধুনি মৌসুমীদির চলে যাওয়া। সোহমকে বড় হতে দেখেছেন তিনি। তার ওপর প্রায় এক মাস হল, তাঁর নিজের অপারেশন হয়েছে। এখন সুস্থ হয়েছেন অনেকটা। আর এসব কিছুর জন্য তাঁর মা ও পরিবারের অন্যদের ওপর প্রবল চাপ পড়েছে।

প্রসঙ্গত, শোলাঙ্কি আগে বিয়ে করেছিলেন নিউজিল্যান্ডবাসী শাক্য বসুকে। বিচ্ছেদের পর সোহমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা শোনা যাচ্ছিল। এমন কথাও হচ্ছিল, সোহমের সঙ্গে প্রেমের জন্যই শোলাঙ্কির আগের বিয়ে ভাঙে। তবে এখন যা ইঙ্গিত, অভিনেত্রী সোহমের সঙ্গে সম্পর্কের কথাতেও ইতি টেনেছেন।

একনজরে সেরা ৫

ভূমির শিবপুজো

বিদেশি পোশাক আর কালো রোদচশমা পরে মহাদেবের মাথায় জল ঢালছেন ভূমি পেডনেকর এবং তার ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, প্রতিবার মহাদেবের কাছে আমি একটা জিনিসই চাই, যাতে মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে জীবনের বাকি পথটা চলতে পারি। এই পোশাকে তাঁকে পুজো করতে দেখে নেটমহলে হেনস্থা শুরু হয়েছে।

গৌতমীর ক্ষমা

লক আপ ২-তে রাম কাপুর শিল্পা শিন্ডেকে চুম্বন করছেন-- এতে বিতর্ক শুরু হয়। শো-এর সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার সময় রামের স্ত্রী গৌতমী হাতজোড় করে বলেছেন, যদি রাম আপনাকে অনুচিত ভঙ্গীতে স্পর্শ করে থাকে, আমি ক্ষমা চাইছি। তাঁর কথায় রাম টেডি বিয়ারের মতো, খুব সরল।

লন্ডনে আরিয়ান

আরিয়ান খানকে লন্ডনে এক ক্যাসিনোর বাইরে দেখা গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে আছেন ভিনি তাকইর। তিনি একজন পেশাদার শিল্পী। দুজনের পোশাকই কালো। তাঁদের একসঙ্গে দেখেই জল্পনা শুরু—তাহলে শাহরুখ-তনয় কি ডেটিং করছেন? ভিনি একটি পোস্ট করে লিখেছেন, লন্ডন, আই লাভ ইউ। তিনি আরিয়ানের কোনও উল্লেখ করেননি। আরিয়ানও কোনও কথা বলেননি।

নাটক থেকে

ব্রাত্য বসুর জনপ্রিয় নাটক উইঙ্কল টুইঙ্কল নিয়ে ছবি করেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। এসেছে ছবির টিজার। বাবা ও ছেলের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে গল্প। বাবা সব্যসাচী, ঋত্বিক চক্রবর্তী ও ছেলে ইন্দ্র, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। সব্যসাচী রাজনৈতিক কর্মী, জেল থেকে ফিরে দেখেন চারপাশ বদলে গিয়েছে। ছেলেই তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে আছে। মুক্তি ৪ সেপ্টেম্বর।

কেন বিচ্ছেদ

অভিষেক বচ্চন ও করিশমা কাপুরের বিচ্ছেদের কারণ নায়িকার মা, দাবি ববিতার। সে সময় করিশমা অভিষেকের থেকে বড় স্টার ছিলেন। ববিতা দুজনের বাগদানের পর বলেন, অভিষেক যদি একটা বড় অংকের টাকা তাঁর মেয়ের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেয়, তবেই এ বিয়ে হবে। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। তা মানেনি বচ্চন পরিবার।

রাহুলের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে প্রশ্নে জিতু

গত ২৯ মার্চ তালসারিতে ভোলেবাবা পার করেগার শুটিং করতে গিয়ে তালসারিতে সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হয় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রযোজনা সংস্থার তরফে কোনও দায়িত্ব নেওয়া হয়নি। প্রাথমিক রিপোর্টে অনেক তথ্য উঠে এসেছিল। তারপর চার মাস কেটে গিয়েছে, তদন্ত এগোয়নি। সেই ঘটনাকে মনে করিয়ে শ্লেষাত্মক পোস্ট শেয়ার করেছেন অভিনেতা জিতু কমল। তিনি লিখেছেন, 'কোথায় সেই তদন্ত চাওয়া মুখগুলো? কীভাবে চলে গেল একটি প্রাণ, সে প্রশ্নের উত্তর আজও অমীমাংসিত। আমরা শুধু মানুষে মানুষে বিভক্ত হলাম।' অনেকেই সেদিন রাহুলের মৃত্যুতে চোখের জলে নাকের জলে হয়েছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য করে জিতু লিখেছেন, 'বাবা গো মা গো পিসি গো এইসব আবেগের আড়ালে কোথাও যেন অর্থের লোভ আর আত্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষাই বড় হয়ে গেল। রাহুলের মৃত্যুর তদন্ত সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বাস্তবে তা এখনও হয়ে ওঠেনি। জিতু ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, জাস্টিস ফর রাহুল বলে প্রতিবাদ করেন। তার জন্য তাঁকে অনেক হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছিল। ফের তিনিই রাহুলের মৃত্যুর তদন্তের দাবি তুললেন।

পরশুরাম হতে ২৫ কিলো ওজন বাড়াচ্ছেন ভিকি

ছাওয়া ছবির পর এবার চিরঞ্জীবি পরশুরাম—ভিকি কৌশল আবার এক বিশেষ চরিত্রে। চরিত্রের জন্য বিশেষ রকমের শারীরিক পরিবর্তন দরকার এবং তার প্রস্তুতি শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাস থেকে। জিম ট্রেনার তেজাস লালওনির ভিকির চেহারা বদলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ছাওয়া ছবিতে। এবার তিন মাসের মধ্যে ভিকিকে পরশুরামের চেহারায় নিয়ে যেতে হবে তঁকে। এর জন্য ২৫ কিলো ওজন বাড়াতে হবে পর্দায় এই মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা হয়ে উঠতে। ছাওয়ার থেকেও কাজটা কঠিন। সেখানে তাঁর ওজন ৮০ কিলো থেকে ১০৫ কিলো হয়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে পরশুরামকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়ছে তার জন্য ভিকিকে আরও মেদবহুল হতে হবে, ছাতি চওড়া হবে, মাসলস শক্তিশালী করতে হবে। বহু দৃশ্যে তাঁকে পরশুরামের বিখ্যাত কুঠার ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং শক্তিশালী তো হতেই হবে। এক্সারসাইজের সঙ্গে অলকেশ শারোত্রির নিউট্রিশন প্ল্যানেও চলবেন ভিকি। শরীরচর্চা, প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার, প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা ঘুম—এভাবেই চলত হবে ভিকিকে। তারপর শুরু হবে শুটিং।

রাজেশের আশীর্বাদ ভূতুড়ে নয়

বম্বে হাইকোর্ট জানিয়েছে, রাজেশ খান্নার বাংলো আশীর্বাদকে কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায়, পোর্টালে, সংবাদমাধ্যমে প্রমাণ ছাড়া ভুতুড়ে বলা যাবে না। হাজার আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েও এই বাংলোকে ভারতের প্রথম সুপারস্টার রাজেশ খান্না বিক্রি করতে চাননি। তাঁর মৃত্যুর পরই বাংলোকে ভুতুড়ে বলা শুরু হয়। মুম্বাইয়ের ব্যবসায়ী শশি শেট্টি বাংলোটি ৯০ কোটি টাকাতে কিনে নেন। নাম অপরিবর্তীত রেখে বাংলো ভেঙে নিজেদের বাসের উপযোগী করেন। কিন্তু বিভিন্ন পোর্টালি, সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতের বিপজ্জনক ভুতুড়ে বাড়ির তালিকা বানিয়ে তার মধ্যে আশীর্বাদকে ভুতুড়ে ও প্রেতাত্মার বাসস্থান বলে দাবি করে লেখালিখি চলছে। ফলে শশি আদালতের দ্বারস্থ হন। এই মামলার পর্যবেক্ষণ করে আদালত জানায়, কোনও প্রমাণ ছাড়াই এমন খবর প্রকাশ করা মানহানিকর। এমন খবর নাগরিকের স্বাধীন ও সম্মানজনক জীবনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। কোনও সংবাদমাধ্যম তাদের দাবির স্বপক্ষে দাঁড়াতে পারেনি। আদালত ২৮ অগাস্ট পর্যন্ত এই নির্দেশ

রিং রোডে ঘিরবে শিলিগুড়ি!

দার্জিলিং মোড়ে অনন্তকাল সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা হোক বা সেবক রোডের দমবন্ধ করা যানজট- শিলিগুড়িবাসীর কাছে এ যেন এক দৈনন্দিন অভিশাপ। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, সিকিম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের গেটওয়ে হওয়ায়, এই শহরের বুক চিরে প্রতিদিন হাজার হাজার ভারী ট্রাক ও পর্যটকদের গাড়ি যাতায়াত করে। এই আঞ্চলিক ট্রাফিককে শহরের নিজস্ব ট্রাফিক থেকে আলাদা করতে সম্প্রতি সরকার শিলিগুড়ির জন্য ১৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ অরবিটাল হাইওয়ে বা 'রিং রোড' প্রকল্পের ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের হাইপ্রায়োরিটি বা অতিগুরুত্বপূর্ণ অংশের (প্রায় ৮৫ কিমি) জন্য এনওসি মিলেছে, যার কাজ দ্রুতগতিতে এগোবে।

অপরিসর রাস্তা আর ঘিঞ্জি বসতির এই শহরে রিং রোডের রুটম্যাপ ঠিক কেমন হওয়া উচিত? বিশিষ্ট ট্রাফিক বিশেষজ্ঞ, নগর পরিকল্পনাবিদদের সঙ্গে আলোচনা করে শিলিগুড়ির জন্য একটি আদর্শ রিং রোডের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রুট বিন্যাস

পশ্চিমের বৃত্ত (এক্সপ্রেসওয়ে ফিডার)

ঘোষপুকুর (NH-27) থেকে শুরু হয়ে বাগডোগরা পেরিয়ে পানিট্যাঙ্কি (নেপাল সীমান্ত) পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এই অংশ। এটি রিং রোডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, কারণ এটি গোরক্ষপুর-শিলিগুড়ি এক্সপ্রেসওয়ের শেষ প্রান্ত হিসেবে কাজ করবে। এই রুটটি যানজটপূর্ণ ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ককে পুরোপুরি এড়িয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরের পশ্চিম দিকের চা বাগানের মধ্যে দিয়ে যাবে। এর ফলে নেপালগামী পণ্যবাহী লরিগুলো শিলিগুড়িতে না ঢুকেই সরাসরি পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে পৌঁছে যাবে।

উত্তরের বৃত্ত (পাহাড়ের প্রবেশদ্বার)

পানিট্যাঙ্কি থেকে শিবমন্দিরের বাইরের দিক হয়ে শালুগাড়া এবং সেবক পর্যন্ত এই রুট টানা হবে। এর মূল কাজ হবে দার্জিলিং এবং সিকিমগামী পর্যটকদের গাড়িগুলি শহরের বাইরে আটকে দেওয়া। মহানন্দা অভয়ারণ্যের উত্তর প্রান্ত ঘেঁষে, শহরের উজানে নদী পার হয়ে এটি শালুগাড়া বা সেবকের কাছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে মিলবে। এর ফলে সিকিমগামী ট্রাকগুলো কোনওভাবেই সেবক রোডে (কসমস মল চত্বরে) ঢোকার সুযোগ পাবে না।

পূর্ব ও দক্ষিণের বৃত্ত (ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাইপাস)

সেবক থেকে গজলডোবা, ফুলবাড়ি হয়ে ফের ঘোষপুকুর। এই অংশটি ডুয়ার্স এবং বাংলাদেশ সীমান্তকে (ফুলবাড়ি) সরাসরি জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত করবে। জমি অধিগ্রহণের ঝক্কি এড়াতে তিস্তা ক্যানাল রোডের বর্তমান কাঠামো ব্যবহার করা যেতে পারে। ফুলবাড়িতে এশিয়ান হাইওয়ে ২-কে ছুঁয়ে এটি ঘোষপুকুরে ফিরে বৃত্তটি সম্পূর্ণ করবে। ভারী লজিস্টিক হাবগুলো এই অঞ্চলে থাকায়, ১৮ চাকার দৈত্যাকার লরিগুলো আর বর্ধমান রোডের যানজট বাড়াবে না।

শহরের শ্বাসরোধকারী কেন্দ্রগুলোর স্থানান্তর

শহরকে আরও খোলামেলা করতে বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব, শহরের ভেতরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোকে রিং রোডের দিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

রেগুলেটেড মার্কেট : চম্পাসারির কাছে বর্তমানে যানজটের অন্যতম কারণ রেগুলেটেড মার্কেট। এই পুরো পাইকারি বাজারটিকে রিং রোডের ফুলবাড়ি আর্কে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পরিবহণনগর : শহরের ভেতরে যত্রতত্র ট্রাকের পার্কিং রুখতে ঘোষপুকুর ও শালুগাড়ার বাইরের দিকে দুটি নতুন, অত্যাধুনিক ট্রাক টার্মিনাল বা ট্রান্সপোর্ট নগর তৈরি করা জরুরি।

প্রাতিষ্ঠানিক জোন : ছাত্রছাত্রীদের ভিড় শহরের কেন্দ্র থেকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে শিবমন্দির-বাগডোগরা আউটার স্ট্রেচে নতুন মেডিকেল বা টেকনিকাল ক্যাম্পাস গড়া দরকার।

যুগান্তকারী সমন্বয়

ট্রাফিক বিশেষজ্ঞদের মতে, শিলিগুড়িতে প্রস্তাবিত মেট্রো তখনই সফল হবে যখন রিং রোড একটি 'ছাঁকনি' বা ফিল্টার হিসেবে কাজ করবে। এই দুই ব্যবস্থার নিখুঁত মিলনের জন্য তিনটি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

ওয়েস্টার্ন হাব (বাগডোগরা) : উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে আসা প্রাইভেট গাড়িগুলো এখানে পার্ক করা হবে। যাত্রীরা এখান থেকে এয়ারপোর্ট মেট্রো লাইনে উঠে সরাসরি শহরের কেন্দ্রে পৌঁছাবেন।

নর্দার্ন হাব (শালুগাড়া) : সিকিম, কালিম্পং বা ডুয়ার্স থেকে আসা পর্যটকদের এসইউভি বা ট্যাক্সির যাত্রা এখানেই শেষ হবে। ট্যুর অপারেটররা এখানে গাড়ি রেখে পর্যটকদের সেবক রোড মেট্রো ধরিয়ে শহরের হোটেলে নিয়ে যাবেন। এটি একটি আদর্শ 'পার্ক অ্যান্ড রাইড' স্টেশন হিসেবে কাজ করবে।

সাদার্ন হাব (ফুলবাড়ি/এনজেপি) : বাংলাদেশ বা অসম থেকে আসা ভারী কার্গো সরাসরি রিং রোডে ডাইভার্ট হয়ে যাবে। অন্যদিকে, সাধারণ যাত্রীরা প্রতিদিনের কাজের জন্য এনজেপি স্পার লাইন ধরে শহরে যাতায়াত করবেন।

পুরো পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য অত্যন্ত সহজ ও পরিষ্কার। ভারী যান, ট্রাক, দূরপাল্লার বাস এবং হাইওয়ে ট্রাভেলাররা রিং রোড ধরে শহরের বাইরে দিয়ে ঘুরবে (অরবিটিং)। আর হালকা যান, অফিসযাত্রী, পড়ুয়া ও শহরের সাধারণ মানুষেরা ভেতরের মেট্রো সিস্টেমে যাতায়াত করবেন। এই দুই সম্পূর্ণ আলাদা দুনিয়া শুধু মিশবে তিনটি নির্দিষ্ট হ্যান্ডশেক হাবে (বাগডোগরা, শালুগাড়া, ফুলবাড়ি)। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রযুক্তিগত ব্লু-প্রিন্ট নিখুঁতভাবে মেনে চললে, শিলিগুড়ি খুব দ্রুত দেশের অন্যতম আধুনিক ও যানজটমুক্ত শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

আজ শহরে

■ শিলিগুড়ির বাচিক চর্চাকেন্দ্র কথা ও কবিতা-র পথ চলার ১৮ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দীনবন্ধু মঞ্চে বাচিক উৎসবের শেষ দিনে সকাল ১০টায় রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে প্রমিত উচ্চারণ ও শ্রুতিনাটক নিয়ে কর্মশালা এবং সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় দীনবন্ধু মঞ্চে ছয়টি নানা স্বাদের শ্রুতিনাটক।

ঢাকেশ্বরী মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল বুথের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : ইস্টার্ন বাইপাসের ঢাকেশ্বরী মোড়ে বৃহস্পতিবার ট্রাফিক সিগন্যাল বুথের উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ, ট্রাফিক এডিসিপি পূর্ণিমা শেরপা, আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ডের এসআই তনয়কুমার সরকার প্রমুখ।

পর্যাপ্ত ট্রাফিক ব্যবস্থা না থাকায় ইস্টার্ন বাইপাসে মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এনিয়ে স্থানীয়দের তরফে কয়েকবার প্রতিবাদ আন্দোলনও করা হয়েছে। এই ট্রাফিক বুথ চালু হওয়ার ফলে দুর্ঘটনার পরিমাণ কমবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

বাইপাসের রাস্তায় দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে এই উদ্যোগ বলে ট্রাফিক বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে। ট্রাফিক সিগন্যালের পাশাপাশি এদিন দুটি সিসি ক্যামেরাও বসানো হয় রাস্তায়।

পিছোল কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : পয়লা নয় ২ অগাস্ট পুরনিগমে আসবেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বৃহস্পতিবার বিষয়টি জানানো হয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পুরনিগমের বিভিন্ন অংশে রং করার কাজও শুরু হয়েছে। পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই বললেন, '২ অগাস্ট মন্ত্রী পুরনিগমে আসবেন। মুখোমুখি কর্মসূচির পাশাপাশি একাধিক পুরসভার কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে পর্যালোচনা বৈঠকও করবেন।'

রবিবার মন্ত্রী পুরনিগমে পৌঁছে প্রথমেই 'মুখোমুখি' কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। সকাল ১১টা থেকে শুরু হওয়া ওই কর্মসূচিতে ফোনের মাধ্যমে পুর পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে আমজনতার কথা শুনবেন মন্ত্রী। পরবর্তীতে পুরনিগমের সেমিনার হলে পর্যায়ক্রমে শিলিগুড়ি পুরনিগম সহ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার পুরসভাগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে পর্যালোচনা বৈঠক করার কথা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান সচিব সহ সাংসদ ও বিধায়করা উপস্থিত থাকবেন বলে খবর।

বৃহস্পতিবার সেবক রোডে অ্যাপল অনুমোদিত দ্বিতীয় স্টোরের উদ্বোধন।

নয়া আইডেস্টিনি

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : সিটি সেন্টারের পর এবার শিলিগুড়িতে নিজেদের দ্বিতীয় স্টোর চালু করল অ্যাপল অনুমোদিত 'আইডেস্টিনি'। বৃহস্পতিবার সেবক রোডে সাড়ম্বরে নতুন স্টোরটির উদ্বোধন হয়।

আইডেস্টিনি'র নতুন স্টোর থাকছে আকর্ষণীয় উদ্বোধনী অফার। আইফোন১৭ কিনলে পাওয়া যাবে ৩ হাজার টাকার ছাড় এবং বিনামূল্যে একটি ব্লুটুথ স্পিকার পেয়ে যাবেন গ্রাহকরা। ২ অগাস্ট পর্যন্ত এই অফার বহাল থাকবে। এছাড়া সহজ কিস্তি, পুরোনো ডিভাইস এক্সচেঞ্জের মতো সুবিধার পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্যও নানা অফারের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

আইডেস্টিনি'র মার্কেটিং হেড যশ আগরওয়াল বলেন, 'এই প্রিমিয়াম স্টোরে আইফোন, ম্যাকবুক, আইপ্যাড, অ্যাপল ওয়াচ সহ অ্যাপল অনুমোদিত নানা আনুষঙ্গিক সামগ্রী রয়েছে। গ্রাহকরা সরাসরি ডিভাইস ব্যবহার করে দেখার সুযোগ পাবেন। গ্রাহকরা এখানে প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা নিখুঁত পরামর্শ ও ডিভাইস সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যার সমাধান পাবেন।'

টুকরো খবর

রেলের জমিতে পুনর্বাসন দাবি

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : এনজেপি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত রেলপথে ডাবল লাইনের অনুমোদন হতেই রেলের জমি পুনরুদ্ধার শুরু হয়েছে। রেলপথের দু'ধারে গড়ে ওঠা বাড়ি ও দোকানে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। শুরু হয়েছে শুনানি। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বাসিন্দাদের নিয়ে পুনর্বাসনের দাবিতে সিপিএমের শিলিগুড়ি ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে মিছিল করা হয়। পরে রেলের সিনিয়ার বিভাগীয় বাস্তুকার (ওয়ার্কস) কার্যালয়ে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। সিপিএমের জেলা কমিটির সম্পাদক সমন পাঠক, ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার, জীবেশ সরকার উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাগ পেলেন দম্পতি

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : ট্যুরিস্ট হেল্পলাইনে ফোন করে হারিয়ে যাওয়া ল্যাপটপ সহ ব্যাগ ফিরে পেলেন দম্পতি। কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকা সায়ন্তন পাল, তাঁর স্ত্রী অনিন্দিতা বর্মনকে নিয়ে আলিপুরদুয়ারে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় ঘটে বিপত্তি। বাসে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ফেরার সময় লাগেজ রাখার জায়গায় ল্যাপটপ ব্যাগ রাখেন দম্পত্তি। তবে, নামার সময় ব্যাগ নিতে ভুলে যান তাঁরা। পরে বিমানবন্দরে পৌঁছে খেয়াল হতেই দম্পতি ট্যুরিস্ট হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানান। এরপর পুলিশ ওই বাসটি চিহ্নিত করে ল্যাপটপ ব্যাগ উদ্ধার করে। এদিন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ খোদ পরিবারের হাতে ওই ল্যাপটপ ব্যাগ তুলে দেন।

ফের শহরে আয়কর হানা

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : মঙ্গলবার শিলিগুড়ির তিনটি নার্সিংহোমে আয়কর দপ্তর হানা দেয়। বৃহস্পতিবার ওই তিনটি নার্সিংহোমের মধ্যে দুটি নার্সিংহোমের মালিকপক্ষের আবাসস্থলে এবার হানা দেন আয়কর আধিকারিকরা। মাটিগাড়া এলাকায় পৃথক দুটি আবাসস্থলে অভিযান চলে। তবে অভিযানের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

প্রতিবাদে পথে

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : যন্তরমন্তরে ছাত্র আন্দোলনে রাষ্ট্রবিরোধী গতিবিধি লক্ষ করা গিয়েছে বলে অভিযোগ তুলে উত্তরবঙ্গ হিন্দু জাগরণের সদস্যরা শিলিগুড়ির রাজপথে নামলেন। বৃহস্পতিবার বিকালে বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকা থেকে এক মিছিল শুরু হয়। পরে তা এয়ার ভিউ মোড়ে শেষ হয়। মিছিলে উপস্থিত নেতারা জানিয়েছেন, ছাত্র আন্দোলনের নামে দেশে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা চলছে। তার প্রতিবাদেই পথে নামা।

মদ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : ঢুকুরিয়ার একটি বাড়িতে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ বাজেয়াপ্ত করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে সাদা পোশাকের পুলিশ অভিযান চালায়। যদিও ঘটনায় ওই বাড়ির মালিক পালিয়ে যান। বাড়ি মালিকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

ফিল্ম ফেস্টিভালে জীবনের জয়গান

সোয়েব আজম

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : শহরের দীনবন্ধু মঞ্চে স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভাল শুরু হয়েছে। ইরান, বুলগেরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ দেশ-বিদেশের নানা স্বাদের গল্প নিয়ে আয়োজকরা হাজির। বৃহস্পতিবার শুরুতে ছিল দেবাশিস সেনশর্মার ছবি 'বাইসাইকেল কিক'। কলকাতা শহর এবং লাগোয়া গ্রামের পটভূমিতে তৈরি ছবিতে প্রতিভাবান ফুটবলার রুবায়েতের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। ছবির নির্মাতারা ফুটবল খেলার সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেখানে এক চরিত্রের মনোলগ ভেসে আসে, 'হাড্ডাহাড্ডি লড়াই জীবনের সঙ্গে। আমরা ভাবি পৃথিবী আমাদের পায়ের তলায়, যা চাইব তাই পাব। এরপরই অসময়ে আমরা গোল খাই। ব্রেকের পর আবার মাঠে নামি, ভাবি এবার সব ঠিক হয়ে যাবে, সব তো প্ল্যান করা, সেই অনুযায়ী সব হবে। কিন্তু সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এ জীবন।'

ফিল্ম ফেস্টিভালের আয়োজকদেরও কিছুটা একই অবস্থা। ছবি ভালো হলেও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি প্রায় নেই বললেই চলে। শহরের সংস্কৃতির পরিবর্তন যে হয়েছে, প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য মানছেন। তাঁর কথায়, 'শহরের সাংস্কৃতিক রুচির মান যে পড়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। যে কারণেই হয়তো ফেস্টিভাল নিয়ে আগ্রহ কম।'

শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগের মন্তব্য, 'ছাত্রছাত্রীদের টানতে আমরা কুইজের আয়োজনও করেছিলাম

নতুন প্রজন্মকে কাছে টানার চেষ্টা চলছে

গতকাল।' সোসাইটির প্রবীণ সদস্য গীতাংশু কর বললেন, 'এখন মুঠোফোনে সিনেমা দেখার চল শুরু হওয়ার পর হলে লোক কমছে। বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য বাদ দিয়ে আর দর্শকরা হলে যেতে চাইছেন না।' এরপরই তিনি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমালেন সদ্য মুক্তি পাওয়া ক্রিস্টোফার নোলানের ওডিসি দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে। তবে অন্যতম আয়োজক সোশ্যাল স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট রঞ্জন মজুমদার হাল ছাড়তে নারাজ। তাঁর কথায়, 'আমরা আশা ছাড়ছি না। নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে। একদিন নিশ্চয় সফল হব।'

'বাইসাইকেল কিক'-এ রুবায়েত বহু সমস্যা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত গোল করতে সফল হয়েছিল। আয়োজকদের কর্মযজ্ঞেও একদিন সমাজের বৃহৎ অংশের মানুষ যুক্ত হবেন। এই আশাতেই তাঁরা বুক বেঁধেছেন।

সাইবার প্রতারণায় টাকা খোয়ালেন ব্যবসায়ী

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : সাইবার প্রতারণাচক্রের ফাঁদে পড়ে শিলিগুড়ির ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লির এক তরুণ ব্যবসায়ী ৩৬ লক্ষ টাকা খোয়ালেন। বড় অঙ্কের টাকা খুইয়ে সুরজ কুণ্ডু নামের ওই ব্যবসায়ী শিলিগুড়ির সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর বক্তব্য, গত ৭ জুলাই জীবনবিমা সংস্থার আধিকারিক পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি তাঁকে ফোন করেন এবং জানান একটি স্কিমে টাকা জমা দিলে এজেন্টের প্রাপ্য ৩৫ শতাংশ কমিশন ছাড় হিসেবে পাবেন তিনি। ওই ব্যক্তির দেওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বরে ওইদিনই তিনি ৫১ হাজার টাকা জমা করেন। দু'দিন পর অপর এক ব্যক্তি ওই বিমা কোম্পানির নতুন স্কিমের কথা বলে তাঁর কাছ থেকে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা চায়। নতুন স্কিম ভেবে তিনি প্রতারকদের পাঠানো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা দিয়ে দেন। এরপর দফায় দফায় নতুন স্কিমের কথা বলে তাঁর কাছ থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত সবমিলিয়ে ৩৬ লক্ষ টাকা প্রতারকরা নিয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। টাকা খোয়ানোর বিষয়টি বুঝতে পেরেই তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন।

সুরজ বলেন, 'প্রতারকরা এমনভাবে আমার নিজস্ব পলিসির প্রতিটি তথ্য নিখুঁতভাবে বলেছিল, যে আমি তাতে বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। বিরাট কোনও চক্র এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। নয়তো এত সমস্ত তথ্য প্রতারকদের পাওয়ার কথা নয়।' ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের শিল্পোদ্যোগীদের নিয়ে প্রথম বৈঠক

নয়া শিল্প সম্ভাবনার খোঁজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ জুলাই : উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা ও সার্বিক বিকাশকে গতি দিতে নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত হলো এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের প্রায় ৪০ জন শিল্পোদ্যোগীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রথম শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের ৪০ জন শিল্পোদ্যোগীকে নিয়ে নবান্ন সভাঘরে বৃহস্পতিবার সরকারের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা ও বিকাশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল। বৈঠকে বর্তমান রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের শিল্পনীতিতে উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত শিল্পোদ্যোগীদের আশ্বস্ত করেছে রাজ্য সরকার।

এদিনের বৈঠকে এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষের পাশেই ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ও রাজ্যের অন্যতম প্রতিমন্ত্রী অশোক দিন্দা। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, উত্তরবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে শুধু চা, কাঠ ও পর্যটন ছাড়াও আরও শিল্প সম্ভাবনা ও বিকাশের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়ে সরকারের সঙ্গে শিল্পোদ্যোগীদের উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা হয়েছে। এদিনের বৈঠকের পর পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে দাবি করেছেন, 'বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে উত্তরবঙ্গে সার্বিক শিল্পায়ন ও বিকাশ নিয়ে তেমন কোনও কার্যকরি উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। কিন্তু রাজ্যে বর্তমান বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে উত্তরবঙ্গের শিল্প সহ সার্বিক উন্নয়ন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।' আর সেই গুরুত্বের প্রমাণ হল এদিন কলকাতার নবান্ন সভাঘরে এসে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের একঝাঁক শিল্পোদ্যোগী এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন।

সাম্প্রতিককালে এই প্রথম কলকাতায় উত্তরবঙ্গের শিল্পোদ্যোগীদের নিয়ে সরকার বৈঠক করল। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই ধরনের বৈঠকের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে পর্যটনমন্ত্রী রাজ্যের শিল্পমহলে চিহ্নিত হবেন। যদিও তাঁর এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন করাতে পর্যটনমন্ত্রী তা এড়িয়ে যান। তবে তাঁর চোখেমুখে উত্তরবঙ্গের শিল্পায়ন নিয়ে সম্ভাবনা ও বিকাশের বিষয়টি ফুটে উঠেছে এদিন।

পর্যটনমন্ত্রী জানান, শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের শিল্পায়নে এদিনের উপস্থিত শিল্পোদ্যোগীরা বেশ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেন। যা অর্থমন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত উপস্থিতিতে আরও গুরুত্ব পেয়েছে। শিল্পোদ্যোগীরা বিশেষ করে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের মাশুল, জমিনীতি সহ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার কথা বৈঠকে তুলে ধরেন। এইসব ব্যাপারে সরকারের বিশেষ সহায়তা দানের আর্জিও জানিয়েছেন তাঁরা। বিদ্যুতের মাশুল ও সরকারের জমিনীতি ও শিল্পস্থাপনে সরকারের এক জানালা পদ্ধতি (সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম) চালু করার ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা অর্থমন্ত্রী বৈঠকে জানিয়েছেন। এছাড়া শীঘ্রই রাজ্যের শিল্পনীতি ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার। ওই শিল্পনীতিতে উত্তরবঙ্গের শিল্পায়ন ও বিকাশে আলাদা করে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে উত্তরবঙ্গের শিল্পোদ্যোগীদের বৈঠকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। শিল্পস্থাপনে প্রশাসনিক জটিলতা ও হয়রানি থেকে শিল্পপতি ও শিল্প সংস্থাগুলিকে এই বিষয়ে সরকারি নীতির কথা এদিনের বৈঠকে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই শিল্পোদ্যোগীদের এই সংক্রান্ত হয়রানি থেকে বাঁচাতে তাঁর সরকারের ঘোষিত নীতির কথা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন। বৈঠকে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

পর্যটনমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ধরনের বৈঠক নিঃসন্দেহে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা ও বিকাশকে চা, কাঠ ও পর্যটনের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই ধরনের বৈঠক আগামীদিনে ফলপ্রসূ হবেই। আবার এই ব্যাপারে এই ধরনের বৈঠক আগামীদিনে করা হবে। যাতে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের শিল্পায়ন ও বিকাশকে খুব দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে বৈঠকে পর্যটনমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নবান্নে।

> উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা ও বিকাশকে চা, কাঠ ও পর্যটনের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই ধরনের বৈঠক আগামীদিনে ফলপ্রসূ হবেই।
>
> -শংকর ঘোষ
> পর্যটনমন্ত্রী

ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই ছররা

প্রথম পাতার পর

জবাবদিহি দাবি করেন। তিনি বলেন, 'ছাত্রদের ওপর পুলিশি নৃশংসতার বিষয়ে অমিত শা-কে সংসদে জবাব দিতেই হবে। তা না হলে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দিল্লিতে এতকিছু হওয়ার পরও আপনি মুখ খুলছেন না। আপনার ঠোঁট কি কেউ সেলাই করে দিয়েছে?' খাড়গের তির, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বন্ধ দরজার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছেন। একদিন তাঁকে টেনে বের করবই।' প্রশ্নপত্র ফাঁস বিল নিয়ে বলতে গিয়ে খাড়গে এদিন দাবি করেন, 'এই বিল এনে কী হবে? এটা মনুস্মৃতি থেকে অনুপ্রাণিত মনু-নীতি। মনুস্মৃতি শুধুই বর্ণবাদে উসকানি দেয়। আরএসএস শিক্ষা ব্যবস্থা চালাচ্ছে। পড়ুয়াদের চাপে যাতে ক্ষমতা হারাতে না হয়, সেজন্যই সরকার জমি ছেড়েছে। সরকার তাড়াহুড়ো করে এই বিল এনেছে।' খাড়গের মন্তব্যের বিরোধিতা করে জেপি নাড্ডা, সুধাংশু ত্রিবেদীরা দাবি তোলেন, খাড়গেকে ক্ষমা চাইতে হবে। নকল মনুস্মৃতি পড়ে ভুল বোঝাচ্ছেন।

রাহুল গান্ধি বুধবার লোকসভায় এবং পরে সাংবাদিক বৈঠকে অমিত শা'র পদত্যাগের দাবিতে সুর চড়ান। এদিনও তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'পড়ুয়ারা ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী। আমাদের পড়ুয়াদের ওপর নৃশংসতার তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে একটি নিরপেক্ষ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা দরকার।' অমিত শা কেন সংসদে আসতে ভয় পাচ্ছেন, তাও তিনি জানতে চান। রাহুলের মতকে সমর্থন জানিয়ে সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকও বলেন, 'আমারও মনে হয় অমিত শা'র ইস্তফা দেওয়া উচিত।'

নিট ইস্যুতে সিজেপির 'সংসদ চলো' অভিযানের সময় দিল্লি পুলিশ ও র‍্যাফ পড়ুয়াদের ওপর বলপ্রয়োগ করে।

আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ, ছররা গুলি, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করেছিল। ছররা গুলিতে একাধিক পড়ুয়া মারাত্মকভাবে জখম হন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে সরব হলেও পুলিশ ছররা গুলি চালায়নি বলে লোকসভায় কেন্দ্র দাবি করে। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের এদিনের পর্যবেক্ষণ মোদি সরকারকে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলেছে।

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানান, পুলিশি নিয়মে বিশেষ বা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই ছররা বন্দুক ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। তবে তা ধাপে ধাপে বলপ্রয়োগের একেবারে অন্তিম ধাপগুলির অন্যতম। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বা আত্মরক্ষায় পুলিশকে সীমিত এবং ধাপে ধাপে বলপ্রয়োগের অধিকার দিতে হয়। কারণ, পুলিশকর্মীরাও রক্তমাংসের মানুষ। পুলিশ এই নির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করেছে কি না, তা প্রমাণ করতে হবে আবেদনকারীদেরই। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের পরামর্শ, 'ছররা গুলি ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা চাওয়ার বদলে মামলাকারীদের উচিত, আদালতের কাছে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা বা গাইডলাইন তৈরির আবেদন করা, যাতে ভবিষ্যতে এর অপব্যবহার না হয়।'

আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার আদালতে যুক্তি দেন যে, বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ যে অস্ত্র ব্যবহার করেছে তা থেকে যে ধাতব ছররা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা সাধারণ রাবার বা প্লাস্টিকের ছররার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি বেঞ্চকে জানান, ছররা রাবার, প্লাস্টিক বা ধাতুর হতে পারে, কিন্তু বিক্ষোভকারীদের শরীর থেকে যেগুলি উদ্ধার হয়েছে তা নিখাদ ধাতব বস্তু। জমায়েতের প্রকৃতি দেখেই বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, 'আন্দোলনকারীরা কোনও সহিংস জনতা ছিল না, তা সত্ত্বেও তাদের ওপর এই বিপজ্জনক ধাতব ছররা চালানো হয়েছে।'

এদিকে, বিতর্কের মধ্যে মুখ খুলেছেন সিআরপিএফের ডিজি জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং। বাহিনীকে বরাভয় দিয়ে তিনি বলেছেন, 'আপনারা সৎ উদ্দেশে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেন বা কাজ করেন, আমি সেসবের দায়িত্ব নিচ্ছি। অকুতোভয় হয়ে আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। আপনারা কখনও নিজেদের দায়িত্ব পালনে কোনওরকম ইতস্তত করবেন না।'

বিক্ষোভ

বাগডোগরা, ৩০ জুলাই : নকশালবাড়ি ব্লকের উওম্যান ডেভেলপমেন্ট অফিসার (ডব্লিউডিও) রুনা সেনকে স্বনির্ভর দলের সদস্যদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হল। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন স্বনির্ভর দলের সদস্যরা আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়ে ওই আধিকারিককে আটকে রাখেন। পরে পুলিশ উদ্ধার করে। পূর্ববর্তী সরকারের সময় স্বনির্ভর দলের সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। একারণে সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল।

মুঠোফোনে জগৎ। কোচবিহারে তোর্ষা নদীর পাড়ে। বৃহস্পতিবার ছবিটি তুলেছেন অপর্ণা গুহ রায়।

পৃথিবীর পাঠশালা

মাথা কাটা প্রাণী

প্ল্যানেরিয়া নামের ছোট চ্যাপ্টা কৃমি বা পোকাকে প্রাণীজগতের জাদুকর বলা হয়। আপনি যদি একটি প্ল্যানেরিয়াকে কেটে দশ টুকরো করে দেন, তবে কয়েকদিনের মধ্যে সেই দশটি টুকরো থেকে দশটি সম্পূর্ণ নতুন এবং জ্যান্ত প্ল্যানেরিয়া তৈরি হবে। এমনকি এদের মাথা কেটে ফেললেও শরীরের বাকি অংশ থেকে নতুন মাথা এবং মস্তিষ্ক গজিয়ে যায়। শরীরের হারানো অংশ পুনরায় তৈরি করার এমন অসামান্য ক্ষমতা বিজ্ঞানীদের দারুণ অবাক করে।

তাসমানিয়ার রাগি প্রাণী

তাসমানিয়ান ডেভিল দেখতে একটি ছোট কালো কুকুরের মতো হলেও এর মেজাজ মারাত্মক। বিপদে পড়লে এরা এমন এক ভয়ংকর এবং তীক্ষ্ণ চিৎকার করে যা শুনলে সত্যিই রক্ত হিম হয়ে যায়। এদের চোয়ালের জোর এতই বেশি যে এরা শিকারের হাড়গোড় পর্যন্ত অনায়াসে চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারে। মুখের ক্যানসার জাতীয় এক সংক্রামক রোগের কারণে এই প্রাণীগুলো আজ তাসমানিয়া দ্বীপে বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাংসাশী কলসপত্রী গাছ

কলসপত্রী বা পিচার প্ল্যান্ট গাছের পাতাগুলো দেখতে অনেকটা জলের কলসির মতো হয়। এর ভেতর একধরনের মিষ্টি সুগন্ধি তরল থাকে, যা পোকাদের আকর্ষণ করে। কোনও পোকা লোভ সামলাতে না পেরে সেই কলসির ভেতর বসলেই পিছলে সোজা ওই তরলে পড়ে যায়। তখন কলসির ওপরের ঢাকনাটি বন্ধ হয়ে যায় এবং গাছটি সেই পোকাকে হজম করে নিজের পুষ্টি সংগ্রহ করে। সবুজ গাছের এমন মাংসাশী রূপ প্রকৃতির এক অদ্ভুত রহস্য।

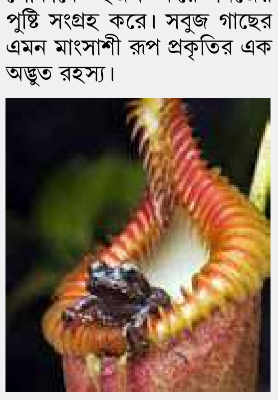

অমর প্রাণী হাইড্রা

জলের নীচে থাকা আণুবীক্ষণিক প্রাণী হাইড্রার কোনও প্রাকৃতিক মৃত্যু নেই। এদের শরীরের কোষে এমন এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যা দিয়ে এরা সারাজীবন নিজেদের পুরোনো কোষ সরিয়ে নতুন কোষ তৈরি করতে পারে। কেউ যদি হাইড্রাকে কেটে দুই টুকরোও করে দেয়, তবে প্রতিটি টুকরো থেকে একটি করে নতুন হাইড্রার জন্ম হয়। বার্ধক্য বলে এদের জীবনে কিছু নেই। বিজ্ঞানীদের মতে, কোনও দুর্ঘটনা ছাড়া এরা চিরকাল বেঁচে থাকতে সক্ষম।

পদ্ম ঘনিষ্ঠতায় বেনিয়ম পাবে

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে দেখা করাতে এ শহরের পাব মালিকদের অনেককেই গত দেড় মাসে দফায় দফায় কোচবিহারে নিয়ে গিয়েছেন। ছড়ি ঘোরানোয় নাম জড়িয়েছে সাংগঠনিক জেলার এক পদাধিকারীরও।

কার্যত একের পর এক 'পাব দখল' প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ির জেলা স্তরের মাথারা সবকিছু জেনেও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। কারবারের পথ থেকে কাঁটা সরাতে বড় পাব-বারের মালিকরা কলকাতা অবধি ছুটছেন বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে 'সংবর্ধনা' দিচ্ছেন তাঁদের। এরপর সেই ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে ক্ষমতার সঙ্গে সখ্য বোঝাতে। শংকর অবশ্য বলছেন, 'এবিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই। তবে, পুলিশ-প্রশাসনকে বলেছি কোনও পাব-বার আইন ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।'

সম্প্রতি আরও এক পাব মালিক নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে উত্তরের অপর এক মন্ত্রীর সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করেন। সেই নিয়ে বিতর্ক ছড়ায়। তৃণমূল আমল থেকেই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে সেবক রোডের মলটিতে থাকা ওই পাব। মাস ছয়েক আগে মাটিগাড়া থানা এলাকায় একই মালিকের আরও একটি পাব অবৈধ কার্যকলাপের কারণে সিল করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে অবৈধভাবে কিনে আনা মদ বিক্রি করা হত বলে অভিযোগ। তারপর থেকে ওই মহিলা তৃণমূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছিলেন। সামাজিক কার্যকলাপেও তাঁকে মাঝেমধ্যে দেখা যায়। সরকার বদল হতে রং বদলেছে মহিলার।

তৃণমূল আমলে একাধিক নেতাকে তাঁদের চাহিদামতো টাকা সরবরাহ করতেন এই পাব-বারের মালিকরা। বদলে মিলত আইন ভাঙার সুযোগ। বিজেপি আমলেও সেই রীতি শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে কে কোন নেতার কতটা কাছের হয়ে উঠতে পেরেছেন, সেই প্রতিযোগিতা।

লক্ষ্মীলাভ উত্তরবঙ্গের

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ বাগডোগরা কার্যত ভুটানের বিকল্প আকাশপথে পরিণত হয়েছে। এই আলোচনার মধ্যেই আশার আলো পড়েছে আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায়। হাসিমারায় বেসরকারি বিমানবন্দর চালুর কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। ইতিমধ্যেই সমীক্ষা শেষ করে রিপোর্টও জমা পড়ে গিয়েছে। ওই বিমানবন্দর চালু হলে তা ফুন্টশোলিং থেকে ১৬ কিলোমিটারের মধ্যেই পড়বে। তখন ভুটানগামী যাত্রীদের রাশ বাগডোগরা থেকে স্বাভাবিকভাবেই চলে যাবে হাসিমারার হাতে।

বাগডোগরায় ভুটানগামী যাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে উত্তরবঙ্গে। বাগডোগরা বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির হোটেল, ট্রাভেল এজেন্সি, ভাড়ার গাড়ি, রেস্তোরাঁ এবং পর্যটন পরিষেবার চাহিদা বাড়ছে। অনেক পর্যটক একদিন শিলিগুড়ি বা ডুয়ার্সে থেকে পরদিন ফুন্টশোলিং হয়ে ভুটানে প্রবেশ করছেন। আবার অনেকে ভুটান সফর শেষে উত্তরবঙ্গের পাহাড় বা ডুয়ার্স ঘুরেও বাড়ি ফিরছেন। ফলে একই যাত্রায় উত্তরবঙ্গও অতিরিক্ত পর্যটক পাচ্ছে। আবার কৌশলগত দিক থেকেও বাগডোগরার গুরুত্ব আরও বাড়ছে। বর্তমানে দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, হায়দরাবাদ সহ দেশের একাধিক শহরের সঙ্গে নিয়মিত বিমান পরিষেবা রয়েছে বাগডোগরার। সেই সুবাদে ভুটানমুখী যাত্রীদের কাছেও আপাতত এটি সবচেয়ে সহজ এবং সাশ্রয়ী বিকল্প হয়ে উঠছে। বাগডোগরা এবং উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধিতে উচ্ছ্বসিত রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তাঁর কথা, 'ভুটানের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক বজায় রেখেই আমরা কাজ করব। যেসব পর্যটক বাগডোগরা হয়ে ভুটানে ঢুকছেন আমরা চেষ্টা করব তাঁরা যেন একবার উত্তরবঙ্গ বা রাজ্যের পর্যনকেন্দ্রগুলিও ঘুরে যান। তাঁদের কাছে উত্তরবঙ্গের আকর্ষণীয় পর্যটন মানচিত্র তুলে ধরা হবে। তাঁদের নিরাপত্তা এবং যাতায়াতের সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের দিকগুলিও আমরা খতিয়ে দেখব।'

অবশ্য ভুটানের দুই বিমান সংস্থা ড্রুকএয়ার এবং ভুটান এয়ারলাইন্স অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য নিজেদের দায়ী করতে নারাজ। ভুটান এয়ারলাইন্সের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক দোরজি নিমার কথা, 'পারো বিশ্বের অন্যতম কঠিন বিমানবন্দর। পাহাড়ি ভূপ্রকৃতি, সীমিত সময়ে উড়ান পরিচালনা, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাইলট, কম উড়ান, অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ, বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং কম আসনসংখ্যার কারণে পরিচালন ব্যয় অনেক বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভাড়া বেশি নিতে হচ্ছে।' ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য দেবাশিস মৈত্রের বক্তব্য, 'বাগডোগরা হয়ে ভুটান ঢোকার ফলে বহু পর্যটকই উত্তরবঙ্গে রাত কাটাচ্ছেন। তাতে আমরাই লাভবান হচ্ছি। বিমানের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অনেকে শিলিগুড়িতে ঢুকে কেনাকাটা, খাওয়াদাওয়া করছেন, তাতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও মুনাফা হচ্ছে।' সবমিলিয়ে পারো হয়ে বিমানযাত্রার অতিরিক্ত ভাড়া উত্তরবঙ্গের জন্য লক্ষ্মীর ঝাঁপি খুলে দিয়েছে।

প্রতারণায় ধৃত দুই

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : ভাড়াটিয়া তরুণীকে বিয়ের টোপ দিয়ে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মহিলা থানার পুলিশ। ধৃত বিপ্লব সরকার একটি বেসরকারি স্কুলের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ওই তরুণী কোচবিহারের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে মাটিগাড়ায় ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

অন্যদিকে, একই অভিযোগে ভক্তিনগর থানার পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম বুল্টন পাল (৪০)। তিনি মালবাজার এলাকার বাসিন্দা। বুধবার মাটিগাড়ার এক মহিলা ভক্তিনগর থানায় অভিযোগে জানান, চার বছর আগে সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে তাঁদের পরিচয় হয়। এরপর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিণত হয়। পরে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন তিনি। বুধবার রাতেই পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালত তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

নেপালে গোয়েন্দারা

প্রথম পাতার পর

এই পুরো চক্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হল কোনও লিখিত নথি না থাকা। ব্যাংক ট্রান্সফার নেই, চেক নেই, অনলাইন লেনদেন নেই। আছে শুধু কোড ওয়ার্ড, বিশ্বস্ত বাহক এবং বহু বছরের সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি আন্তর্জাতিক হাওয়ালা নেটওয়ার্ক। ফলে টাকা কোথা থেকে এল, কোথায় গেল তার প্রমাণ সংগ্রহ করাই তদন্তকারীদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ইকনমিক অফেন্স বিভাগের এক নামকরা আধিকারিকের কথা, 'নেপালকে আমরা এখন শেষ গন্তব্য হিসেবে দেখছি না। এখান থেকেই তদন্তের আন্তর্জাতিক অধ্যায় শুরু হচ্ছে। যদি বিদেশি ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের যোগসূত্র প্রমাণিত হয়, তাহলে বিষয়টি শুধু দুর্নীতির মামলা থাকবে না, তখন সেটা আন্তর্জাতিক অর্থ পাচারের মামলা হবে। তবে আমরা সন্দেহের বশে কাউকে গ্রেপ্তার করলেও আন্তর্জাতিক অর্থ পাচারের ঘটনা আদালতে প্রমাণ করা শক্ত। তাই খুব শক্তপোক্ত প্রামাণ্য নথি না থাকলে এইসব ক্ষেত্রে কেউ গ্রেপ্তারির রাস্তায় যায় না। সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ হল সবটা লক্ষ রেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পাঠানো।'

ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে ইতিমধ্যেই এমন কিছু তথ্য এসেছে, যেখানে কয়েকজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ীর ঘনঘন সন্দেহজনক নেপাল সফরের সূচি পাওয়া গিয়েছে। সেই সূত্র ধরেই নেপালে জমা হওয়া অর্থের কোনও অংশ ইউরোপের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পৌঁছেছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সীমান্তের এপারে রাজনীতির পালাবদল হয়েছে। ওপারে কাঁকরভিটার হোটেলে অবশ্য তার কোনও প্রভাব পরেনি। ভিড় আগের মতোই আছে। সেই ভিড়ের আড়ালেই প্রশস্ত হচ্ছে বাংলার দুর্নীতির শয়ে-শয়ে কোটি টাকার গোপন যাত্রাপথ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা এবার অবশ্য সহজে হার মানতে নারাজ। কোথায় গেল দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা তার উত্তর খুঁজতে সীমান্তের ওপারে তদন্ত অনেক দূর এগিয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের একটি দল কাঁকরভিটায় গিয়ে নেপাল পুলিশের সাহায্যে একাধিক হোটেলের তথ্য সংগ্রহ করেছে। গত কয়েকদিন থেকে কাঁকরভিটার বেআইনি লেনদেনের হোটেলে লুকিয়ে আছেন আলিপুরদুয়ারের এক নেতা। সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন থেকেই তিনি ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দির লাগোয়া একটি বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। শ্রাবণীমেলা শুরু হতেই ওই এলাকায় পুলিশের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় জল্পেশ থেকে পালিয়ে তিনি কাঁকরভিটার হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন। একটি সুপার ডিলাক্স ক্যাটিগোরির ঘরে আছেন ওই নেতা। চারদিনের জন্য আগাম ক্যাসিনো বুকও করে রেখেছেন তিনি। ওই নেতার অবৈধ কারবারের টাকাও হোটেল ব্যবসায়ীর কাছে গচ্ছিত আছে বলেই খবর।

অন্যদিকে, নেপালে কালো টাকার বেআইনি কারবারের কথা ফাঁস হতেই শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি মোড় এবং বীরপাড়ার হাওয়ালা ডেরায় কারবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে সতর্ক করে মেসেজও পাঠানো হয়েছে। শিলিগুড়ির দুই অবাঙালি ব্যবসায়ী যাঁরা মূলত হাওয়ালার কারবার সামলান এদিন দুপুরেই তাঁরা কাঁকরভিটার হোটেলে পৌঁছে যান। রাত্রি দশটা পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও একজনকে গাড়ি থেকে নেমে হোটেলে ঢুকতে দেখা গিয়েছে। তবে তাঁর সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। গুপ্তধনের অন্ধকার পথে আলো পড়তেই হইচই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলেও।

ফেলে মার যুব নেতাকে

প্রথম পাতার পর

মাথায় গভীর চোট সহ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তড়িঘড়ি। এই ঘটনায় মমতাপন্থী তৃণমূলের তরফে থানায় অভিযোগ জানানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গৌতম দেব।

শিলিগুড়ির প্রবীণ নেতার কথায়, 'ওই ছেলেটিকে ভয়ানকভাবে মারধর করা হল। মাথায় চোট লেগেছে। জেলা হাসপাতাল থেকে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।' গৌতমের দাবি, 'তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে ছাত্র রাজনীতি এমন ছিল না। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পুলিশকে বললেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক।'

বৃহস্পতিবার দিনভর কলকাতায় ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক, রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তিনি বললেন, 'শিলিগুড়িতে না থাকায় কী হয়েছে, জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখছি। তবে তৃণমূলের রাজনৈতিক অত্যাচার রাজ্যের ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে কেউ এমন অত্যাচার করেনি। সেই কারণে মানুষ তৃণমূলকে ছুড়ে ফেলেছে।'

গৌতম দেব ঘনিষ্ঠ হিসেবেই বরাবর পরিচিত বিতর্কিত টিএমসিপি নেতা সৌরভ। রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন শিলিগুড়ি কমার্স কলেজে কার্যত শেষকথা বলতেন তিনি। বছর দুয়েক আগে শিলিগুড়ি কলেজের 'সোশ্যাল'-এ সৌরভ-ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। সরস্বতীপুজোর সন্ধ্যায় কলেজের অনুষ্ঠানে ডিজে বাজিয়ে বানচালের চেষ্টাতেও তাঁর নাম জড়িয়ে যায়। তা ছাড়া, বিভিন্ন সময় এবিভিপি, এডিএসও কিংবা এসএফআই কর্মীদের মারধরের অভিযোগ সৌরভের বিরুদ্ধে উঠেছে। এই তরুণ শিলিগুড়িতে বিজেপির এক জেলা স্তরের নেতা-ঘনিষ্ঠও বটে।

২৫ মে হেল্প ডেস্ক বসানো নিয়ে মারামারির পর থেকে সৌরভ গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। পুলিশ বিশ্বজিৎ সরকার নামে এক ছাত্র নেতাকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল। এদিন সকালে সৌরভ শিলিগুড়ি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে আদালতে নিয়ে আসার পর অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ডাকা হয়। জামিনের পর সৌরভ বলেন, 'সত্যের জয় হল। যে কেউ অভিযোগ করতেই পারে। তবে আইনের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল।'

জখম অবস্থায় প্রমিত বলছিলেন, 'পাথর দিয়ে মাথার পেছনে মারা হয়েছে। এরপর আমি পড়ে যাই। শুরু হয় লাথি মারা। এবিভিপি আর বিজেপির লোকজন ছিল।' যদিও, এবিভিপির কোনও কার্যকর্তা ঘটনায় যুক্ত ছিলেন না বলে দাবি সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক অনিকেত দে সরকারের। আদালতে ডিম ছোড়ার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'সৌরভ দাদাগিরি করত। বহু ছাত্রছাত্রীর ক্ষতি করেছে। সেই কারণে জনরোষ ছিল।'

কার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে দেশের মানুষ

প্রথম পাতার পর

স্রেফ গলার জোর আর করতালির তোড়ে ব্যর্থতাকেও ইতিহাস গড়ার সাফল্য বলে চালিয়ে দেওয়া হল।

ধর্মেন্দ্রর গলায় তাই কোনও আত্মগ্লানি নয়, একেবারে ফিল্মতারকা ধর্মেন্দ্রসুলভ সংলাপ। আর তাঁর বদলে যাঁকে বিজেপি শিক্ষামন্ত্রী করল, তাঁর অতীতও আরও আরএসএস-ময়। শাসক যেন বোঝাতে চাইল, তোদের আন্দোলনের থোড়াই কেয়ার। এতে আমাদের সুবিধেই হল বেশি।

উলটো দিকের ছবিটা দেখলে বোঝা যায়, সার্কাসের এই তাঁবুতে ভাঁড়ের অভাব নেই। দুই বা তিন তারা হোটেলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে ককরোচ জনতা পার্টির তরুণ ব্রিগেডের উদ্দাম নাচ আর উল্লাস দেখে মনে হচ্ছিল, নতুন এক দেশ গড়ে ফেলল তারা। কী নাচ, কী নাচ! এক একজন প্রভু দেবা বা মিঠুন।

একজন মন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়াকেই তারা মহাকাব্যিক বিপ্লব বলে ধরে নিয়েছে। আন্দোলনের ঝাঁঝটা রাস্তায় কতটা ছিল তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়, কিন্তু হোটেলের আলো-আঁধারিতে নাচগানের তীব্রতা ছিল দেখার মতো। আর তাদের সৌরভ দাসদের কথাবার্তা, সোশ্যাল মিডিয়ার মন্তব্য শুনলে মনে হবে, এদের ঔদ্ধত্য লাগামছাড়া। অপরিণতবোধও তাই।

অন্য বিরোধী দল যা এত বছরেও পারেনি, অভিজিৎ দীপকের ককরোচ পার্টি কয়েক মাসে পেরেছে। এটা তাদের অশেষ সাফল্য। তবু বাস্তবে একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, দুই পক্ষের ঝোলাতেই ভারসাম্যের প্রবল অভাব। এক দলের ভণ্ডামি ঢাকার জন্য বীরগাথার আয়োজন, আর অন্য দলের সামান্য ধাক্কা দিয়েই দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য নাচ। ক্ষমতার অলিন্দে থাকা শাসকদল যেমন আত্মতুষ্টির চরম সীমায় বসে সত্যিটাকে অস্বীকার করছে, তেমনই রাজপথ ছেড়ে হোটেলে উদযাপনে মেতে ওঠা বিরোধী তরুণদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাও সমানে টেক্কা দিচ্ছে। দুটোই সমান বিশ্রী, সমান দায়িত্বজ্ঞানহীন। তরুণরা জানে না, এরা কী করবে এরপর। স্পষ্ট নয়, ককরোচ পার্টিই বা কী করবে এরপর।

এই দুই মেরুর সাজানো লড়াইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের গন্তব্য তবে কোথায়? কার দরজায় গিয়ে কড়া নাড়বেন তাঁরা?

ভারতের রাজনীতি এখন আর সমস্যার সমাধানের জায়গা নয়, স্রেফ প্রচার, বাজনা আর দেখনদারির এক জাঁকজমকপূর্ণ থিয়েটার। জনস্বার্থ, সত্য আর দায়বদ্ধতার বালাইটুকু এখানে অনেক আগেই বেপাত্তা। এক পক্ষ শূন্যকে পূর্ণ বলে বিক্রি করছে, অন্য পক্ষ এক ফোঁটা সাফল্যকে সমুদ্র ভেবে সাঁতার কাটছে।

এই মহা তামাশার তৃতীয় এবং সবচেয়ে বিনোদনমূলক চরিত্রটি হল সংবাদমাধ্যম। যাদের কাজ ছিল রাজার পোশাকের ফুটোগুলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ ক্যামেরার লেন্সটা পরিষ্কার রাখা, তারা নিজেরাই এখন এক এক রাজনৈতিক দলের চশমা চোখে এঁটে বসে আছে। দেশের আশি ভাগ মিডিয়া আর খবর পরিবেশন করছে না, তারা রাজনৈতিক ঢোল বাজাচ্ছে। কার সুর কত চড়া, তাই নিয়ে চলছে স্টুডিওর চিৎকার। নিরপেক্ষতার চাদর ফেলে দিয়ে তারা আজ হয় ক্ষমতার অন্ধ ভক্ত, না হয় বিরোধীদের বেতনভুক্ত মুখপাত্র।

বাংলাতেই দেখুন। এক চ্যানেলের সাংবাদিক বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষকে এমনভাবে প্রশ্ন করছেন, যেন তাঁর যুক্তিগুলো তিনি সরবরাহ করে দিচ্ছেন প্রশ্নের মাধ্যমে। এক চ্যানেলের সাংবাদিক আন্দোলনের সময় ধৃতদের পুলিশের ভ্যানে রীতিমতো ধমক দিচ্ছেন। যেন তিনিই পুলিশ অফিসার। শাসক বিজেপির যা বলার কথা, এই সাংবাদিকরাই বলে দিচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের আর একটা প্রতিরূপ দেখছি আমরা। খবরের নামে যা পরিবেশন করা হচ্ছে, তা স্রেফ কোনও এক পক্ষের তৈরি করা চিত্রনাট্য। ফলে সাধারণ নাগরিকের কাছে খাঁটি সত্যিটা পৌঁছানোর একমাত্র রাস্তাটাও বন্ধ।

শাসকদলের সাজানো বীরগাথা, বিরোধী তরুণদের হোটেলেই সীমাবদ্ধ বিপ্লব আর মিডিয়ার এই নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব-- সব মিলে একটা কুৎসিত সামাজিক কুয়াশা তৈরি হয়েছে। এই ধোঁয়াশা যখন একদিন কাটবে, দেখা যাবে রঙ্গমঞ্চের জমজমাট আলো নিভে গিয়েছে। আর দর্শক আসনে বসে থাকা সাধারণ মানুষ স্রেফ এক জোড়া শূন্য হাত আর এক বুক প্রতারণা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

সুযোগ নেই বুঝে আলবিদা রাহানের

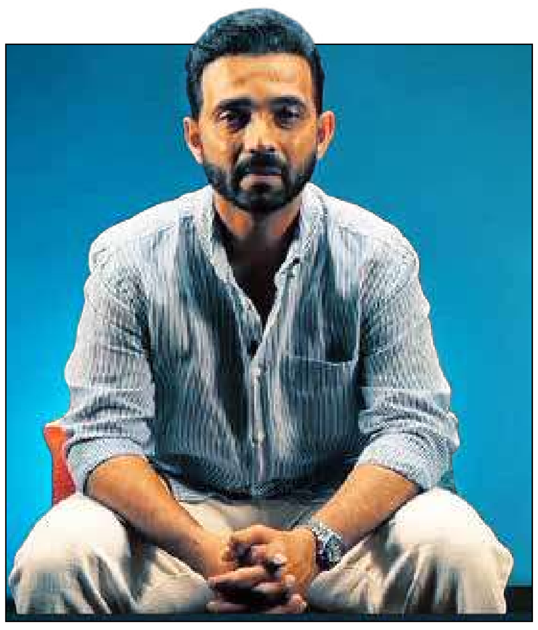

ভিডিও বার্তায় অবসরের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল আজিঙ্কা রাহানের। বৃহস্পতিবার।

মুম্বই, ৩০ জুলাই : কখনও আবেগ। কখনও কান্না। কখনও বা মনের অন্দরে থাকা আক্ষেপের ঝুলি উজাড় করে দেওয়া।

সকালে সমাজমাধ্যমে আচমকাই ভিডিও বার্তা আজিঙ্কা রাহানের। আর সেই বার্তার মাধ্যমেই ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা। এমন রাহানে বড্ড অচেনা। জিঙ্কসের (রাহানের ডাকনাম) অবসরের সিদ্ধান্ত সামনে আসার পরই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে যেমন তাঁকে আগামীর শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। তেমনই কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার থেকে শুরু করে শিখর ধাওয়ান, একসময়ের প্রায় সব সতীর্থই অবসর জীবন নিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাহানেকে।

আজিঙ্কা শব্দের অর্থ অপরাজেয়। কিন্তু জীবনে চলার পথে সবসময় কি আর অপরাজেয় থাকা যায়? কারণ, সব ভালোরই যে শেষ রয়েছে। তাই 'দেওয়াল লিখন' পড়ে, ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে আর 'সুযোগ নেই' জেনে ক্রিকেটের সব ফরম্যাট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন রাহানে। যদিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিও বার্তায় কেকেআর নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি তিনি। শেষ দুই মরশুমে রাহানে ছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক। তাঁকে কি আইপিএলের আঙিনায় দেখা যাবে? নাইটদের অন্দরে খবর নিয়ে জানা গিয়েছে, কেকেআর রাহানেকে আগামী মরশুমে দলে রাখবে না, সিদ্ধান্ত ঘোষণা না হলেও তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। আজিঙ্কাকে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই আজ সকালে কিছুটা আচমকা রাহানের অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

জাতীয় দলের হয়ে ৮৫টি টেস্ট, ৯০টি একদিনের ম্যাচ, ২০টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন রাহানে। ২০২০-'২১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সিরিজ জেতানোর কৃতিত্বও রয়েছে তাঁর। দীর্ঘসময় ধরে জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা রাহানে শেষ দুই বছর প্রায় 'ব্রাত্য' হয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে। মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন। পারফর্মও করেছেন। তবু গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকারদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি। আজ অবসর ঘোষণার বার্তার মাঝে রাহানের গলায় শোনা গিয়েছে আবেগের পাশে অনেক কিছু না পাওয়ার যন্ত্রণার কথাও। রাহানে বলেছেন, 'টুপি নম্বর ২৭৮ বিদায় জানাচ্ছে। এত বছর ধরে ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। সারাজীবন ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমি।'

আবেগে ভেসে নিজের জীবন দর্শনের কথাও শুনিয়েছেন 'অচেনা' রাহানে। বলেছেন, 'জীবনের সার কথাই হল, সবকিছুর যেমন শুরু রয়েছে, তেমনই শেষও রয়েছে। সময় এলে সম্মান জানিয়ে আগামীর দিকে এগিয়ে যেতে হয়। ব্যাটিংয়ের সময় এই টাইমিংয়ের উপর সবসময় গুরুত্ব দিয়েছি। আজও সেটাই করলাম। আমার মনে হয়েছে, ক্রিকেটর সব ফর্ম্যাট থেকে অবসরের এটাই সেরা সময়।' ক্রিকেট থেকে বিদায়বেলায় নিজের জীবন সংগ্রামের কথাও শুনিয়েছেন রাহানে। ক্রিকেট কেরিয়ারের শুরুর দিনগুলি ঠিক কেমন ছিল বলতে গিয়ে রাহানে শুনিয়েছেন, 'ডম্বিভালির সেই ছোট ছেলেটা, যে রোজ মাঠে নামত জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন নিয়ে, সেই ছেলেটাই আজ ক্রিকেটকে বিদায় জানাচ্ছে। বরাবরই সততার সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছি। জাতীয় দলের সাফল্য, সম্মানকে সবসময় গুরুত্ব দিয়েছি। ক্রিকেট আমায় অনেক কিছু দিয়েছে। ভবিষ্যতে সম্ভব হলে ক্রিকেটকে আমিও কিছু ফিরিয়ে দিতে চাই।'

রাহানের কথায় স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে আগামীদিনে তিনি কোচিংয়ে আসতে চান। ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডের 'দ্য হান্ড্রেড' প্রতিযোগিতায় ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজও করছেন। ভিডিও বার্তায় এরপর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি জিঙ্কস। ভেঙে পড়েছেন কান্নায়। তার মাঝেই নিজের সতীর্থ, পরিবার ও বিসিসিআইকে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন তিনি।

টুপি নম্বর ২৭৮ বিদায় জানাচ্ছে। এত বছর ধরে ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। সারাজীবন ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমি।

-আজিঙ্কা রাহানে

একনজরে রাহানে

টেস্ট

ম্যাচ	রান	গড়	অর্ধশতরান	শতরান	সর্বাধিক	ক্যাচ
৮৫	৫০৭৭	৩৮.৪৬	২৬	১২	১৮৮	১০২

ওডিআই

ম্যাচ	রান	গড়	অর্ধশতরান	শতরান	সর্বাধিক	ক্যাচ
৯০	২৯৬২	৩৫.২৬	২৪	৩	১১১	৪৮

টি২০

ম্যাচ	রান	গড়	অর্ধশতরান	শতরান	সর্বাধিক	ক্যাচ
২০	৩৭৫	২০.৮৩	১	০	৬১	১৬

প্রথম শ্রেণি

ম্যাচ	রান	গড়	অর্ধশতরান	শতরান	সর্বাধিক	ক্যাচ
২০১	১৪০০০	৪৫.১৬	৫৯	৪১	২৬৫*	২২০

স্মৃতিচারণা

আমরা যখন মুম্বইয়ের হয়ে প্রথমবার একসঙ্গে ব্যাট করতে নেমেছিলাম, আমি এমন একজন মানুষকে দেখেছিলাম যে কখনোই সস্তা জনপ্রিয়তার পেছনে ছোটেনি। দলগত স্বার্থে তোমার পরিশ্রম করার মানসিকতার কারণেই সাফল্য নিজে থেকেই তোমার কাছে এসেছে। একই গুণ অস্ট্রেলিয়াতে তোমার কেরিয়ারের সেরা মুহূর্তকে সংজ্ঞায়িত করেছিল। তুমি দেখিয়েছ যে ধীরস্থির বা শান্ত থাকা মানেই আগ্রাসনের অভাব নয়। বরং এটিই অনেক সময় দলকে নির্ভীকভাবে লড়াই করার আত্মবিশ্বাস দেয়। একটি দুর্দান্ত ক্রিকেট কেরিয়ারের জন্য তোমাকে অনেক অভিনন্দন। তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য অনেক শুভকামনা রইল।

-শচীন তেন্ডুলকার

দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। তুমি ভারতীয় ক্রিকেটে একাধিক অবিশ্বাস্য মুহূর্ত তৈরি করেছ। স্লিপে তুমি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছিলে। আর তুমি অবশ্যই টেস্টে আমার প্রিয়তম ব্যাটিং পার্টনার।

-বিরাট কোহলি

জিঙ্কস...তোর সঙ্গে কত সফর করেছি, রুম শেয়ার করেছি, মাঠে কত পার্টনারশিপ

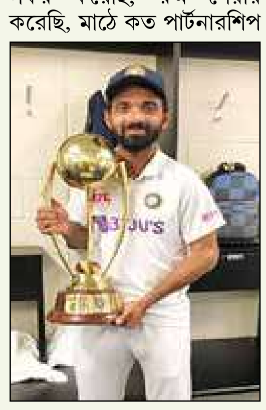

অস্ট্রেলিয়ায় নেতৃত্ব দিয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জয়ের পর আজিঙ্কা রাহানে।

হয়েছে আমাদের। সব স্মৃতি আজ তাজা হয়ে গেল। অধিনায়ক হিসেবে তুই যতটা ফোকাসড থাকতিস, টিমমেট হিসেবে ততটাই ডিপেন্ডেবল। বাইরে থেকে সবসময় শান্ত। ভিতরে দেশের জন্য জান লড়িয়ে দেওয়া এক মানুষ।

-শিখর ধাওয়ান

একটা দুর্দান্ত কেরিয়ারের ইতি পড়ল। যা ক্লাস, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় দিয়ে তৈরি হয়েছিল। দেশের জার্সিতে প্রতিটা রান, প্রতিটা লড়াইয়ের জন্য ধন্যবাদ।

-মহম্মদ সামি

দুর্দান্ত কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। তোমার সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল। তোমার ক্রিকেটীয় জার্নি সকলের কাছে শিক্ষণীয়। আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল।

--জসপ্রীত বুমরাহ

অন্যতম আন্ডাররেটেড ক্রিকেটার। এমন একজন যে ভারতকে বিদেশের মাটিতে সেরা সিরিজ জয় উপহার দিয়েছিল। চুপচাপ নিজের কাজ করে গিয়েছ। আশা করি, 'দ্বিতীয় ইনিংস'-ও বর্ণময় হবে।

--বীরেন্দ্র শেহবাগ

ফিট হচ্ছেন বুমরাহ-গিল

মুম্বই, ৩০ জুলাই : চোট পেয়েছিলেন ইংল্যান্ড সিরিজের সময়। সেই চোটের কারণে বিলেতের মাটিতে একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচে খেলেননি জসপ্রীত বুমরাহ। দেশে ফেরার পরই বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হাজির হয়েছিলেন জসপ্রীত। এখনও তিনি সেখানেই রয়েছেন চিকিৎসক ও ফিজিওদের নজরদারিতে। জানা গিয়েছে, বুমরাহ এখন আগের তুলনায় অনেক ফিট। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তিনি বোলিংও শুরু করবেন।

বিলেত সফরে ব্যাটিংয়ের সময় ঘাড়ে ফের অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। গত নভেম্বরে কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে ব্যাটিংয়ের সময় ঘাড়ে এমন চোট পেয়েছিলেন, মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। ভর্তি হতে হয়েছিল হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, ঘাড়ের সেই সমস্যা নতুনভাবে ফিরে এসেছে শুভমানের। যার ফলে বিলেত সফর শেষে দেশে ফিরে ভারত অধিনায়ক নিজেও হাজির হয়েছিলেন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। সেখানে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেন তিনি। জানা গিয়েছে, শুভমান আপাতত বিশ্রামে থাকলেও তাঁর ঘাড়ের চোটের অবস্থা আগের তুলনায় অনেক ভালো। ১৫ অগাস্ট থেকে গলে শুরু হতে চলা শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে শুভমানের খেলতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর বোলার বুমরাহকে নিয়ে এখনই এতটা আশার কথা শোনা যায়নি। তবে জানা গিয়েছে, বুমরাহ আগের তুলনায় ভালো রয়েছেন। দ্রুত বোলিংও শুরু করতে চলেছেন তিনি। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা সর্বভারতীয় এক দৈনিকে আজ বুমরাহ ফিটনেস নিয়ে বলেছেন, 'জসপ্রীত দ্রুত ফিট হচ্ছে। এক-দুইদিনের মধ্যেই বোলিং শুরু করবে ও। প্রথমে ছোট রানআপে। পরে স্বাভাবিক রানআপে বোলিং শুরু করার কথা। শ্রীলঙ্কা সিরিজে খেলতে হয়তো সমস্যা হবে না ওর।' দিন কয়েক আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের দল ঘোষণার সময় বুমরাহ ও বি সাই সুদর্শনের ফিটনেস সমস্যার কথা বিসিসিআই স্বীকার করে নিয়েছিল। পুরো ফিট হলে তবেই বুমরাহ ও সাই কলম্বোর বিমানে উঠবেন বলে খবর। উল্লেখ্য, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের লক্ষ্যে দ্বীপরাষ্ট্রে আসন্ন দুই টেস্টের সিরিজ মহাগুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার জন্য।

অক্টোবরের শুরুতে কলকাতায় খেলবে ব্রাজিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুলাই : ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য সুখবর। এবার নিজেদের দেশেই ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রাফিনহাদের সাম্বা ফুটবলের ঝলক দেখবেন তাঁরা।

বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, ভারতের মাটিতে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে পারে কার্লো আন্সেলোত্তির ব্রাজিল। সেই জল্পনার অবসান ঘটেছে। ৩ অক্টোবর কলকাতায় ভারতের বিপক্ষে খেলবেন ভিনিরা। বৃহস্পতিবার সরকারিভাবে এই সংবাদ জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। পরে মোহনবাগান দিবসের মঞ্চ থেকে একই সংবাদ ঘোষণা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁর।

২০১১ সালে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে খেলতে দেখেছিল ভারতীয় ফুটবলের মক্কা কলকাতা। কিন্তু সেবার প্রতিপক্ষ দেশ ছিল ভেনেজুয়েলা। এবার ভিনিসিয়াস-রাফিনহাদের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিংরা। ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের তরফেও ভিনিসিয়াসদের ভারত সফরের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ফ্রেন্ডলি খেলে আন্সেলোত্তির ছেলেরা ভারতে পা রাখবে।

এ যেন স্বপ্ন। এমনিতেই এদেশের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ব্রাজিল নিয়ে বিশেষ আবেগ রয়েছে। বিশ্বকাপের সময় এদেশের ফুটবলপ্রেমীদের একটা বড় অংশ মনেপ্রাণে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সমর্থন করেন। বিশ্বকাপের সময় পাড়ায় পাড়ায় উড়তে দেখা যায় ব্রাজিলের পতাকা। এবারের বিশ্বকাপের সময়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকি প্রিয় দলের জয় প্রার্থনা করে অনেকেই মন্দিরে পুজো পর্যন্ত দিয়েছেন।

১৯৭৭ সালে ফুটবল সম্রাট পেলের খেলা দেখেছিলেন এদেশের ফুটবলপ্রেমীরা। পরে আইএসএলের দৌলতে রবার্তো কার্লোস, এলানো ব্লুমারদেরকেও ভারতে খেলতে দেখা গিয়েছে।

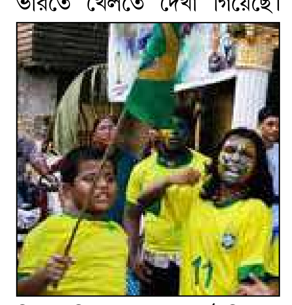

কিন্তু ব্রাজিলকে ঘরের মাঠে নিজের দেশের বিপক্ষে খেলতে দেখাটা তাদের কাছে স্বপ্ন। এবার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। এই ম্যাচ নিয়ে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেছেন, 'স্বাধীনতার পর প্রথমবার ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলবে ভারতীয় দল। এদেশের ফুটবলের জন্য এটা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।'

শুধু কি ফুটবলপ্রেমীদের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে? কোলাসো, আনোয়ার আলিরাও স্বপ্ন দেখছেন বিশ্বসেরা দলগুলির বিরুদ্ধে দেশের জার্সিতে প্রতিনিধিত্ব করার। ভারতের কোচ খালিদ জামিলও বোধহয় কোনওদিন ভাবেননি কোচিং কেরিয়ারে আন্সেলোত্তির মুখোমুখি হবেন।

ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ হলেন ফ্লেমিং

লন্ডন ৩০ জুলাই : দৌড়ে ছিলেন অনেকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইকে পিছনে ফেলে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ হলেন স্টিফেন ফ্লেমিং। চার বছরের চুক্তিতে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিলেতের টেস্ট দলের নতুন অধিনায়ক জো রুটও।

স্বাগত জানালেন জো রুট

ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে ২০০৯ সাল থেকে আইপিএলের অন্যতম সফল দল চেন্নাই সুপার কিংসের কোচ ছিলেন ফ্লেমিং। সম্প্রতি সিএসকের সঙ্গে ১৮ বছরের সম্পর্কের ইতি টেনেছেন তিনি। আপাতত নিজের দেশে পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাচ্ছেন প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক। আর তার মাঝেই আজ ইংল্যান্ড ক্রিকেটের সঙ্গে নয়া সম্পর্কের সূচনা করলেন ফ্লেমিং। ব্রেন্ডন ম্যাককুলামকে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর নতুন কোচের সন্ধানে ছিল ইসিবি। আজ ফ্লেমিংয়ের নাম ঘোষণার মাধ্যমে কোচ কি খোঁজ শেষ হল। জানা গিয়েছে, আগামী ১৯ অগাস্ট থেকে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজ খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। আসন্ন সেই সিরিজে অন্তবর্তীকালীন কোচ হিসেবে ইংল্যান্ডের দায়িত্ব সামলাবেন মার্কাস ট্রেসকোথিক। পাকিস্তান সিরিজ শেষ হলে জো রুটদের দায়িত্ব নেবেন ফ্লেমিং।

প্রাক্তন এক কিউয়ি অধিনায়কের উত্তরসূরী আর এক প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক!

ম্যাককুলামকে সরিয়ে ফ্লেমিংকে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ করার পর ইসিবি-র এমন সিদ্ধান্তে অনেকেই বিস্মিত। যদিও অন্দরের খবর ভিন্ন। ফ্লেমিং ও ম্যাককুলাম দুইজনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ব্যবসায়িক পার্টনারও। ফলে ফ্লেমিং লাল বলে ও ম্যাককুলাম সাদা বলে ইংল্যান্ড দলকে আগামীর দিশা দিতে পারবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ

এখনও নিশ্চিত নন বিসিবি সভাপতি তামিম

ঢাকা, ৩০ জুলাই : আলোচনা চলছে। কিন্তু সমাধানসূত্র এখনও মেলেনি। আগামী সেপ্টেম্বরে টিম ইন্ডিয়া আদৌ বাংলাদেশ সফরে যাবে কিনা, এখনও স্পষ্ট নয়।

ভারতীয় দল যদি শেষপর্যন্ত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সফরে যায়, তাহলে পূর্বনির্ধারিত আফগানিস্তান সিরিজ স্থগিত করতে হবে। বাস্তবে কি সেটা সম্ভব? জবাব জানে না দুনিয়া। এমন অবস্থার মধ্যে বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি প্রাক্তন ক্রিকেটার তামিম ইকবালও ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ নিয়ে আশার আলো দেখাতে পারেননি। তামিম বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে। আমরা প্রবলভাবে চাইছি, ভারতীয় দল যেন বাংলাদেশ সফরে আসে। কিন্তু বিসিবি প্রধান হিসেবে আমারও কিছু সীমারেখা রয়েছে। ভারত বাংলাদেশ সফরে আসবেই, এই কথা নিশ্চিতভাবে বলার সময় আসেনি এখনও।'

কূটনৈতিক কারণে দুই প্রতিবেশীর সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল আগেই। সেই খারাপ সম্পর্ক আরও তলানিতে চলে যায়, যখন গত ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। আপাতত সম্পর্ক আগের তুলনায় ভালো। মাঝের সময়ে বাংলাদেশে সরকার বদলও হয়েছে। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজনের মতো পরিস্থিতি হয়েছে কি? বিসিবি সভাপতি তামিম আজ সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন, বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু তারপরও জট কাটেনি।

আক্রমণাত্মক ফুটবল হাতিয়ার ইস্টবেঙ্গলের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৩০ জুলাই : 'কাল তাহলে প্রথম জয়টা আসছে?' পরিচিত সাংবাদিকের মুখে প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। তারপর একটা চোখ টিপে একটু মুচকি হেসে বুঝিয়ে দিলেন জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ বস।

ডার্বিতে হার দিয়ে মরশুম শুরু। বেশ খানিকটা চাপে পড়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু কোচের নাম হাবাস। ডার্বি ভুলে দ্বিতীয় ম্যাচের আগে দলের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন। শুক্রবার ডুরান্ড কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স এফসি। সেই ম্যাচের আগে শেষ দফার অনুশীলনে হালকা মেজাজে দেখা গেল জেসিন টিকে-পিভি বিষ্ণুদের। রাজারহাটে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে কার্যত নিভৃতেই ডুরান্ডের প্রস্তুতি সারছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। বৃহস্পতিবার ঘণ্টা দেড়েকের প্রস্তুতিতে নিজেদের নিংড়ে দিলেন জেসিনরা। সিআইএসএফ দলটা একেবারেই অপরিচিত। প্রথম ম্যাচে সাউথ ইউনাইটেড এফসি-র কাছে হেরেছে তারা। তবে ছোট পাসে খেলতে অভ্যস্ত। সেই সঙ্গে লো ব্লক ডিফেন্স ও উইং নির্ভর আক্রমণই তাদের হাতিয়ার। এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আগ্রাসী ফুটবল খেলতে চাইছেন হাবাস।

প্রতিপক্ষের লো ব্লক ডিফেন্স ভাঙতে স্প্যানিশ বসের দাওয়াই, দ্রুত পাসিং ফুটবল। সেইসঙ্গে আচমকা দূরপাল্লার শট নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাবাস। জয়ের সরণিতে ফিরতে দলে একাধিক পরিবর্তন করা হচ্ছে। প্রথম একাদশে দুই বিদেশি ড্যানি রামিরেজ ও মহম্মদ বসিম রশিদকে খেলানোর ভাবনা রয়েছে। সিআইএসএফ উইং নির্ভর আক্রমণে অভ্যস্ত। তাই সন্দীপ মান্ডিকে সাইড ব্যাকে ফেরানোর পাশাপাশি নারিন্দার গেহলটকেও খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গলকে একটু হলেও চিন্তায় রাখছে ফুটবলারদের ফিটনেস। তাই যতটা দ্রুত সম্ভব গোল তুলতে চাইছেন হাবাস। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে বিপিন সিং-রোহিত দানু আসতে পারেন। প্রথমার্ধে বড় লিড পেয়ে গেলে শেষ দশ-পনেরো মিনিটের জন্য নাচো মনসালভেকে দেখে নিতে পারেন হাবাস।

মহমেডানে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুলাই : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবির। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্লাবে লগ্নির আশ্বাসও দিয়েছিলেন তিনি। এমনকি রাতারাতি ক্লাবে বিনিয়োগকারী এনে দেবেন বলে দাবি করেছিলেন। মাস পেরোলেও প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। এরইমাঝে মহমেডান ক্লাবকে দেওয়া হুমায়ুনের তিন-তিনটি চেক বাউন্স হয়েছে।

গোটা ঘটনায় ক্ষোভের আঁচ ক্রমশ বাড়ছে সাদা-কালো শিবিরে। এই পরিস্থিতিতে ফিফার নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ শুরুর আগে কীভাবে দল গঠন হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনার প্রতিবাদে হুমায়ুন-ঘনিষ্ঠ কর্তাদের ক্লাবে ঘেরাও করেন সাদা-কালো সমর্থকরা। টেলিফোনে ক্লাব সভাপতি তাদের সঙ্গে কথা বলে ১০ অগাস্টের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। তা না হলে হুমায়ুনকে ক্লাব সভাপতির পদ থেকে সরানোর দাবিতে ফের সোচ্চার হবেন বলে জানিয়েছেন ওই সমর্থকরা। মহমেডান ক্লাবের তরফেও প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য হুমায়ুনকে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অন্যথা তাঁকে সভাপতির পদ থেকে সরানোর পরিকল্পনাও রয়েছে ক্লাব কর্তাদেরও। সাম্প্রতিক অতীতে হুমায়ুন ছাড়াও মহমেডান ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সাদা-কালো সভাপতি হওয়ার দৌড়ে থাকবেন তিনি।

এদিকে, এদিন কলকাতা ফুটবল লিগে মহমেডানের ম্যাচ ছিল সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে। সুরুচিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে সাদা-কালো ব্রিগেড। মহমেডানের গোল দুইটি লালরেমসাঙ্গা ফানাই ও ফারদিন আলি মোল্লার।

গোলস্কোরার ফারদিন আলি মোল্লার সঙ্গে সেলিব্রেশনে ইসরাফিল দেওয়ান। বৃহস্পতিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

ভারত থেকে টেস্ট সিরিজ জিততে চান হ্যাজেলউড

মেলবোর্ন, ৩০ জুলাই : বয়স এখন ৩৫। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ইতিমধ্যেই খেলে ফেলেছেন ৭৬টি টেস্ট। নিজেও ভালো করে জানেন, আর বেশিদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ধকল নিতে পারবেন না।

আগামীর এমন ভাবনা থেকেই নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন জোশ হ্যাজেলউড। পাকাপাকিভাবে ক্রিকেট ছাড়ার আগে অজি জোরে বোলার হ্যাজেলউড চান ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিততে। শুধু ভারত নয়, হ্যাজেলউডের নজরে রয়েছে আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে নির্ধারিত থাকা অ্যাসেজ ও ২০২৭ সালের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজও।

২০২৭ সালের শুরুতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারতে আসতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া। সেই সফর নিয়ে এখন থেকেই পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন হ্যাজেলউড। ভারতের পাশে ইংল্যান্ডে অ্যাসেজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সিরিজ জয়ের স্বপ্নের কথা শুনিয়েছেন তিনি। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে অজি পেসার হ্যাজেলউড বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'বর্তমান অস্ট্রেলিয়া দলের সদস্য হিসেবে দুনিয়ার নানাপ্রান্তে খেলেছি। সাফল্যের পাশে ব্যর্থতাও এসেছে। কিন্তু তার মধ্যেই কিছু ইচ্ছা, স্বপ্ন অপূর্ণ রয়েছে।' কী সেই অপূর্ণ স্বপ্ন? হ্যাজেলউডের কথায়, 'ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিততে চাই। বহুদিন ভারতে টেস্ট সিরিজ জিততে পারিনি আমরা। সঙ্গে ইংল্যান্ডে অ্যাসেজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেও টেস্ট সিরিজ জিততে চাই ক্রিকেট থেকে অবসরের আগে।' উল্লেখ্য, ২০০১ সালের পর বিলেতের মাটিতে অ্যাসেজ জিততে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। আর ২০০৪ সালে ভারতের মাটিতে শেষবার টেস্ট জিতেছে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ।

ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিততে চাই। বহুদিন ভারতে টেস্ট সিরিজ জিততে পারিনি আমরা। সঙ্গে ইংল্যান্ডে অ্যাসেজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেও টেস্ট সিরিজ জিততে চাই ক্রিকেট থেকে অবসরের আগে।

- জোশ হ্যাজেলউড

কমনওয়েলথে দ্বিতীয়বার ভারতের ‘ওয়ান টু’

গ্লাসগো, ৩০ জুলাই : ২০২২ সালের বার্মিংহাম কমনওয়েলথে ভারতকে প্রথমবার ‘ওয়ান টু’ (একই ইভেন্টে সোনা ও রুপো) উপহার দিয়েছিলেন এলধোস পাল ও আবদুল্লাহ আবুবাকর। চার বছর বাদে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে একই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন দিলীপ মাহাদু গাভিট ও মহম্মদ বাসিল। প্যারা অ্যাথলেটিক্সে পুরুষদের ১০০ মিটারে টি৪৭ ক্যাটিগোরিতে সোনা জিতে নেন দিলীপ। বাসিলের গলায় উঠেছে রুপোর পদক।

নাসিকের টোরান ডোঙ্গারি গ্রামে জন্মানো গাভিটের পাঁচ বছর বয়সে আম গাছ থেকে পড়ে গিয়ে ডান হাত পঙ্গু হয়ে যায়। কনুইয়ের নীচের অংশ বাদ দিতে হয়। যদিও মনোবল হারাননি গাভিট। স্কুল পর্যায়ে অ্যাথলেটিক্সে হাতেখড়ির পর ১৭ বছর বয়সে কোচ বৈজনাথ কালের অধীনে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন তিনি। কালেকে ‘বাবা’ বলেই ডাকেন গাভিট। কালে মূলত গাভিটকে ৪০০ মিটারের জন্য তৈরি করেন। যার সুফল ২৩ বছরের গাভিট ধীরে ধীরে পেতে থাকেন। ২০২১ সালে অনূর্ধ্ব-২০ ন্যাশনাল গেমসে ৪০০ মিটারের ফাইনালে উঠে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর দেন গাভিট। ২০২২ সালের জুনে খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসে মহারাষ্ট্রের হয়ে ৪x৪০০ মিটারে ব্রোঞ্জজয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি। এরপরই প্যারা স্পোর্টসে চলে আসেন। ২০২২ সালে প্যারা এশিয়ান গেমসে

কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	অস্ট্রেলিয়া	৫০	২৩	৩৫
২	ইংল্যান্ড	১৫	৩০	১৯
৩	কানাডা	১৫	১২	১৭
৪	স্কটল্যান্ড	৯	৭	৮
৯	ভারত	৩	৯	৩

পুরুষদের টি৪৭ ক্যাটিগোরিতে ৪০০ মিটারে সোনা জেতা গাভিটের কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট ছিল। বুধবার রাতে গ্লাসগোতে ৭০ মিটার পর্যন্ত পদক জয়ের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না এই প্যারা অ্যাথলিটের। কিন্তু সেখান থেকে শেষ ৩০ মিটারে বাজিমাত করে সোনা জিতে নেন গাভিট। দৌড় শেষ করতে সময় নেন ১০.৭১ সেকেন্ড। নতুন গেমস রেকর্ড গড়ার ফাঁকে গাভিট ভারতের প্রথম পুরুষ প্যারা অ্যাথলিট হিসেবে সোনা জয়ের নজির গড়লেন।

১০.৮৩ সেকেন্ড দৌড় শেষ করে রুপো জেতা কেরলের বাসিলের জন্মের সময়ই এক হাত ছিল না। দিলীপের মতো তিনিও স্থানীয় টুর্নামেন্টে পারফর্ম করার পর গত বছর বাসিল প্যারা স্পোর্টসে আসেন। তবে প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে রুপো জিতে চমকে দিয়েছিলেন ২১ বছরের বাসিল। চলতি বছরটা দুর্দান্ত কেটেছে তাঁর। ফেব্রুয়ারিতে এশিয়ান রেকর্ড গড়া বাসিল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সময় গাভিটকেই হারিয়েছিলেন। বুধবার গাভিটের কাছে হারলেও দুইজনের সৌজন্যে কমনওয়েলথে আরও একবার ওয়ান টু হল ভারতের।

গাভিট, বাসিল ছাড়াও বুধবার রাতে ভারতকে ভালো খবর এনে দেন তারকা লং জাম্পার মুরলী শ্রীশংকর। বার্মিংহাম গেমসের মতো গ্লাসগোতেও রুপো জিতে নেন তিনি। ৮.০৯ মিটার লাফালেও নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারেননি শ্রীশংকর। বলেছেন, ‘রুপো জিতে আমি খুশি। কিন্তু সন্তুষ্ট নই। তবে মাঝের দুই বছর কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। যারা ভেবেছিল আমি আর কখনও ট্র্যাকে ফিরতে পারব না, পদক জিতে তাদের জবাব দিলাম।’

এ তো গেল বুধবার রাতের খবর। বৃহস্পতিবার সবার চোখ ছিল অলিম্পিকে দুইবারের পদকজয়ী নীরজ চোপড়ার দিকে। ফাইনালে উঠতে একেবারেই ঘাম ঝরাননি তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার। বৃষ্টিভেজা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোনও থ্রোয়ারই ৮৪ মিটারের কোয়ালিফিকেশন মার্ক স্পর্শ করতে পারেননি। ৭৬.২৮ মিটার দিয়ে শুরু করার পর দ্বিতীয় প্রয়াসে ৭৯.৬১ মিটার ছুড়ে পঞ্চম স্থানে থেকে ফাইনালের টিকিট পেয়ে যান নীরজ। শুধু তিনি নন, রোহিত যাদবও ৭৮.৩৭ মিটার ছুড়ে ১২ জনের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। নীরজের মতো রোহিতও শেষ প্রয়াস

শেষ ৩০ মিটারে বাজিমাত করে সোনা দিলীপের, রুপো বাসিলের

এড়িয়ে যান। শেষ প্রয়াসে ৭৮.৩৬ মিটার ছুড়ে নীরজ ও রোহিতের সঙ্গে ফাইনাল নিশ্চিত করেছেন যশবীর সিং। তবে ফাইনালে নীরজের মূল লড়াই হবে প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম ও দুরন্ত ফর্মে থাকা শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগের সঙ্গে। আর্শাদের আগে এদিন নীরজ শেষ করলেও রুমেশ ৮২.৮৪ মিটার ছুড়ে প্রথম হওয়ার সঙ্গে জোরদার টক্করের বার্তা দিয়ে রেখেছেন। এছাড়াও গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্সও রয়েইছেন। তিনি এদিন ৮১.২৯ মিটার ছুড়ে দ্বিতীয় হন। ফাইনালে নামার আগে রুমেশ প্রসঙ্গে নীরজ বলেছেন, ‘রুমেশ খুব ভালো ছেলে। আমার খুব ভালো বন্ধু। এই বছর ও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। ফাইনালে ভালো লড়াই হবে।’

ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে পদকের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছেন প্রবীন চিত্রাভেল (১৬.৪১ মিটার) ও সেলভা প্রভু (১৬.২৬ মিটার)। দুইজনেই পুরুষদের ট্রিপল জাম্পে ফাইনালে উঠেছেন।

প্যারা অ্যাথলেটিক্সে পুরুষদের টি৪৭ ক্যাটিগোরিতে ১০০ মিটার দৌড়ে এক ও দুইয়ে শেষ করেন গাভিট ও বাসিল।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় জ্যাভলিন থ্রোয়ের ফাইনালের টিকিট পাওয়ার পর নীরজ চোপড়া।

এশিয়ান গেমসে গেরুয়া জার্সিতে দেখা যেতে পারে ভারতীয় হকি দলকে।

জাতীয় দলের জার্সির রং বদলে বিতর্ক

নীল বাদ দিয়ে গেরুয়া

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : জাতীয় হকি দলের নতুন জার্সির রঙে বিতর্ক।

আসন্ন এফআইএইচ পুরুষ ও মহিলা হকি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ভারতীয় হকি দলে প্রচলিত নীল রঙের বদলে প্রাধান্য পেয়েছে গেরুয়া। আগামী ১৫ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলা বিশ্বকাপে ওই জার্সিতে মাঠে নামবে ভারত। ঐতিহ্যের নীল রং বাদ দিয়ে গেরুয়া রং বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি ক্রীড়া মহলের একাংশ।

ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বীরেন রাসকুইনহা এই সিদ্ধান্তকে ‘লজ্জাজনক’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় হকি দলের পরিচয় বহু দশক ধরে নীল রঙের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। একইসঙ্গে রাসকুইনহার প্রশ্ন, ‘আমি এখানে অনেক অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক মন্তব্য দেখতে পাচ্ছি। আমি এর মধ্যে ঢুকতে চাই না। আমার সহজ এবং বিনীত বক্তব্য হল গর্ব, পরিচিতি ও ঐতিহ্য নিয়ে। ফুটবলে আর্জেন্টিনা যা, হকিতে ভারত তা-ই। আর্জেন্টিনা কি কখনও তাদের মূল জার্সি হিসেবে কমলা এবং সাদা স্ট্রাইপ পরবে?’

> আমাকে বলতেই হবে যে হকি ইন্ডিয়া ভারতের জন্য অনেক ভালো কাজ করেছে। কিন্তু এটি খুবই লজ্জাজনক। ভারতীয় দলের ঐতিহ্য এবং পরিচয় সবসময় নীল রং ছিল। আমি বহু বছর ধরে গর্বের সঙ্গে এই নীল জার্সি পড়েছি। ভক্তরা আমাদের ভারতীয় দলকে নীল রংয়েই দেখতে চান। এই কমলা রঙের পেছনের যুক্তিটা কী?
>
> -বীরেন রাসকুইনহা

১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে ভারতের সোনাজয়ী দলের অধিনায়ক বাসুদেবন ভাস্করনও এই পরিবর্তনের কড়া সমালোচনা করে বলেছেন যে, ঐতিহ্যবাহী রং বদলানোর আগে খেলোয়াড় ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। প্রতিবাদে সোচ্চার রাজনৈতিক মহলও। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা অভিযোগ তুলেছেন যে, দেশের পরিচয় ও ঐতিহ্যকে পরিবর্তন করার চেষ্টা চলছে।

সমালোচনার মুখে পড়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে হকি ইন্ডিয়া। তাদের দাবি, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তিগত এবং খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের পরামর্শ মেনেই নেওয়া হয়েছে। হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক হকি মাঠগুলি বর্তমানে সাধারণত নীল রঙের হয়। এর ফলে নীল রঙের জার্সি অনেক সময় মাঠের সঙ্গে মিশে যেত, যা দৃশ্যমান্যতায় সমস্যা তৈরি করে। হকি ইন্ডিয়ার দাবি, জাতীয় দলের জার্সির রং পরিবর্তনের ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগে ২০১৪ সালের হকি বিশ্বকাপে হলুদ জার্সি এবং ২০১৮ বিশ্বকাপে আকাশি-নীল জার্সি পরে খেলেছিল ভারত। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, গেরুয়া রংটি জাতীয় পতাকার অংশ এবং সাহস, আত্মত্যাগ ও বিজয়ের প্রতীক।

বাগান রত্ন অঞ্জন মিত্র

অঞ্জন মিত্রের মোহনবাগান রত্ন সম্মান তুলে দেওয়া হল তাঁর স্ত্রীকে। ছবি : ডি মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুলাই : যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত মোহনবাগান দিবস সেই অঞ্জন মিত্র পেলেন সবুজ-মেরুনের রত্নসম্মান। জীবনকৃতি সম্মান পেলেন প্রাক্তন ফুটবলার প্রতাপ ঘোষ।

মোহনবাগান দিবসের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাঁদের হাট। উপস্থিতির তালিকায় প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে থেকে ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ সহ রাজ্য মন্ত্রীসভার একঝাঁক প্রতিনিধি। প্রয়াত প্রাক্তন বাগান সচিব অঞ্জন মিত্রর পরিবারের হাতে রত্নসম্মান তুলে দেন

জীবনকৃতি পেলেন প্রতাপ

ক্রীড়ামন্ত্রী। রত্ন গ্রহণ করেন অঞ্জনের স্ত্রী সুজাতা মিত্র। প্রয়াত সচিবকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান উপস্থিত সদস্য-সমর্থকরা। অঞ্জন মিত্রর পরিবারের তরফে ক্লাব মালিদের তহবিলে আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হয় এদিন। মোহনবাগানের জীবনকৃতি সম্মান পেয়ে প্রতাপ ঘোষ বলেছেন, ‘যতদিন জীবিত থাকব ততদিন এই সম্মান মনে থাকবে।’ মোহনবাগান দিবসের মঞ্চ থেকেই ক্লাব সদস্যদের ‘গোল্ড কার্ড’ প্রতীকী উন্মোচন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী। যাঁদের সদস্যপদ ৫০ বছরের বেশি তাঁদের এই বিশেষ সুযোগসুবিধায় আজীবন সদস্য কার্ড দেওয়া হবে।

এদিন মোহনবাগান দিবসের মঞ্চ থেকে ক্লাবের সাম্মানিক সদস্যপদ তুলে দেওয়া হয় ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন বসু, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর হাতে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বলেছেন, ‘মোহনবাগান আমাকে যেভাবে সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিত করল তাতে আমি ক্লাবের কাছে চিরঋণী থাকব।’ বাগান দিবসের মঞ্চ থেকে ক্রীড়ামন্ত্রীর বার্তা, ‘বাংলার ছেলেমেয়েরা দেশের জার্সিতে বিশ্বকাপের মঞ্চে মুখ উজ্জ্বল করবে এটাই আমাদের লক্ষ্য। শুধু ভারত নয়, বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্লাব হিসেবে মোহনবাগান সেখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।’ উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ, দীপক বর্মন।

সদ্য অবসর নেওয়া অনুষ্টুপ মজুমদারকে মোহনবাগান ক্লাবের তরফে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়। অনুষ্টুপ বলেছেন, ‘ক্লাব ক্রিকেটে বেশিরভাগ সময়টাই মোহনবাগানের হয়ে খেলেছি। দীর্ঘ ১৪ বছর। ক্লাবের সাহায্য পেয়েছি তার জন্যই আজ এখানে দাঁড়িয়ে। ভবিষ্যতেও মোহনবাগানকে যদি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি আমি গর্ববোধ করব।’ প্রতুল চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত সম্মানে নির্বাচিত প্রাক্তন রেফারি সাগর সেনকে সম্মানিত করা হয়। সম্মান গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী। অঞ্জন মিত্রর নামাঙ্কিত সেরা প্রশাসক সম্মান পেলেন প্রয়াত গোপীনাথ ঘোষ। এছাড়া বর্ষসেরা অ্যাথলিট তাহুরা খাতুন, বর্ষসেরা হকি খেলোয়াড় রাহিল মওসিন, বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলেন অভিষেক রমন। এবার উমাকান্ত পালোধীর নামাঙ্কিত সেরা সমর্থকের সম্মান পেলেন রাজীব রায় ও সৌরভ ঘোষ চক্রবর্তী।

মোহনবাগান দিবসের মঞ্চে অঙ্গীকার আলবার্তোদের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জুলাই : ২৯ জুলাই, ২০১৯, সম্ভবত সেই শেষবার মোহনবাগান ক্লাবের বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিলেন দলের তারকা ফুটবলাররা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ফিরল সেই ছবি। মোহনবাগান দিবসের মঞ্চ মাতালেন আলবার্তো রডরিগেজ, লিস্টন কোলাসোরা। শামিল দলের নবাগত কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসও। মোহনবাগান দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়েই নতুন মরশুমে খেতাব জয়ের অঙ্গীকার করলেন বর্ষসেরা আলবার্তো ও লিস্টন।

এই বছর শিবদাস ভাদুড়ির নামাঙ্কিত মোহনবাগানের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন সবুজ-মেরুন সমর্থকদের ভালোবাসার ‘মনস্টার’ আলবার্তো। বর্ষসেরার পুরস্কার হাতে বাগানের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার বলেছেন, ‘আজ এখানে এই দিনটায় শামিল হতে পেরে দারুণ লাগছে। সব সমর্থকদের ধন্যবাদ। ভারতের সেরা ক্লাবের হয়ে খেলতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। গত মরশুমে সমর্থকদের প্রত্যাশা করতে পারিনি। আরও ট্রফি জিতে সমর্থকদের খুশি করতে চাই।’ প্রয়াত প্রবাদপ্রতিম ফুটবলার সুভাষ ভৌমিকের নামাঙ্কিত বর্ষসেরা স্ট্রাইকারের পুরস্কার পেলেন লিস্টন। তিনিও বলেছেন, ‘ভারতের সেরা ক্লাবের হয়ে খেলা গর্বের।’ মোহনবাগান দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ট্রফি জয়ের শপথও করলেন তিনি। এই

নিয়ে দ্বিতীয়বার বর্ষসেরা যুব ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন সুহেল আহমেদ বাট। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য।

এবার মোহনবাগান দিবসের মঞ্চে বড় চমক ছিল নতুন কোচ দিলম্পেরিসের উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁকেও সংবর্ধিত করা হয় মোহনবাগান দিবসের মঞ্চে। সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্যানোস বলেছেন, ‘ভারতের সেরা ক্লাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি দারুণ উত্তেজিত। এখানে যেভাবে আমাকে স্বাগত জানানো হল, এটা আমাকে বাকি মরশুমে আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। ক্লাবকে আরও অনেক ট্রফি এনে দিতে চাই, যাতে সমর্থকরা গর্ববোধ করতে পারে। তারজন্য সবাই কঠোর পরিশ্রম করব।’ অনুষ্ঠান শেষে আলবার্তো, প্যানোসরা যখন নেতাজি ইন্ডোর ছাড়ছেন তাঁদের ঘিরে উপচে পড়া সমর্থকদের ভীড় সঙ্গে ট্রফি জয়ের আবদার। হাসি মুখে সব শুনলেন দেখলেন তাঁরা। আর নবাগত প্যানোস অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ বিস্ময় ভরা চোখে দেখলেন সবুজ-মেরুনের এই আবেগ।

মোহনবাগান দিবসে রাজ্যের মন্ত্রী শংকর ঘোষের হাত থেকে বিশেষ পুরস্কার নিলেন অনুষ্টুপ মজুমদার (বাঁয়ে)। বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার হাতে আলবার্তো রডরিগেজ। কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

শ্রুতির জন্য মন্ত্রী, পুরনিগমের দ্বারস্থ

নিজস্বপ্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০জুলাই: এশিয়া প্যাসিফিক ডেফ মাল্টি স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে নামার সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুড়ির শ্রুতি দাস। কিন্তু মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যে মোটা অঙ্কের টাকা জমা করতে হয়, তা দিতে গিয়ে শ্রুতির পরিবার সমস্যায় পড়েছে। সরকারি তরফে সেই খরচ বহনের জন্য বুধবার শ্রুতির মা পুষ্পা পুরনিগমের কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন। পুরনিগমের কমিশনারের কাছে একই আবেদন রেখেছে প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাব সোসাইটি। সভাপতি অমিত সরকার বলেছেন, ‘শ্রুতির পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। সরকারি সাহায্য না পেলেও হয়তো ওর খেলতে যাওয়াই হবে না। পুরনিগমের কমিশনার ছাড়াও রাজ্যের মন্ত্রী শংকর ঘোষকে সেই কথা জানিয়েছি আমরা। শংকর ঘোষ বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বস্ত করেন। শ্রুতির পাশে দাঁড়ানোর দাবি আমরা রেখেছি রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর ডেফের কাছেও।’

রয়্যাল অ্যাকাডেমির ফুটবলে ফাইনালে উঠে সিজার স্কুল ও লাইম লাইট হাইস্কুল। বৃহস্পতিবার।

ফাইনালে লাইম লাইট, সিজার স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই : রয়্যাল অ্যাকাডেমির ১৬ দলীয় ১৫তম আরকে মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবলে ফাইনালে উঠল লাইম লাইট হাইস্কুল ও সিজার স্কুল। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে লাইম লাইট ১-০ গোলে হুইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা লাইম লাইটের শিবকুমার সাহানি। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সিজার স্কুল ৫-০ গোলে চূর্ণ করেছে ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুলকে। জোড়া গোল করে অভয় ভুজেল। বাকি গোলগুলি ঋষভ এক্কা, অর্জুন শৈব ও ম্যাচের সেরা প্রণাম থাপার। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল ১১টা থেকে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ হবে। পরে দুপুর ১টায় শুরু হবে ফাইনাল।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দোমোহানি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দোমোহানি - এর একজন বাসিন্দা বাপি দাস - কে 04.06.2026

তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91E 57573 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকা পুরস্কার জেতার এই সুসংবাদটি শোনার পর আমি যে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। ডিয়ার লটারি প্রত্যেককে মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করে কোটিপতি হওয়ার এক অসাধারণ সুযোগ করে দেয়। আমি সকলকে এই সুযোগটি নেওয়ার জন্য আহ্বান করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।